বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ্ এর সমস্যা ও সমাধান

(Problems and Solutions of Islamic Dawah in Bangladesh)

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

জুন-২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মাহমুদুল হাসান
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং-৫৮/২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ এর সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(মাহমুদুল হাসান)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং- ৫৮/২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মাহমুদুল হাসান কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ এর সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যার অশেষ রহমতে ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ে আমার গবেষণা **"বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ এর সমস্যা ও সমাধান"** টি শেষ করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম শেষ নবী মানবতার মুক্তির মহান দূত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ, তাবি'ঈনসহ ইসলামী দা'ওয়াতে আত্ম নিবেদিত মহান ব্যক্তিগণের প্রতি, যাদের ত্যাগের বদৌলতে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত পৌঁছেছে। অতঃপর আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হাফিয মুহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন ও মাতা সুলতানা বিলকিসের প্রতি যাদের দু'আ, উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমি এম.ফিল. গবেষণা কর্মটি শেষ করি। আমি তাঁদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. গবেষণায় যোগদান করি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের খাস রহমতে প্রথম পর্বের কোর্স সমাপ্ত করি। উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে এর সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার এম.ফিল. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি চট্রগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান, আমার শ্রদ্ধেয় মামা মাওলানা আব্দুর রব, আব্দুর রহমান, আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল কলেজের শিক্ষক কবি আসাদ ইব্ন হাফিয, ইব্রাহীম মণ্ডল ও আমিনুল ইসলামের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাই স্ত্রী ফাতিমা খাতুন, সন্তান 'উমার ফারুক, ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ এনামুল হাসান, বোন মরিয়ম, মাহমুদা, মাহফুজা, হালিমা, ভগ্নিপতিগণ, বন্ধু মুহাম্মদ আব্দুল হালীম, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ইঞ্জিয়ার মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্, মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মাওলানা হুসাইন আহমেদ, মাওলানা লুৎফর রহমান কাসেমী, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ্, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মুহাম্মাদ রমজান হোসাইনের প্রতি, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল-আরাফা ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গের বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতিও আমি অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

-গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন

আ.	আলাইহিস্ সালাম
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু/ ‘আন্হুম/ ‘আন্হা/ ‘আন্হুমা/ ‘আন্হুন্না
রহ.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজ্রী
বি. দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তির্মিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তির্মিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস্ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহ্মদ ইব্ন শু‘আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আব্দুলাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহ্মাদ	আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা ‘ইমাদুদ্দীন ইসম‘ঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়হাকী	আহ্মাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী

সূচীপত্র

ভূমিকা		১-৩
প্রথম অধ্যায়	"দা'ওয়াহ্" এর আভিধানিক অর্থ	৪-৫
	"দা'ওয়াহ্" এর পারিভাষিক অর্থ	৬-৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য**	৮-২৭
	আল্লাহ্র একত্ববাদের ঘোষণা	৮
	মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা	১১
	সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক	১৩
	আদর্শ মানুষ তৈরি	১৫
	আদর্শ পরিবার গঠন	১৮
	আদর্শ সমাজ গঠন	২১
	আদর্শ রাষ্ট্র গঠন	২২
	আল্লাহ্র গজব থেকে রক্ষা	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	**আম্বিয়া ('আ.) এর দা'ওয়াত ও সমকালীন সমস্যা**	২৮-৪৮
	এক আল্লাহ্র আনুগত্য করা ও তাগুতকে বর্জন করার দা'ওয়াত	২৮
	ওহীর জ্ঞান প্রচার	৩১
	মানুষকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করা	৩৩
	সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা	৩৬
	একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠা	৩৭
	উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেয়া	৩৮
	সমকালীন সমস্যাসমূহ	৩৯
	যুল্ম-নির্যাতন	৩৯
	নবী সম্পর্কে অমূলক ধারণা	৪১
	পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ	৪৩
	ধর্মের নামে বিরোধিতা	৪৪
	রাষ্ট্র শক্তির বিরোধিতা	৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	**ইসলামী দা'ওয়াত প্রদানের নীতিমালা**	৪৯-৭৯
	কুরআ'ন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান	৫০
	বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা	৫২
	বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চলা ও মৌলিক বিষয়ে আলোচনা	৫৬
	দাঈ'গণের মৌলিক কয়েকটি গুণ	৫৭
	বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী হওয়া	৫৭
	চারিত্রিক মাধুর্য	৫৯
	জ্ঞান ও কৌশল	৬০
	ধৈর্য ও অবিচলতা	৬২

	ত্যাগের মানসিকতা	৬৫
	তাকওয়া ও ইখ্‌লাস	৬৯
	সাহস ও দৃঢ়তা	৭১
	ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা	৭৬
পঞ্চম অধ্যায়	**বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাস**	৮০-১১২
	বাংলার সাথে আরবের ঐতিহাসিক সম্পর্ক	৮০
	মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী দা'ওয়াত	৮১
	মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে	৮২
	আরব বণিকদের মাধ্যমে	৮৩
	ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে	৮৩
	হযরত 'উমার (রা.) এর খিলাফতকালে বাংলায় ইসলাম	৮৪
	সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এর আগমন	৮৪
	উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের যুগে দা'ওয়াতী কার্যক্রম	৮৬
	দা'ওয়াতের লক্ষ্যে মাসজিদ নির্মাণ	৮৭
	বাংলায় ইসলামী দা'ওয়াতের অগ্রপথিক	৮৮
	মুসলিম শাসনামলে ইসলামী দা'ওয়াত	৮৯
	মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচারের কলা-কৌশল	৯০
	রাজনীতিবিদ ও শাসকদের সহায়তায় ইসলাম প্রচার	৯২
	জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার	৯৩
	মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের কার্যক্রম	৯৩
	ইসলামী দা'ওয়াতের বিপর্যস্ত যুগ	৯৫
	হিন্দু ব্রাহ্মণদের তৎপরতা ও মুসলিম শাসকদের উদাসিনতা	৯৫
	সূফীবাদীদের হামলা	৯৬
	বৃটিশদের আগমন ও তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা	৯৬
	বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী দা'ওয়াত	৯৮
	শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দা'ওয়াতী কার্যক্রম	৯৮
	ফারায়েজি আন্দোলন	৯৯
	তিতুমীরের দা'ওয়াত ও জিহাদী আন্দোলন	১০০
	১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও 'উলামাদের উপর নির্যাতন	১০১
	দা'ওয়াত এর নতুন কর্ম-কৌশল	১০৩
	মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা	১০৩
	কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১০৩
	দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা	১০৪
	দারুল 'উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা (হাটহাজারী মাদ্‌রাসা)	১০৫
	গাছবাড়ী জামি'উল 'উলূম কামিল মাদ্‌রাসা	১০৭
	সরকারি সিলেট 'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১০৮
	ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত 'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১০৮
	কারামাতিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১০৮

	সরকারি মুস্তাফাবীয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১০৮
	তাবলীগ জামা'আতের দা'ওয়াতী আন্দোলন	১০৮
	ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামাজিক সংগঠন	১১০
	আঞ্জুমান-ই-ইসলাম	১১১
	আঞ্জুমান-ই-'উলামা-বাঙ্গালা	১১১
	আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম	১১১
ষষ্ঠ অধ্যায়	**বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত**	১১৩-১৩৪
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে	১১৩
	কাওমী মাদ্‌রাসা	১১৩
	'আলিয়া মাদ্‌রাসা	১১৫
	বিশ্ববিদ্যালয়	১২০
	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া	১২০
	আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম	১২০
	বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১২১
	তাবলীগ জামা'আত	১২১
	বিশ্ব মারকায	১২২
	দেশীয় কেন্দ্রীয় মারকায	১২২
	জেলা মারকায	১২২
	থানা মারকায	১২২
	গ্রাম বা মহল্লা	১২২
	দীন প্রচারের পদ্ধতি	১২২
	তা'লীম	১২২
	সাপ্তাহিক গাশ্‌ত	১২৩
	আড়াই ঘণ্টার মেহনত	১২৩
	মাশ্‌ওয়ারা	১২৪
	তিনদিন ও চিল্লা	১২৪
	মাস্তূরাত বা মহিলা জামা'আত	১২৬
	বার্ষিক ইজ্‌তিমা	১২৬
	ইসলামী সংগঠন	১২৭
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১২৭
	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	১৩১
	ইসলামী ঐক্যজোট	১৩৩
	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৩৩
সপ্তম অধ্যায়	**বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের সমস্যাসমূহ**	১৩৫-১৭৫
	মুবাল্লিগগণের ব্যক্তিগত সমস্যা	১৩৫
	জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাব	১৩৫
	অর্থ, সুনাম ও ক্ষমতার লোভ	১৩৬
	অধৈর্য	১৩৯

	ব্যক্তিগত ‘আমলের সমস্যা	১৪০
	প্রশিক্ষণের অভাব	১৪১
	নেতাদের অন্ধ অনুসরণ	১৪২
	‘আলিম-‘উলামার পদস্খলন	১৪৪
	ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা	১৪৫
	কাওমী মাদ্‌রাসার সমস্যা	১৪৫
	আধুনিক শিক্ষার অভাব	১৪৫
	মাতৃভাষার চর্চা কম	১৪৬
	কর্মবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা	১৪৬
	বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি	১৪৭
	অর্থনৈতিক সমস্যা	১৪৭
	শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব	১৪৮
	‘আলিয়া মাদ্‌রাসার সমস্যা	১৪৮
	অনুবাদ গ্রন্থ ও গাইড নির্ভর লেখাপড়া	১৪৮
	‘আমল-আখলাকের ব্যাপারে উদাসীনতা	১৪৮
	দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ	১৪৮
	মাক্‌তাবের সমস্যা	১৪৯
	অর্থনৈতিক সমস্যা	১৪৯
	সেকেলে শিক্ষানীতি	১৪৯
	বৈষয়িক প্রতিযোগিতা	১৫০
	তাবলীগ জামা‘আতের সমস্যা	১৫০
	কুর’আন ও হাদীস চর্চার অভাব	১৫০
	মুরব্বীদের অন্ধ অনুসরণ	১৫১
	জাল হাদীস এবং ভিত্তিহীন কাহিনীর চর্চা	১৫২
	কয়েকটি মৌলিক পরিভাষার বিকৃতি	১৫৩
	ইসলামী সংগঠনগুলোর সমস্যা	১৫৪
	ক্ষমতার লোভ	১৫৩
	মৌলিক দা‘ওয়াতের গুরুত্বকম	১৫৪
	আত্মশুদ্ধির অভাব	১৫৫
	ইসলামী দা‘ওয়াতের নামে অপতৎপরতা	১৫৫
	শী‘আ সম্প্রদায়ের দা‘ওয়াত	১৫৮
	খ্রিষ্টান মিশনারীরর তৎপরতা	১৫৯
	কাদিয়ানী সম্প্রদায়	১৬৩
	মতভেদ ও সমন্বয়হীনতা	১৬৪
	রাজনৈতিক সমস্যা	১৬৬
	অর্থনৈতিক সমস্যা	১৬৭
	সংস্কৃতিক আগ্রাসন	১৬৮
	অশ্লীল চলচ্চিত্র	১৭০

	মিডিয়া সন্ত্রাস	১৭২
	ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা	১৭৩
অষ্টম অধ্যায়	**বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সমস্যার সমাধান**	১৭৬-২০৩
	কুর'আন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন	১৭৬
	মৌলিক বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা	১৭৭
	মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সমন্বয় করা	১৭৯
	ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয় ঘটানো	১৮১
	মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো	১৮২
	দা'ঈগণের করণীয়	১৮৫
	ক. প্রশিক্ষণ নেয়া	১৮৫
	খ. কুর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা	১৮৬
	গ. মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়া	১৮৮
	ঘ. ব্যক্তি জীবনে দীনের পূর্ণ অনুসরণ ও দা'ওয়াতকে জীবনের আসল লক্ষ্য বানানো	১৮৮
	ঙ. আত্মসমালোচনা করা ও অন্যের সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকা	১৮৯
	দা'ওয়াতী কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটানো	১৯০
	ক. টেলিভিশন ও রেডিও ব্যবহার	১৯২
	খ. ইন্টারনেট ব্যবহার	১৯২
	গ. জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইসলামের আলোচনা করা ও মাসিক পত্রিকার প্রসার ঘটানো	১৯৩
	মসজিদ গুলোকে সামাজিক কেন্দ্র বানানো	১৯৪
	মহিলাদের দ্বীন শিখার রাস্তা উন্মুক্ত রাখা	১৯৬
	তরুণদের মাঝে ইসলাম চর্চার প্রসার ঘটানো	১৯৮
	দা'ওয়াতের ব্যাপারে চাটুকারিতা পরিত্যাগ ও আপোষহীন হওয়া	১৯৯
	ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা	২০১
	অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র সর্ম্পকে সজাগ দৃষ্টি রাখা	২০২
	জনকল্যাণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা	২০৩
উপসংহার		২০৪-২০৫
গ্রন্থপঞ্জী		২০৬-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি। সমগ্র প্রাণীজগতে মানুষের অবস্থান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তার আকার-আকৃতি যেমন অনন্য, তেমনি তার বিচার শক্তিও অতুলনীয়। তাই গোটা প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃত। এটা মানুষের জন্য এক পরম গৌরবের বিষয়; সন্দেহ নেই। এই গৌরবটা কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়; মানুষ আপনা থেকেই এর অধিকারী হয় না। এটি মানুষকে অর্জন করতে হয় এবং নিরন্তর সাধনা বলে একে ধরে রাখতে হয়। কিন্তু মানুষ এই চেষ্টা ও সাধনা করবে কোন ধারায়? কিভাবে সে অর্জন করবে খিলাফতের মর্যাদা? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্ববহ। এর সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হলে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনাই ফলপ্রসূ হতে পারে না, তার ললাটেও অঙ্কিত হতে পারে না কাঙ্ক্ষিত গৌরবের জয়লেখ।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের মানবতাবাদীরা মানুষকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। ষোড়শ শতকের যে রেনেসাঁ আন্দোলন উনিশ শতকে এসে বিজয়ী হতে চেয়েছিল তাও ক্রমেই তার গতি হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে।

আজ মানব জাতি যখন এই অধঃপতন আর অবক্ষয়ের অন্ধকূপের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন কী করে মুসলিম জাতি চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? আজ মুসলিমদেরকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে গোটা মানব জাতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালনা করার। কারণ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়েই মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিম জাতির উপর ন্যস্ত করেছেন। এ দায়িত্ব পালন কেবল একটি মানবিক দায়িত্ব ও কাজ নয় বরং সৃষ্টিকর্তার 'ইবাদতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যেহেতু মহান আল্লাহ্‌ সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষকে সেরা বানিয়েছেন। বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাকশক্তি, স্বাধীনতা একমাত্র মানুষকেই দিয়েছেন, তাই তাদের উচিৎ ছিল একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই হুকুম মেনে চলা। কিন্তু মানুষ তা না করে আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্য হয়েছে, ভুলে গেছে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থান। সৃষ্ট প্রাণী হিসেবে মানুষের অবস্থান যেটাই হোক না কেন করুণাময় আল্লাহ্‌ সব সময়ই তাদের কল্যাণ চান। তাই তাদের সুখ-শান্তি ও মুক্তির জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করেছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্‌ নবীগণের মাধ্যমে এর বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সেই বিধি-বিধান তথা ইসলামের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করেছেন। ইসলামের দিকে এ আহ্বান করাকেই বলা হয় ইসলামী দা'ওয়াত। নবীগণের এ দা'ওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছেন তারা কল্যাণময় জীবন লাভ করেছেন। যারা এ দা'ওয়াত গ্রহণ করেনি বা এ দা'ওয়াতের শিক্ষা যারা ভুলে গেছে, তারা অশান্তিময় জীবন-যাপন করেছে। এমনই এক শান্তিহারা সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। আল্লাহ্‌র নবীর আদর্শ হচ্ছে চির পুরাতনের পথ বেয়ে আসা চির নতুন, সর্বোচ্চ দাতার এ বিশেষ অনুগ্রহ কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান এক শাশ্বত পাথেয়। এ আদর্শ এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে সামান্যতম শূন্যতা, কমতি কিংবা ঘাটতির কোনই অবকাশ নেই এবং এমন একটি ছাঁচ যে ছাঁচে সার্বিক জীবন ধারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হওয়া বিধেয়। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রত্যেকটি বিধি বিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা সর্বকালে ও সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

যেহেতু মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না, তাই তাঁর পদাংক অনুসরণ করে ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত প্রচার করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর, বিশেষ করে 'আলিম শ্রেণীর।

সুদূর অতীত কাল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। হিজ্‌রী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কিছু আরব বণিকদের মাধ্যমে এ দেশের কোন কোন অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময় যারা ইসলামের দা'ওয়াতী কার্যক্রম করেছিলেন তাঁদের পরিচয় সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। জনগণের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অবস্থাও ছিল দুই রকম। প্রথম শ্রেণীর ঐ সমস্ত লোক যারা ইসলামকে বুঝে-শুনে, চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহণ করেছিল এবং ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন, সাথে সাথে পূর্বের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রকারে ছিলেন ঐ শ্রেণীর লোক যারা তাদের অতীত ধর্মের বিবিধ বিশ্বাসের উপর বহাল থেকে শুধুমাত্র সে সব বিশ্বাসের নাম পরিবর্তন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন।

মুসলিম সমাজের এ দুটি ধারা এখনও বিদ্যমান। ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা অনুকূলে থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থান এর বিপরীত। এছাড়াও দা'ঈগণের মধ্যে কুর'আন ও সহীহ্‌ হাদীসের যথার্থ জ্ঞান, তাক্‌ওয়া, দা'ওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদির অভাব বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতাকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারে যে সকল সমস্যা আমরা দেখি তা নতুন কিছু নয়। হযরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবীই এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের মাঝে জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কুর'আন ও সুন্নাহ্ রয়েছে। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কার্যাবলির রেকর্ডও অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি কিভাবে দা'ওয়াত দিতেন, কিভাবে দা'ওয়াত প্রদানের ফলে আগত সমস্যার মুকাবিলা করতেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজ যদি তা অনুসরণ করা হয়, তাহলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতা আনা সম্ভব।

আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কর্মটি বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াতের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

'দা'ওয়াহ্' এর আভিধানিক অর্থঃ

দা'ওয়াহ্ (دعوة) আরবী শব্দ। এর বহুবচন হলো (دعوات) এবং مادة হলো د-ع-و শব্দটির অর্থ ডাক, আহ্বান, আমন্ত্রণ, অনুরোধ, নিমন্ত্রণ, প্রচার ইত্যাদি।[১]

ড. আব্দুল খালিক বলেন :

ان الكلمة الدعوة تعنى المحاولة العملية او القولية لامالة الناس الى شئ-

"দা'ওয়াহ্' শব্দের অর্থ হলো কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসা।"[২]

A Dictionary of Modern Written Arabic এ দা'ওয়াতের অর্থ লিখা হয়েছে- Call, Appeal, demand, request, Convocation.[3]

معجم لغة الفقهاء গ্রন্থের এর অর্থ লিখা হয়েছে[৪]-

الدعوة : بفتح الدال وسكون العين،ج دعوات معناه

ما يطلب حضوره من الطعام ونحوه Invitation

الى الاسلام : طلب الايمان به To propagate Islam

পবিত্র কুর'আনে 'দা'ওয়াহ্' শব্দের বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন:

১. আহ্বান করা। যেমন পবিত্র কুর'আনে এসেছে-

لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً -

"রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো ন।"[৫]

২. দু'আ করা। যেমন-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِيۤ أَسْتَجِبْ لَكُمْ-

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি ডাকে সাড়া দিব।"[৬]

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮)
২. ড. আব্দুল খালিক, *আহাম্মিয়াতদ-দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩), পৃ.৬
৩. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (বৈরুত : মাকতাবাতু লিবানান-১৯৭৪)
৪. মুহাম্মাদ রাওয়াস, *আরবী-ইনক্লীজী মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (পাকিস্তান : ইরাদাতুল কুর'আনি ওল 'উলূমিল ইসলামিয়াহ্, প্রকাশের সাল উল্লেখ নেই)
৫. *আল-কুর'আন*, ২৪:৬৩
৬. *আল-কুর'আন*, ৪০:৬০

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোন মত বা পথের দিকে আহ্বান করা। তা ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। যেমন-

وَيٰقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ-

"হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান কর অগ্নির দিকে।"[৭]

৪. প্রার্থনা করা। যেমন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ-

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে (মনে কর), তাদের নিকটও সাহায্য চাও। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[৮]

৫. শেষ বিচারের দিবসে মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে উঠার আহ্বান করা। যেমন-

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ-

"অতঃপর তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।"[৯]

কুর'আনের মত হাদীসেও এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন: দু'আ অর্থে واتق دعوة المظلوم "তুমি নিপীড়িতের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।"[১০]

আবার মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ادعوهم الى شهادة أن لا اله الا الله " তাদেরকে তুমি এ কথার দা'ওয়াত দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"[১১] আবার কখনও কারো বাড়িতে আপ্যায়ন করার অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। যেমন– ويجيبه اذا دعاه "কেউ দা'ওয়াত করলে তা গ্রহণ করা।"[১২]

---

৭. *আল-কুর'আন*, ৪০:৪১

৮. *আল-কুর'আন*, ২:১৮৬

৯. *আল-কুর'আন*, ৩০:২৫

১০. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ্ ইব্ন বারদিযবাহ্ আল-বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী* , অনু: হুসাইন বিন সোহ্রাব (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১১), হাদীস নং-১৪৯৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

১২. ওলীউদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ্*,অনু: মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০৩), কিতাবুল আদাব, হাদীস নং-৪৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

'দা'ওয়াহ্'-এর পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ইহকালীন কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে মানব জাতিকে ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহ্বান করাকে 'দা'ওয়াহ্' বলে। যুগে যুগে যখন মানুষ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তখনই মহান আল্লাহ্ মেহেরবানী করে মানবজাতির মধ্যে থেকেই সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী বা রাসূল পাঠিয়েছে। আর সকল নবী-রাসূলই তৎকালীন তাঁর জাতির কাছে প্রথমেই প্রকৃত মালিকের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ওফাতের পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। কিন্তু যারা তাঁর প্রকৃত অনুসারী তাঁরাই কুর'আন এবং সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য দা'ওয়াতের কাজটি চালিয়ে যাবেন। সুতরাং দা'ওয়াত বা আহ্বানের কাজটি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

- ইমাম ইব্ন মানযূর বলেন :

دعوة الاسلام هى كلمة الشهادة التى يدعى اليها أهل الملل الكافرة-

"ইসলামের দা'ওয়াত এমন একটি সাক্ষ্যমূলক বাক্য যার দিকে কাফির সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয়।"[১৩]

- ড. আব্দুল খালিক বলেন:

بذل كافة الجهود العملية والقولية فى سبيل الله وابلاغه-

"ইসলামী দা'ওয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহর দীন প্রচারের লক্ষ্যে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজের কর্মক্ষমতা ও বাকশক্তিকে সার্বিকভাবে ব্যবহার করা।"[১৪]

- The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World গ্রন্থের ভাষায়-

"Dawah means the call to become a member of the only righteous Islamic community within the Muslim Ummah."

"দা'ওয়াত হলো মানুষকে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সঠিক ইসলামী সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার আহ্বান জানানো।" [১৫]

- Frederick M. Denny বলেন:

---

১৩. ইমাম ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব* (বৈরুত : দারু সাদির, ২০০৪), খ.৫, পৃ.২৬৭

১৪. *আহাম্মিয়াতুদ দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ.৬

১৫. *The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York : Oxford University Press-1995), Volume-1, Page-346

Dhaka University Institutional Repository

"A religious outreach or mission to exhort people to embrace Islam"

"দা'ওয়াত হলো একটি ধর্মীয় মিশন যা লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।"[১৬]
শায়খ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুনশী বলেন :

"মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী ও অভিপ্রায় পৌঁছিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করাকে দা'ওয়াত বলে।"[১৭]

ইসলামী বিশ্বকোষ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ সেই আহ্বান যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের প্রতি করেছেন, প্রকৃত সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দা'ওয়াত-আহ্বান। (*কুর'আন*-১৪:৪৪) সকল নবী রাসূলের ধর্মই হলো ইসলাম (*আল-কুর'আন*, ৩:১৯) এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দা'ওয়াত ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মিশন ছিল এই দা'ওয়াতী আহ্বান পুনরুজ্জীবিত করা। এটাই হলো দা'ওয়াতুল ইসলাম।" [১৮]

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০

১৭. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম মুনশী, *দাওয়াতে তাবলীগ কি ও কেন* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০১২), পৃ.১৭

১৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭), খ.১৩, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত রব্‌কে চিনতে পারে, পারে সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে। এ জন্য মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসার করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি জাতির নিকট হিদায়াতের বাহক পাঠানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ -

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক।"[১৯]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ -

"আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"[২০]

মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র শেষ রাসূল। তাঁর পরে আর কোন রাসূল আসবেন না। তাই দা'ওয়াতের এ মিশনকে চলমান রাখার জন্য মুসলিমদের মধ্যে সর্বদা একদল লোক এ কাজ অব্যাহত রাখবে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ-

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকর্মের নিষেধ করবে, এরাই সফলকাম।"[২১]

সুতরাং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা :

ইসলামী দা'ওয়াতের মূল বিষয় হলো তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া। এর মূল কালিমা হলো: لآ اله الا الله محمد رسول الله-

১৯. *আল-কুর'আন*, ১৩:৭
২০. *আল-কুর'আন*, ১৬:৩৬
২১. *আল-কুর'আন*, ৩:১০৪

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল।" এর দ্বারা এ কথা স্বীকার করা হয় যে, এই দুনিয়া ও এর মধ্যে যত জীব-জন্তু ও বস্তু সামগ্রী রয়েছে এর কোনটিই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি। এর সবই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টিকর্তাও বহু নয়, মাত্র একজন। আর সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়। আল্লাহ্র ভাষায়:

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ

"আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।"[২২]

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ-

"আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অবিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?"[২৩]

ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"[২৪]

সূরা ইখ্লাসে আল্লাহ্র একত্ববাদের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۚ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ -

২২. *আল-কুর'আন*, ২:১৬৩
২৩. *আল-কুর'আন*, ৩২:৪
২৪. *আল-কুর'আন*,২:২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

"বল, তিনিই আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"[২৫]

আবার তিনি সারা জাহানকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং একে রীতিমত পরিচালনা করা, প্রাণশক্তি ও দরকারী খাদ্য দিয়ে একে এবং এর সমস্ত জীব-জন্তুকে বাঁচিয়ে রাখা ও লালন-পালন করা প্রভৃতি কাজও করেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই, সাহায্যকারীও নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে-শুনে কাউকেও আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ দাঁড় করো না।"[২৬]

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ- بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ -

"তারা জিনকে আল্লাহ্র শরীক করে, অথচ তিনিই এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র- মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর 'ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"[২৭]

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ-أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ

২৫. *আল-কুর'আন*, ১১৩: ১-৪
২৬. *আল-কুর'আন*, ২:২১-২২
২৭. *আল-কুর'আন*, ৬:১০০-১০২

حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ -

"বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক ?' বল, 'আল্লাহ্'। বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয় ?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?' তবে কী তারা আল্লাহ্র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে ? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।' তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এইভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন।"[২৮]

এ বিষয়গুলোই হলো ইসলামী দা'ওয়াতের মূল কথা। যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পেতে পারে।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা

পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য তাঁদের কেউ মানুষকে পেট সর্বস্ব, কেউ সেক্স সর্বস্ব আবার কেউবা মানুষকে মানুষ নয় বরং বানর হতে উদ্ভুত একটি প্রাণী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু ইসলামের বক্তব্য হলো, মানব জাতি বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি। অন্যদের থেকে তার জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা ও কলা-কৌশল আলাদা। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং তা বুঝতে হবে। এ সম্পর্কে উদাসীন অথবা অজ্ঞ থাকলে সঠিক পথের দিক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে কেন সৃষ্টি করা হলো–তাই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। আর সে উদ্দেশ্যটা হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদত করে কি না তা পরীক্ষা করা। কুর'আনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ-

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।" [২৯]

২৮. *আল-কুর'আন*, ১৩:১৬-১৭

২৯. *আল-কুর'আন*,৩৮:২৭

Dhaka University Institutional Repository

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ- لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ- بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ- وَلَهُ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ-

"আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়ে সেটা করতাম; আমি তা করিনি। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তাঁর 'ইবাদত হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।[৩০]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ - مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ -

"আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এদের মধ্যে কোনকিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[৩১]

জীন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ -

"আমি সৃষ্টি করেছি জীন ও মানব জাতিকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট থেকে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।"[৩২]

ক্ষণিকের জন্য মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। এ পৃথিবীটা হলো মানুষের পরকাল নামক দীর্ঘ পথের অপেক্ষমান কক্ষ মাত্র। তাই ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের পরিবর্তে পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ - أُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ - إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِى جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ- دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

---

৩০. *আল-কুর'আন* ,২১:১৬-১৯

৩১. *আল-কুর'আন*, ৪৪:৩৮-৩৯

৩২. *আল-কুর'আন*, ৫১:৫৬-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল, তাদের আবাস দোজখ, তাদের কৃতকর্মের জন্য। যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন; এমন সুসময় কাননকুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে: 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র!' এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই: 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।[৩৩]

মহান আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনচেতা মানুষ স্বাধীনতা পেয়ে মহান আল্লাহ্র প্রতি কতটুকু আনুগত্য দেখায়, আল্লাহ্ এটা পরীক্ষা করতে চান। কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে:

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ-

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য–কে তোমাদের কাজ কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[৩৪]

আল-কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে মানব সৃষ্টির এ মহান উদ্দেশ্য জানানো এবং তার চাহিদা অনুসারে জীবন পরিচালনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সম্পর্কে জানার সাথে সাথে মানব সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে মানব জীবনে ইসলামী দা'ওয়াতেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক

ইসলামী দা'ওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র গভীর সম্পর্ক তৈরি করা। মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে একনিষ্ঠভাবে ডাকবে এবং এর মাঝে কোন প্রকার মাধ্যম থাকতে পারবে না এটাই ইসলামের দাবী। পবিত্র কুর'আনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহায় এ ঘোষণাই দেয়া হয়: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

"আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[৩৫]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

৩৩. *আল-কুর'আন* , ১০:৭-১০
৩৪. *আল-কুর'আন*, ৬৭:২
৩৫. *আল-কুর'আন*, ১:৪

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।"[৩৬]

وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[৩৭]

রাসূল (সা.) যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য নিদ্রা থেকে উঠতেন তখন পড়তেন:

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـاٰيَاتٍ لِّـأُوْلِى ٱلأَلْبَابِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ - رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَارِ-

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোজখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। 'হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি দোজখে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করলে এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।"[৩৮]

রাসূল (সা.) বলেছেন:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند عبدى بى وانا معه حين يذكرنى ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى

৩৬. *আল-কুর'আন*, ২:১৮৬
৩৭. *আল-কুর'আন*, ৪০:৬০
৩৮. *আল-কুর'আন*, ৩:১৯০-১৯৩

ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم وان تقرب منى شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب اليه ذراعا تقربت منه باعا وان اتانى يمشى اتيته هرولة -

"আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন: 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি ঠিক তেমন ধারণা করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে আমি এগিয়ে আসি তার দিকে এক হাত। আর সে এক হাত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[৩৯]

আদর্শ মানুষ তৈরি

ব্যক্তি গঠনে ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের যেমন শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন আছে, তার চাইতে বেশী প্রয়োজন হলো আত্মিক সুস্থতার। কারণ মানুষের অন্তর যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে সে আশরাফুল মাখলুকাত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে পশুর চেয়ে তার অবস্থান নিচে চলে যায়। তাই ইসলামী দা'ওয়াত সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব দেয়। রাসূল (সা.) বলেছেন:

عن النعمان بشير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآ ان فى الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب-

"নিশ্চয় মানুষের শরীরে এক টুকরা মাংস আছে, এটা যদি ভাল হয়, তবে সারা শরীর ভাল হয়। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়, আর এটা হলো কাল্ব।"[৪০]

মানবাত্মা তার সৃষ্টিকর্তার সংগে সম্পর্ক রেখেই শান্তি ও তৃপ্তি পেয়ে থাকে, অন্যথায় দেখা দিবে তার অন্তরে প্রভুত মনস্তাত্বিক সমস্যা ও সংকট। এ চেতনা জীবনে মানসিক ভারসাম্য আনতে সক্ষম, যা জীবন যুদ্ধে তাকে টিকিয়ে রাখবে। এ জন্য নবীগণ মানুষের অন্তর শুদ্ধির আহ্বানের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ-

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত! ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৪১]

---

৩৯. *সহীহ্ মুসলিম*, যিক্র, দু'আ, তাওবা ও ইসতিগফার অধ্যায়, হাদীস নং-৬৬১৫

৪০. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, বাবু আখযুল হালাল ওয়া তারকুশ শুবহাত, হাদীস নং-২৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ-

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে, এবং কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।"[৪২]

ইব্‌রাহীম (আ.) দু'আ করেছিলেন:

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪৩]

মক্কায় যখন রাসূল (সা.) দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন তখন কাফির মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিমদের একটি দল মুক্তি লাভের আশায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করলে দলের প্রতিনিধি হযরত জা'ফর (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেন তা থেকে বুঝা যায় মুহাম্মাদ (সা.) এর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের প্রথম দিকেই ব্যক্তির চরিত্র গঠনে কত গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্রাট নাজাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছ সে ধর্মটি কোন ধর্ম ?

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) অকপটে বললেন, ' হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক নষ্ট করতাম এবং দুর্বলদের

৪১. *আল-কুর'আন*, ৬২:২
৪২. *আল-কুর'আন*, ২:১৫১
৪৩. *আল-কুর'আন*, ২:১২৮-১২৯

Dhaka University Institutional Repository

সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এক আল্লাহ্ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু তিনি মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। অধিকন্তু, সালাত, সাওম এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৪]

যারা দা'ওয়াতী কাজ করেন তাদেরকে দা'ঈ বলা হয়। আর যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হয় তারা হলো মাদ'ঊ। ইসলামী দা'ওয়াত মূলত মাদ'ঊকে সংশোধন করার আগে দা'ঈকেই সংশোধন করে। মহান আল্লাহ্ বলেন:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً۔ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً۔

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[৪৫]

অপরকে দা'ওয়াত দেয়ার আগে নিজে 'আমল করার জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে বহু জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৪৬]

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ۔

৪৪. সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র:), *আর-রাহীকুল মাখতুম* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৩) পৃ. ১৩১

৪৫. *আল-কুর'আন*, ৩৩:৭০-৭১

৪৬. *আল-কুর'আন*, ৬১:২-৩

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা কি মানুষকে সৎকমের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেকে বিস্মৃত হও ? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?"[৪৭]

আদর্শ পরিবার গঠন

পরিবার মানব সামাজের মূল ভিত্তি। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। যদি পারিবারিক জীবন অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, তাতে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে সমাজ জীবনে অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ কারণে সমাজ-বিজ্ঞানীরা পারিবারিক জীবনের সুস্থতা ও সুষ্ঠুতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত এই সুস্থতা ও সুষ্ঠুতা আসবে কিভাবে এ ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানীরা কোনো যুক্তিযুক্ত, সুসংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারেননি। ফলে সুখী-সুন্দর পরিবার ও পারিবারিক জীবন গঠনের স্বপ্ন কার্যত স্বপ্নই থেকে গেছে বিশ্বের মানব সমাজের এক বিশাল অংশের কাছে।

পরিবার হলো সমাজ জীবনের প্রধান ইউনিট। সে জন্য সর্বপ্রথম পরিবারের সদস্যদেরকেই ইসলামের দা'ওয়াত দিতে হবে এবং তাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলামী হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) ওহী পাওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা.) কে দা'ওয়াত দেন। এরপর প্রথম তিন বছর তিনি কেবল তাঁর নিকট আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝেই দা'ওয়াতের বাণী প্রচার করেন। মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দেন:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ-

"আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।"[৪৮]

ইসলামের শিক্ষা হলো শুধু নিজে সৎ আমল করবে এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই কুর'আনে বলা হয়েছে বলছে:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোজখ হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাবের ফিরিশ্তাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[৪৯]

৪৭. *আল-কুর'আন*, ২:৪৪
৪৮. *আল-কুর'আন*, ২৬:২১৪
৪৯. *আল-কুর'আন*, ৬৬:৬

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দান ও ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় ও রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা পিতামাতারই কর্তব্য এবং পিতামাতর প্রতি সন্তানের একটি বড় হক। সন্তানকে এই জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেয়ার তুলনায় অধিক মূল্যবান কোন দান হতে পারে না। হযরত লুক্‌মান হাকীম তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ আমাদের শিক্ষার জন্য বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ-

"স্মরণ কর, যখন লুক্‌মান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুল্‌ম।"[৫০]

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِى ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ - يٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ-

"হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্‌ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে্‌ এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৫১]

ইয়া'কূব (আ.) মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে তাঁর সন্তানদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ তা উল্লেখ করেন:

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـٰهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ-

"ইয়া'কূবের (আ.) নিকট মৃত্যু এসেছিল তোমরা তখন উপস্থিত ছিলে ? তিনি যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করবে ?' তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্‌-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল ও ইসহাকের

৫০. *আল-কুর'আন*, ৩১:১৩

৫১. *আল-কুর'আন*, ৩১:১৬-১৯

Dhaka University Institutional Repository

ইলাহ্-এরই 'ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[৫২]

রাসূল (সা.) সন্তানদেরকে নামাযের ব্যাপারে আদেশ করতে বলেছেন:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع-

"তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায আদায় করতে আদেশ করো যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছে। এর জন্য মারধোর করো যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছে এবং তাদের জন্যে আলাদা শয্যার ব্যবস্থা কর।"[৫৩]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله

"আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সা.) বলেছেন: যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি 'আমল বন্ধ হয় না। (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) এমন ইল্ম যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, (গ) এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে।[৫৪]

যারা তাদের সন্তানদেরকে ইসলামী দা'ওয়াত দিয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী জীবন গড়াবে তাদের জন্য পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন:

وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ- وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ-

"এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।"[৫৫]

অপর দিকে যারা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ইসলামী হুকুম-আহ্কাম অনুযায়ী পরিচালনা করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন:

---

৫২. *আল-কুর'আন*, ২:১৩৩

৫৩. *আবূ দাউদ*, কিতাবুস সালাত, বাবু মাতা ই'উমারুল গুলামু বিস সালাতি, হাদীস নং: ৪৯৫

৫৪. *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইল্ম, বাবু মা ইয়ূলহাকুল ইনসানু, হাদীস নং: ১৬৩১

৫৫. *আল-কুর'আন*, ৫২:২১-২৩

Dhaka University Institutional Repository

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلأَسْفَلِينَ-

"কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।"[৫৬]

আদর্শ সমাজ গঠন

দা'ওয়াত হলো ইসলামী সমাজ গঠনের মৌলিক ও প্রারম্ভিক কার্যক্রম। যুগে যুগে যত নবী-রাসূল ইসলামী সমাজ গঠন করেছেন তার মূল ভিত্তি ছিল দা'ওয়াত। আজ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অপরাধ রোধে সমাজ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করার প্রয়াশ চালাচ্ছেন। তাদের মতে মানুষ বিভিন্ন কারণে সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এ সমস্ত উপলক্ষ্য ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মানব সমাজে সামাজিক অপরাধের হার হ্রাস পায়নি। শুধু এসব চিন্তা করে মানুষ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে না। যেমন বলা যায় ব্যভিচার একটি সামাজিক অপরাধ, ঘুষ একটি সামাজিক অপরাধ। কিন্তু এসব কথা বলে মানুষকে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। তাহলে বলা যেতে পারে এ পদ্ধতি ব্যর্থ। এমনিভাবে বলা হয় যে, বিভিন্ন নেশা জাতীয় পণ্য যেমন, সিগারেট, মদ, ফেনসিডিল ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সরকারী-বেসরকারীভাবে এসব শ্লোগান প্রচার করা হচ্ছে। যারা এসব নেশা-জাতীয় পণ্যে অভ্যস্থ তারাও জানে এর ক্ষতিকর দিকগুলো। কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থ চিন্তা করেও তারা এসব অন্যায় কাজ বিরত থাকছে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, মানুষের নৈতিক চেতনা বোধ উন্নয়ন এবং সামাজিক বিভিন্ন রকম অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য এ ধরনের জাতীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী দা'ওয়াত কর্তৃক গৃহীত তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতির চেতনা।

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) মানবিক ও নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অধঃপতিত একটি জাতির মাঝে কাজ শুরু করেছিলেন। যুল্‌ম-নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, অনাচার, অবিচার ইত্যাদি ছিল সেই সমাজের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু যখন এ ধরনের অধঃপতিত জাতির সামনে মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেন তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে সব অপরাধ ছেড়ে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন মদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ঘোষণা আসল:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

৫৬. *আল-কুর'আন*, ৪১:২৯

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও শলা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এটা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫৭]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে মুসলিমগণ শুধু মদ পান করাই ত্যাগ করেননি বরং মদের পাত্রও মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। একজন খাঁটি মুসলিম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ আত্মত্যাগী প্রবণতা সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অত্যন্ত সহায়ক। তাই মানব সমাজে নৈতিক চেতনা বোধ জাগ্রত করতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগ নিয়ে সমাজ কল্যাণে আত্মত্যাগী সুনাগরিক গঠন করতে চাইলে প্রয়োজন ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মসূচী। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ -

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভাল হতো। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।[৫৮]

আদর্শ রাষ্ট্র গঠন

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই এটি শুধু ব্যক্তি, পরিবার অথবা কোন গোষ্ঠিকে নিয়েই শুধু কথা বলে না বরং ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রয়েছে এর পরিপূর্ণ বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনা। রাসূল (সা.) দা'ওয়াতী কার্যক্রম ব্যক্তি পর্যায়েই শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা রাষ্ট্র অতিক্রম করে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আগেই মক্কায় থাকা অবস্থায় হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে যে সকল লোক বায়তুল্লায় আসত তাদের মাঝে তিনি আল্লাহ্‌র তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার করতেন। নবুওয়াতের একাদশতম বর্ষে মদীনা থেকে ছয়জন লোক রাসূল (সা.) এর কাছে ইসলাম কবুল করেন। পরবর্তী বছর বারোজন লোক ইসলাম কবুল করেন। এ লোকগুলো মদীনায় গিয়ে তাদের গোত্রের মাঝে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার করেন ফলে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে সত্তর জনেরও অধিক অমুসলিম মক্কায় এসে রাসূল (সা.) এর কাছে ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁকে মদীনার নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এমনকি

৫৭. *আল-কুর'আন*, ৫:৯০

৫৮. *আল-কুর'আন*, ৩:১১০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, তাঁদের ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের মান-সম্মান ও জীবন যেভাবে হিফাজত করেন তেমনিভাবে রাসূল (সা.) কেও হিফাজত করবেন।[৫৯]

'আকাবার প্রথম বাই'আতের পর থেকেই মদীনায় কুর'আন ও দীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে নির্মিত মাসজিদসমূহে সালাতের ইমামগণ সেখানে মু'আল্লিমের দায়িত্বও পালন করতেন। তাঁরা কুর'আন শিক্ষা দানের সাথে সাথে শরী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান ও উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন। সেখানে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মদীনা ও এর আশেপাশের শহর থেকে মানুষ এসে সেখানে শিক্ষা লাভ করত। প্রথম কেন্দ্রটি ছিল মদীনার মধ্যভাগে অবস্থিত মসজিদে বানূ যুরাইকে। সেখানে তা'লীম দিতেন রাফি' ইব্ন মালিক যারকী আল-আনসারী (রা.)। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বানু যুরাইক শাখার সন্তান। 'আকাবার প্রথম শপথেই তিনি মুসলিম হয়েছিলেন এবং দশ বছরে রাসূল (সা.) এর উপর কুর'আনের যতটুকু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা করেন। তিনি তাঁর গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁকে মদীনায় 'কামিল' ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই সময়ে 'কামিল' বলতে এমন ব্যক্তিকে বলা হতো যারা লিখা-পড়া করতে পারতেন, তীর ও বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল মদীনার কিছু দক্ষিণে কুবা নামক পল্লীতে। প্রথমে সেখানে একটি মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। 'আকাবার আই'আতের পর মক্কার বহু দুর্বল সাহাবী হিজরত করে এই মসজিদে এসে আশ্রয় নেন। তাঁদের মধ্যে আবূ হুযায়ফা (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি এ মসজিদে তা'লিম দিতেন। তৃতীয় শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল মদীনা থেকে এক মাইল উত্তরে আস'আদ ইব্ন যূরারা (রা.) এর গৃহে। এটি ছিল ঊর্বর সবুজে ঘেরা মনোরম একটি পরিবেশ। 'আকাবার বাই'আতের সময় আওস ও খাযরাজের নেতাগণ ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসার করার লক্ষ্যে মদীনায় কিছু মু'আল্লিম পাঠানোর জন্য রাসূল (সা.) এর কাছে আবেদন করেন। সে দাবির প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) মুস'আব ইব্ন 'উমাইরকে মদীনায় পাঠান। যাওয়ার সময় রাসূল (সা.) তাঁকে কুর'আন পড়ানোর সাথে দ্বীনের অন্যান্য বিধিবিধান শিক্ষা দেয়ার আদেশ দেন। তা'লীম ও তাবলীগের ব্যাপারে আস'আদ ইব্ন যূরার (রা.) ও মুস'আব ইব্ন 'উমাইর একে অপরের সহযোগী ছিলেন। মুস'আব (রা.) মদীনায় 'মুকরী' বা কুর'আন পাঠ শিক্ষা দানকারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কুর'আনের তা'লীমের সাথে সাথে ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। এক বছর পর তিনি মদীনাবাসীদেরকে নিয়ে মক্কায় রাসূল (সা.) এর দরবারে যখন উপস্থিত হন তখন তাঁর 'মুকরী' উপাধিটি বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। ইসলামের পূর্বে মদীনার মানুষদের মাঝে লিখা-পড়ার প্রচলন কম ছিল। এ ব্যাপারে কেউ আগ্রহী হলে তারা ইয়াহুদীদের মুখাপেক্ষী হতেন। হিজরতের পূর্বেই কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক ইসলাম কবুল করেন। তাঁদের মধ্যে রাফি' ইব্ন মালিক যারকী, যায়দ ইব্ন

৫৯. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩-১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ছাবিত, উসাইদ ইব্ন গুদাইর প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। নাকী আল-খাদিমাহ কেন্দ্রের সাথে তাঁদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এই তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেই সময় মদীনায় বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে শিক্ষার মজলিস ও আসর চালু ছিল। বিশেষ করে বানূ নাজ্জার, বানূ 'আবদিল আশহাল, বানূ জুফার, বানূ 'আমর ইব্ন আওফ, বানূ সালিমসহ বিভিন্ন গোত্রের মসজিদে এই শিক্ষা মজলিসের ব্যবস্থা ছিল। 'উবাদা ইব্ন সামিত, মু'আয ইব্ন জাবাল, 'উমার ইবন সালামা, উসাইদ ইব্ন হুদাইর, মালিক ইব্ন হুওয়াইরিছ (রা.) উল্লিখিত স্থান ও মাসজিদসমূহের ইমাম ও মু'আল্লিম ছিলেন।[৬০]

মদীনায় হিজরতের পূর্বে রাসূল (সা.) এর গৃহীত এ সকল দা'ওয়াতী পদক্ষেপই ছিল সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। ইসলামী দা'ওয়াতের এ সকল কার্যক্রমের ফলে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে রাসূল (সা.) সেখানে হিজরত করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। মক্কায় থাকাকালে মুসলিমগণ ছিলেন নিষ্পেষিত। ইসলামের কোন 'আমল বা আনুষ্ঠানিকতাই তাঁরা প্রকাশ্যে করতে পারতেন না। এমনকি সালাতও আদায় করতে হতো গোপনে গোপনে। মদীনায় আসার পর সেখানে রাষ্ট্র গঠন করে মুসলিমগণ ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রকাশ্যে পালন করতে শুরু করেন। রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরেই দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে বলেছেন:

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلواَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكواةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأُمُورِ-

"আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মের নিষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে।[৬১]

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ-

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।[৬২]

ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু হয় ব্যক্তি থেকে আর এর চূড়ান্ত রূপ লাভ করে রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের প্রধান যিনি হবেন তিনি সেই রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে দা'ওয়াতের কার্যক্রম

৬০. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ,২০১১), পৃ.১৮৭-১৯৭

৬১. *আল-কুর'আন*, ২২:৪১

৬২. *আল-কুর'আন*, ৩:১০৪

পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ এবং দিকনির্দেশনা দিবেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা সত্যত্যাগী।[৬৩]

আল্লাহ্র গযব থেকে রক্ষা

ইসলামী দা'ওয়াত আল্লাহ্র গজব থেকে গোটা জাতিকে রক্ষা করে। দাঊদ (আ.) এর যুগে শনিবার ছিল 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিনে মৎস শিকার করা তাদের জন্য নিষেধ ছিল। সমুদ্রোপকূলের মৎস শিকারীদের একটি দল দাঊদ (আ.) এর এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শনিবারের দিন মাছ শিকার করতে থাকে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম প্রকার ঐসব লোক যারা শনিবার মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করে নিষিদ্ধ কাজ করেছিল। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা ঐ পাপী লোকদেরকে পাপকাজ করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরাও ঐ কাজ থেকে দূরে ছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ দল যারা নিজেরা ঐ কাজে লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও করেনি। মহান আল্লাহ্ প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে বানর বানিয়ে দেন। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَواْ مِنْكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ-

"তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম,'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।' আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।"[৬৪]

৬৩. *আল-কুর'আন*, ২৪:৫৫

৬৪. *আল-কুর'আন*, ২:৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ-فَلَماَّ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ-

"স্মরণ কর, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন ?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এজন্য।' যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন যারা অসৎকার্য হতে নিবৃত্ত করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা যুল্ম করে তারা কুফরী করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিই।"[৬৫]

সমাজে অশ্লীলতা, অন্যায়-অবিচার চলতে থাকলে মু'মিনদের দায়িত্ব হলো মানুষদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভয় দেখানো। মু'মিনগণ যদি একাজ না করেন তাহলে গোটা সমাজই কলুষিত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্র আযাব গোটা জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়। মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন:

وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"তোমরা এমন ফিত্নাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"[৬৬] ইব্ন আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: "মু'মিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে, পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে দিওনা। যেখানেই কাউকে কোন অসৎ কাজে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে তা থেকে বিরত রাখ। নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে।"[৬৭]

রাসূল (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ্র শপথ! তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন অতঃপর তোমরা দু'আ করলেও সেই দু'আ কবূল হবে না।[৬৮]

আবূ রাকাদ (রহ.) বলেন, আমি হুযাইফাকে (রা.) বলতে শুনেছি: তোমাদের উচিৎ তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে। নতুবা তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে অথবা দুষ্ট লোককে তোমাদের

৬৫. *আল-কুর'আন*, ১৬৪-১৬৫

৬৬. *আল-কুর'আন*, ৮:২৫

৬৭. হাফিয ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর, *তাফসীর ইব্ন কাছীর*,অনু: ড.মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা : হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ২০১২) খ. ৮-১১, পৃ.৫২৭

৬৮. *মুসনাদে আহ্মাদ*, রিসালা অধ্যায়, হাদীস নং-২৩৩০১

উপর শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা দু'আ করলেও তা কবূল হবে না।[৬৯]

ইমাম আহ্মাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, নুমান ইব্ন বাশীর (রা.) বলেছেন: "রাসূল (সা.) একবার ভাষণ দেন। তিনি তাঁর কান দু'টি দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বলছিলেন: আল্লাহ্র হুদূদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্র হুদূদকে লঙ্ঘনকারী অথবা অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলোক লোক নৌকায় চড়েছে। তাদের কেউ ডেকের নীচে স্থান পেল, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং অন্যরা উপরে আসন পেল। নীচের লোকদের কষ্ট হতে লাগল। তাই নীচের লোকেরা বলাবলি করল : যদি আমরা নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে নেই তাহলে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবে না। এর ফল তো জানা কথা যে, নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে। সুতরাং নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত।"[৭০]

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ্ সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি ? তিনি উত্তরে বললেন: 'হ্যাঁ, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে।' আহ্মাদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কোন কাওম পাপকাজ করছে যারা সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী, আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেরা সেই পাপকাজে লিপ্ত নয় বটে, কিন্ত তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করেনা, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।' [৭১]

৬৯. তাফসীর ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ.৮-১১. পৃ. ৫২৭

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আম্বিয়া (আ.) এর দা'ওয়াত ও সমকালীন সমস্যা

মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে অসহায় ও লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। তাদের হিদায়াতের জন্য আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন।[৭২] এ সকল নবী-রাসূল (আ.) মানুষের হিদায়েতের জন্য তাদের মাঝে দা'ওয়াতী মিশন পরিচালনা করেছেন। পবিত্র কুর'আনে নূহ (আ.) এর দা'ওয়াতী কার্যক্রম উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِيِ إِلاَّ فِرَاراً - وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيِ آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً - ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً-

"তিনি (নূহ) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে অঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।"[৭৩]

নিম্নে তাঁদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

এক আল্লাহ্র আনুগত্য করা ও তাগুতকে বর্জন করার দা'ওয়াত

পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন তাঁদের দা'ওয়াত ছিল এক। কোন নবীই তাঁর জাতিকে ভ্রান্ত পথ বা মতের দিকে মানুষদেরকে ডাকেন নি। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ-

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমারই 'ইবাদাত কর।"[৭৪]

হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে এই বলে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ-

"নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। তিনি বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই।"[৭৫]

---

৭২. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ* (রিয়াদ : মাকতাবা আল-মাওরাদ, ২০০৬) খ.১, পৃ. ১৪

৭৩. *আল-কুর'আন*, ৭১:৫-৯

৭৪. *আল-কুর'আন*, ২১:২৫

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌রাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ - قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ - قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ- أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ -

"আর তিনি যখন তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা কিসের 'ইবাদত কর? তারা বলল, 'আমরা প্রতিমার উপাসনা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজায় নিরত থাকব। তিনি বললেন, তোমরা যখন আহ্বান কর তখন তারা শুনে কি ? অথবা তারা তোমাদের উপকার ও ক্ষতি করতে পারে কি?"[৭৬]

ইউসুফ (আ.) জেলের ভিতরে দুই জন সাথীকে যে দা'ওয়াত দেন সে সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন:

يٰصَاحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ -مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ-

"হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের 'ইবাদত কর। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্ ব্যতীত কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।"[৭৭]

ইলিয়াস (আ.) তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন:

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُونَ - أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ - ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلأَوَّلِينَ-

"স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? 'তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের ?[৭৮]

সুলায়মান (আ.) এর যুগে সাবা বিলক্বীস নামে একজন রাণী ছিলেন। তিনি ও তাঁর জাতি সূর্যের উপাসনা করতেন। হুদহুদ নামক পাখি এসে সুলায়মান (আ.) কে বলল:

---

৭৫. *আল-কুর'আন*, ৭:৫৯

৭৬. *আল-কুর'আন*, ২৬:৭১-৭৩

৭৭. *আল-কুর'আন*, ১২:৩৯-৪০

৭৮. *আল-কুর'আন*, ৩৭:১২৪-১২৬

إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ - وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ-

"আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে দেয়া হয়েছে সকল কিছু হতে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে।"[৭৯]

সুলায়মান (আ.) সেই রাণীকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন:

قَالَتْ يٰأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّيٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ - أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ-

"সেই নারী বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে; 'এটা সুলায়মানের নিকট হতে এবং এটা এই : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না, এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।"[৮০]

মুহাম্মাদ (সা.) ও পূর্ববর্তী নবীগণের দা'ওয়াতের ধারা অনুযায়ী মানুষকে প্রথমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ গ্রহণ ও তাগুতকে বর্জন করার দা'ওয়াত দেন। মক্কায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলাকালে মুসলিমদের একটি দল রাসূল (সা.) এর অনুমতিতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সে দলের প্রধান জা'ফর বিন আবূ তালিব (রা.) আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে রাসূল (সা.) এর দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন: 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক নষ্ট করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশের মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ্ ছাড়া আমরা আর

৭৯. *আল-কুর'আন* ,২৭:২৩-২৪

৮০. *আল-কুর'আন*, ২৭: ২৯-৩১

Dhaka University Institutional Repository

কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব।[৮১]

ওহীর জ্ঞান প্রচার

জ্ঞান এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে এবং তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে ওহীর জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। এ জ্ঞান মানুষকে সত্য পথের দিশা দেয়। বলে দেয় শান্তির পথ। আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়গুলি প্রচার করেছেন।

নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلاَلَةٌ وَلـٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ-

"তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানি।"[৮২]

ইব্‌রাহীম (আ.) দু'আ করেছিলেন:

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৮৩]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ-

"তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের কাছে পাঠ করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্‌মত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[৮৪]

---

৮১. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৮২. *আল-কুর'আন*, ৭:৬১,৬২

৮৩. *আল-কুর'আন*, ২:১২৯

Dhaka University Institutional Repository

শু'আয়ব (আ.) তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔

"তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কী করে আক্ষেপ করি!"[৮৫]

সালিহ্ (আ.) তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ۔

"তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা হিতোপদেশ দানকারীদেরকে পসন্দ কর না।"[৮৬]

হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন:

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔

"অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি; এবং আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"[৮৭]

রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

يَـأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর ; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।"[৮৮]

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: 'আমার পক্ষ হতে লোকদেরকে পৌঁছাতে থাক, যদিও একটি মাত্র বাক্য হয়।'[৮৯]

---

৮৪. *আল-কুর'আন*, ৬২:২
৮৫. *আল-কুর'আন*, ৭:৯৩
৮৬. *আল-কুর'আন*,৭:৭৯
৮৭. *আল-কুর'আন*, ১১:৫৭
৮৮. *আল-কুর'আন*, ৫:৬৭
৮৯. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল 'ইল্ম, হাদীস নং-১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে পরকালের জন্য প্রস্তুত করা

পরকালীন জীবনে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে চিরশান্তির জায়গা জান্নাত পাওয়াই মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা। এ সফলতা আসতে পারে কেবল মহান আল্লাহ্‌র পথে চলার মাধ্যমেই। নবীগণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে তাঁদের জাতিকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করে জান্নাতের পথে চলার দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন সব মানুষ ও জিন জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলবেন:

يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ-

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত ? তারা বলবে, 'আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দিবে যে, তারা কাফির ছিল।"[৯০]

কিয়ামতের বিচার শেষে ফিরিশ্‌তারা জাহান্নামীদেরকে যখন হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন তখন তাঁরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন:

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ-

"কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত, এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত ? তারা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।"[৯১]

إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقاً وَهِىَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ- قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِى ضَلاَلٍ كَبِيرٍ-

৯০. *আল-কুর'আন*, ১৩০

৯১. *আল-কুর'আন*, ৩৯:৭১

Dhaka University Institutional Repository

"যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই সেখানে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নি ? তারা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে আছো।"[৯২]

হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন:

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّى لَكُمۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ- أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ - يَغۡفِرۡ لَكُمۡ مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ-

"নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মান্তিক শাস্তি আসার পূর্বে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তাতে আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে।[৯৩]

হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعۡلَمُونَ - أَمَدَّكُم بِأَنۡعَامٍ وَبَنِينَ - وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ-

"অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তোমরা ভয় কর সেই মহান সত্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ঐসব বস্তু দ্বারা যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তানাদি দ্বারা এবং উদ্যান ও ঝর্না সমূহ দ্বারা। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের জন্য শাস্তির আশংকা করছি।"[৯৪]

ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে ডেকে বললেন:

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدۡ جَآءَنِى مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً - يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَانَ إِنَّ ٱلشَّيۡطَانَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّاً - يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَانِ وَلِيّاً-

৯২. *আল-কুর'আন*, ৬৭:৭-৯

৯৩. *আল-কুর'আন*, ৭১:১-৪

৯৪. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৩১-১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

"হে পিতা! আমার নিকট এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে।[৯৫]

ই'য়াকুব (আ.) যখন মারা যান তখন তাঁর সন্তানদেরকে উপদেশ দেন:

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ-

"এবং ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, 'হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[৯৬]

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ-

"যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমদের পতন নেই ?"[৯৭]

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ

"তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।"[৯৮]

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) ও ঠিক একই দা'ওয়াত প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি তোমাদেরকে অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সঁপে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন কর।"[৯৯]

---

৯৫. *আল-কুর'আন*, ১৯:৪৩-৪৪
৯৬. *আল-কুর'আন*, ২:১৩২
৯৭. *আল-কুর'আন*, ১৪:৪৪
৯৮. *আল-কুর'আন*, ৪০:১৮
৯৯. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

Dhaka University Institutional Repository

সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মাদ (সা.) সহ পূর্ববর্তী প্রায় সকল নবী-রাসূলই তাঁদের উম্মতকে সালাত ও যাকাত আদায় করার জন্য তাগিদ করেছেন। যেমন ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ই'য়াকুব (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلواٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَواٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ-

"আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছি। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত ; আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত প্রতিষ্ঠা করার এবং যাকাত আদায় করার। আর তারা আমারই 'ইবাদত করত।"[১০০]

হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ ٱلزَّكَاةَ-

"আল্লাহ্ বানী-ইসরা'ঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর।"[১০১]

'ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِى بِٱلصَّلاَةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيّاً-

"আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত প্রতিষ্ঠা করতে এবং যাকাত আদায় করতে।"[১০২]

মুহাম্মাদ (সা.) কেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلواٰةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَواٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ-

"অতএব সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্‌র রশিকে শক্ত ভাবে ধর।"[১০৩]

ٱتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلواٰةَ إِنَّ ٱلصَّلواٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ-

---

১০০. *আল-কুর'আন*, ২১:৭৩

১০১. *আল-কুর'আন*, ৫:১২

১০২. *আল-কুর'আন*, ১৯:৩১

১০৩. *আল-কুর'আন*, ২২:৭৮

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা জানেন।"[১০৪]

সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ দেয়ার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع-

"তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায আদায় করতে আদেশ করো যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছে। এর জন্য মারধোর করো যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌছে এবং তাদের জন্যে আলাদা শয্যার ব্যবস্থা কর।"[১০৫]

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠা

নবীগণের দা'ওয়াতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাঁরা তাঁদের জাতিকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেছেন। কয়েকজন নবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحاً وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ-

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।"[১০৬]

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً-

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করেন। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"[১০৭]

মহান আল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ (সা.) কে বলতে বলেছেন:

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ-

---

১০৪. *আল-কুর'আন*,২৯:৪৫

১০৫. *আবূ দাঊদ*, কিতাবুস সালাত, বাবু মাতা ই'উমারুল গুলামু বিস সালাতি, হাদীস নং: ৪৯৫

১০৬. *আল-কুর'আন*, ৪২:১৩

১০৭. *আল-কুর'আন*, ৪৮:২৮

Dhaka University Institutional Repository

"আর তাও এই যে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[১০৮]

উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেয়া

নবীগণ মানুষকে সবসময় উত্তম আদর্শ শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ব্যক্তি জীবনে উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন এবং মানুষকেও সে দিকেই আহ্বান করেছেন। উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডেকেছেন। ইব্‌রাহীম (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ

"তোমাদের জন্যে ইব্‌রাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১০৯]

লূত (আ.) এর জাতির যখন চারিত্রিক পদস্খলন হলো তখন তিনি তাদেরকে উত্তম চরিত্রের দিকে ডেকে বলেছিলেন:

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ-

"আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।"[১১০]

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ - أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرَ-

"স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেও করে নি। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানি করছ এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক।[১১১]

মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর আদর্শ দিয়েই মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। নবুওয়াত পাওয়ার পূর্ব থেকেই লোকেরা তাঁর সততা ও চারিত্রিক আদর্শ দেখে আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল। নবী হিসেবে যখন তিনি সবার সামনে প্রকাশ হলেন তখন যারা তাঁর দা'ওয়াত অস্বীকার করেছিল, তারা তাঁকে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দিলেও তাঁর উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলতে

১০৮. *আল-কুর'আন*, ১০:১০৫

১০৯. *আল-কুর'আন*, ৬০:৪

১১০. *আল-কুর'আন*, ৭:৮০-৮১

১১১. *আল-কুর'আন*, ২৯:২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। হযরত 'আয়িশাকে (রা.) মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন: পবিত্র কুর'আনই হলো তাঁর চরিত্র।"[১১২]

মহান আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য তো রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১১৩]

এসব বিষয় ছাড়াও আম্বিয়া (আ.) সততা, সহনশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের হক আদায় করা ইত্যাদি গুণাবলীর দিকে আহ্বান করেছেন। এতদ্বাসত্ত্বেও সমকালীন বিভিন্ন অপশক্তি তাঁদের বিরোধীতা করেছে, তাঁদের মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল চালিয়েছে। নিম্নে আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো:

যুল্ম-নির্যাতন

দা'ওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তণ। বাতিলপন্থী ও শয়তানের অনুসারীদের স্বভাবই হলো অত্যাচার করা, অবিচার করা। আর অন্যদের তুলনায় সত্যের দা'ওয়াত ও দা'ঈর ব্যাপারে তাদের ভূমিকা আরো কঠোর ও নির্লজ্জ। ফিতনা-ফাসাদ তথা নৈরাজ্য ও যুল্মের পথ বেছে নেয়া ব্যতীত বাতিলপন্থীদের আর কোন গত্যন্তর নেই। তারা বাহু বলে সত্যকে দাবিয়ে দিতে চায়। যুক্তি নয়, শক্তি প্রয়োগই তাদের একমাত্র সম্বল। নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিলেন তখন তারা বলল:

قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ-

"তারা বলল, 'হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।"[১১৪]

লূত (আ.) যখন দা'ওয়াত দিলেন তখন তাঁর জাতি বলল :

قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ-

"তারা বলল, 'হে লূত! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই নির্বাসিত হবে।"[১১৫]

---

১১২. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত. পৃ.২৭

১১৩. *আল-কুর'আন*, ৩৩:২১

১১৪. *আল-কুর'আন*, ২৬:১১৬

১১৫. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

শু'আয়ব (আ.) এর দা'ওয়াতের জবাবে তাঁর জাতি তাঁকে বলল:

قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ-

"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বলল, 'হে শু'আয়ব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।"[১১৬]

মূসা (আ.) যখন ফির'আউনকে দা'ওয়াত দিলেন তখন সে বলল:

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهاً غَيْرِى لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ-

"সে বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করব।"[১১৭] এর পরেও তিনি যখন তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেন, অনেক যাদুকর যখন তাঁর দা'ওয়াত কবুল করলেন, ফির'আউন তখন বলল:

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ-

"ফির'আউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাঁর উপর ঈমান এনে ফেললে ? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দিব এবং তোমাদের সবাইকে শুলবিদ্ধ করবই।"[১১৮]

এমনিভাবে যালিমরা যুগে যুগে অন্যান্য আম্বিয়া (আ.) সহ ইসলামের দা'ঈগণকে যে ধরনের যুল্ম করেছে তার বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ-

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে–যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসে নি, অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমান

১১৬. *আল-কুর'আন*, ৭:৮৮

১১৭. *আল-কুর'আন*, ২৬:২৯

১১৮. *আল-কুর'আন*, ২৬:৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আনয়নকারিগণ বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ? জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে।"[১১৯]

সূরা ইয়াসীনে মহান আল্লাহ্ বলেন:

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ-

"তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।"[১২০]

শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.) ওহী পাওয়ার পর মক্কায় তাওহীদের দা'ওয়াত দিলে মক্কার মানুষ তাঁর উপর যুল্‌ম নির্যাতন শুরু করে। তাঁর আহ্বানে যারা সাড়া দেন তাঁদের উপরও চলতে থাকে অত্যাচারের পাহাড়। নবীজী দা'ওয়াতের মিশন নিয়ে তায়েফে গেলে সবাই তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয় । ইত্যবসরে পথের দু'পাশে ভিড় জমে যায়। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকে। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহর (সা.) পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে যায়।[১২১]

নবী সম্পর্কে অমূলক ধারণা

আম্বিয়া (আ.) যখন জাতির কাছে দা'ওয়াত দিতেন, তখন তৎকালীন সমাজের নেতারা নবী-রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা অমূলক ধারণা প্রচার করত। মানুষের থেকে নয় নবী-রাসূল হবেন ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে অথবা নবী-রাসূল হবেন উচ্চ বংশের, ধনী শ্রেণীর মধ্য থেকে। এ ধরনের কথা বলে তারা সাধারণ মানুষদেরকে নবীগণের থেকে দূরে রাখত। যেমন নূহ (আ.) সম্পর্কে তাঁর যুগের নেতারা বলেছিল:

فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ آبَآئِنَا ٱلأَوَّلِينَإِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ-

"তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্‌তাই পাঠাতেন;

---

১১৯. *আল-কুর'আন*, ২:২১৪

১২০. *আল-কুর'আন*, ৩৬:১৮

১২১. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭০

Dhaka University Institutional Repository

আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে, একথা শুনিনি। এ তো এমন লোক যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে; সুতরাং তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।"[১২২]

অপর আয়াতে নূহ (আ.) সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের নেতাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِى ٱلْحَيـاةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَأَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ-هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ - إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ -إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ ٱفتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ-

"তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল, এত আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে ? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। আমাদের পার্থিবজীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।"[১২৩]

হুদ (আ.) জাতির সামনে দা'ওয়াত দিলে তাঁর জাতির লোকেরা বলল:

قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ-

"তারা ('আদ ও ছামূদ জাতি) বলেছিল, আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফিরিশ্তা পাঠাতেন।"[১২৪]

শু'আয়ব (আ.) সম্পর্কে তাঁর জাতির লোকেরা বলেছিল:

قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ - وَمَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ-

"তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।"[১২৫]

---

১২২. *আল-কুর'আন*,২৩:২৪-২৫

১২৩. *আল-কুর'আন*, ২৩:৩৩-৩৮

১২৪. *আল-কুর'আন*, ৪১:১৪

১২৫. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৮৫-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তাঁর জাতির লোকেরা বলেছিল:

وَقَالُواْ مَا لِهَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً- أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً-

"তারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে ? তার কাছে কেন কোন ফিরিশ্‌তা নাযিল করা হলো না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত। অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন ? যালিমরা বলে, 'তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।"[১২৬]

পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ

পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের দোহাই দিয়ে মানুষেরা আম্বিয়া (আ.) এর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখান করত। হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিলে তারা বলল:

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ-

"তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে কেবল এজন্য এসেছ যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি ? তাহলে নিয়ে আস আমাদের কাছে, যার দুঃসংবাদ তুমি আমাদের শুনাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।"[১২৭]

ইব্‌রাহীম (আ.) দা'ওয়াত দিলে তাঁর জাতি তাঁকে বলল:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُون- قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ-أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ -قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ-

"যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর ? তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। সে বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা কি শোনে ? তারা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত।"[১২৮]

শু'আয়ব (আ.) এর দা'ওয়াতের জবাবে তাঁর জাতির লোকেরা বলল:

قَالُواْ يٰشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِيٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ-

১২৬. *আল-কুর'আন*, ২৫:৭-৮

১২৭. *আল-কুর'আন*,৭:৭০

১২৮. *আল-কুর'আন*, ২৬:৭০-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

"তারা বলল, 'হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করব, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত ? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব ? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ।"[১২৯]

মূসা (আ.) এর জাতির লোকেরা বলেছিল:

قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ-

"তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা হতে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ এবং যাতে দেশে তোমাদের দুইজনের প্রতিপত্তি হয়, এইজন্য ? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।"[১৩০]

মুহাম্মাদ (সা.) যখন তাওহীদের দা'ওয়াত শুরু করেন, তখন তাঁর জাতির লোকেরাও ঠিক একথাই বলল :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ-

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করি।' এমন কি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না-তৎসত্ত্বেও।[১৩১]

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ-

"এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।"[১৩২]

ধর্মের নামে বিরোধিতা

আম্বিয়া (আ.) কে দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার পর তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্মের নামে মানুষদেরকে তাদের অনুগত

১২৯. *আল-কুর'আন*, ১১:৮৭
১৩০. *আল-কুর'আন*, ১০:৭৮
১৩১. *আল-কুর'আন*, ২:১৭০
১৩২. *আল-কুর'আন*, ৪৩:২৩

Dhaka University Institutional Repository

করে রাখত। তাই ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন মতবাদ আসলে এ লোকগুলোর পরামর্শ ছাড়া কেউ কোন কিছুই করত না। যখন নবী-রাসূলগণ দা'ওয়াত দিতেন তখন এই ধর্মীয় নেতারা তাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করতে বারণ করত। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ-

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে।"[১৩৩]

নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে দা'ওয়াত দিলেন তখন তৎকালীন ধর্মীয় পণ্ডিতেরা বলেছিল:

وَقَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً - وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلاَلاً-

"তারা বলল, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূস, ইয়া'উক এবং নাস্রকে। অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।"[১৩৪]

মুহাম্মাদ (সা.) ওহী পাওয়ার পর তিন বছর গোপনে গোপনে তাঁর একান্ত আপন লোক ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের মাঝে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তিন বছর পর যখন আল্লাহ্ প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি খুব সকালে সাফা পাহাড়ে গিয়ে সবাইকে ডেকে তাঁর দা'ওয়াতী মিশন ঘোষণা করেন। তখন মক্কার লোকেরা ধর্মের দোহায় দিয়ে তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখান করল। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন এ বক্তব্য তুলে ধরেছে:

وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَـٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ -أَجَعَلَ ٱلآلِهَةَ إِلَـٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ- وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ-

"তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী । সে কি বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে ? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয় এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেমূলক।"[১৩৫]

---

১৩৩. *আল-কুর'আন*, ৯: ৩৪

১৩৪. *আল-কুর'আন*, ৭১:২৩-২৪

১৩৫. *আল-কুর'আন*, ৩৮:৪-৬

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র শক্তির বিরোধিতা

আম্বিয়া (আ.) এর দা'ওয়াত ছিল আল্লাহ্‌র নিরঙ্কশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে দা'ওয়াত। এর অর্থই হলো: মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্য সব মতবাদ-মতাদর্শ ত্যাগ করা। তাই এ মিশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রের নেতাদের বুঝতে আর বাকী থাকে নি যে, এ মিশন সফল হলে তাদের ক্ষমতা আর টিকে থাকবে না। তাই তারা সর্বশক্তি দিয়ে আম্বিয়া (আ.) এর বিরোধিতা করেছে। যেমন শু'আয়ব (আ.) দা'ওয়াত দিলে, তখনকার নেতারা বলল:

قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا-

"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বলল, 'হে শু'আয়ব! আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।"[১৩৬]

যাঁরা শু'আয়ব (আ.) এর দা'ওয়াত গ্রহণ করলেন, তাঁদের সতর্ক করে নেতারা বলল:

وَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ-

"তাঁর সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, 'যদি তোমরা শু'আয়েবকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১৩৭]

সালিহ্ (আ.) এর সমকালীন নেতারা বলেছিল:

قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ - قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ-

"তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার–যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ?' তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বসী।' দাম্ভিকেরা বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।"[১৩৮]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এর সাথে নমরুদ বিতর্ক করে হেরে গেলে রাগ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ নেয়। সাথে সাথে জনগণকে ধর্মের দোহায় দিয়ে বলে:

---

১৩৬. *আল-কুর'আন*, ৭:৮৮

১৩৭. *আল-কুর'আন*, ৭:৯০

১৩৮. *আল-কুর'আন*, ৭:৭৫-৭৬

حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ-

"তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।"[১৩৯]

অতঃপর একটা ভিত নির্মাণ করা হলো এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে সেখানে তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় ইব্রাহীম (আ.) বলে ওঠেন حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক।'[১৪০]

মূসা (আ.) এর দা'ওয়াতের জবাবে তৎকালীন নেতারা বলল:

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِ فِرۡعَونَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِيُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَنَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡ وَإِنَّا فَوۡقَهُمۡ قَاهِرُونَ-

"ফির'আউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করতে দিবেন ?' সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।"[১৪১]

ثُمَّ بَعَثۡنَا مِن بَعۡدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ-

"অতঃপর আমি তাদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফির'আউন ও তার সভাসদদের নিকট। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।"[১৪২]

মহানবী মুহম্মাদ (সা.) যখন দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন, তখনও মক্কার নেতারাই সর্বপ্রথম তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। সাফা পাহাড়ে দা'ওয়াত দিলে সর্বপ্রথম তৎকালীন নেতা আবূ লাহাব তাঁকে মারতে যায়। এমনকি তাঁর জীবননাশের নানা পরিকল্পনাও করতে থাকে। একবার আবূ জাহ্ল ঘোষণা করল, 'কুরাইশ ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের ধর্মকে কিভাবে কটাক্ষ করছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা করছে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে খাটো করছে এবং দেবদেবীদের অবমাননা করছে। এসব কারণে আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, আমি এক খণ্ড ভারী এবং সহজে উঠানো সম্ভব এমন পাথর নিয়ে

---

১৩৯. *আল-কুর'আন*, ২১:৬৮

১৪০. *সহীহ আল-বুখারী*, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে-'ইমরান, হাদীস নং-৪৫৬৩

১৪১. *আল-কুর'আন*, ৭:১২৭

১৪২. *আল-কুর'আন*, ৭:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

আসব এবং মুহাম্মাদ (সা.) যখন সিজদায় যাবেন তখন সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে ফেলব।" সকাল হলে আবূ জাহ্‌ল তার ঘোষণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূল (সা.) এর অপেক্ষা করতে থাকে। রাসূল (সা.) যথানিয়মে এসে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। কুরাইশের অন্যান্য নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিল। যখন রাসূল (সা.) সিজদায় গেলেন তখন আবূ জাহ্‌ল পাথর উঠিয়ে তাঁকে মারার জন্য প্রস্তুত হলে হঠাৎ করে একটি বিরাট আকৃতির উট এসে আবূ জাহ্‌ল এর সামনে উপস্থিত হয়। এতে সে ভীত হয় এবং রাসূল (সা.) এর প্রতি আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়। রাসূল (সা.) এরপরেও যখন তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেন তখন মক্কার নেতৃবর্গ তাঁকে তাঁর মিশন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাঁর সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয্‌যা, অলীদ ইব্‌ন মুগীরাহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ এবং 'আস ইব্‌ন রাসূল (সা.) এর নিকট আসলেন। তাঁরা সকলে তাঁদের গোত্র প্রধান ছিলেন। তাঁরা রাসূল (সা.) কে প্রস্তাব করলেন, 'মুহাম্মাদ (সা.) এসো! তুমি যে মা'বূদের উপাসনা কর আমরাও সে মা'বূদের উপাসনা করি এবং আমরা যে মা'বূদের উপাসনা করি তোমরাও সে মা'বূদের উপাসনা কর। এরপর দেখা যাবে, যদি তোমাদের মা'বূদ কোন অংশে আমাদের মা'বূদের চেয়ে উন্নত হয় তাহলে আমরা সেই অংশ গ্রহণ করব, আর যদি আমাদের মা'বূদ কোন অংশে তোমার মা'বূদের চেয়ে উন্নত হয় তাহলে সেই অংশ গ্রহণ করবে।' এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন সূরাহ আল-কাফিরূন অবতীর্ণ করেন।"[১৪৩]

১৪৩. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬,১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী দা'ওয়াত প্রদানের নীতিমালা

আম্বিয়া (আ.) হলেন ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারের অগ্রনায়ক। তাঁরা সরাসরি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। মুহাম্মাদ (সা.) এর আগমনের পূর্বে ধারাবাহিকভাবে নবীগণ আসতেন এবং তাঁদের নেতৃত্বেই দা'ওয়াতী কার্যক্রম চলত। আর নবীগণ সরাসরি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হিদায়াত বা পথ নির্দেশনা পাওয়ার ফলে তাঁদের সাধারণ অনুসারীগণকে এ সংক্রান্ত কোন কিছু নিয়ে চিন্তা বা গবেষণা করার প্রয়োজন হয়নি। তাঁরা শুধু নবীগণের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মতের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হয়নি। মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী হওয়ার কারণে তাঁর ইন্তিকালের পর দা'ওয়াতের এ মহান দায়িত্ব এসে তাঁর অনুসারীগণের উপর বর্তায়। তাই তাঁর প্রকৃত অনুসারী হিসেবে নবীগণের পথ ধরেই ইসলামী দা'ওয়াতকে সফলতার চূড়ান্ত রূপ দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) বলেন: "সত্যিকার অর্থে ইসলামী সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে একটি তাওহীদবাদী জানবাজ দলকে যাহিলিয়াতের আগ্রাসী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থল ও গন্তব্য ঠিক করে যাত্রা শুরু করতে হবে। চলতে গিয়ে কোনো পর্যায়েই এই যাহিলিয়াতের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া চলবে না, বরং সর্বাবস্থায় যাহিলিয়াতের পঙ্কিল ছোঁয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

এই বিপ্লবী দলকে যাত্রা শুরুর আগে তাদের কর্মপরিকল্পনা স্থির করে নিতে হবে, গন্তব্য নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং গন্তব্যে পৌঁছার পথের সঠিক নির্দেশনা, এই পথের গলি, উপগলি চিনে নিতে হবে। এ পথের অনিবার্য বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্যে মানসিকভাবে সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখতে হবে। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং মানব সমাজের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যাহিলিয়াত কিভাবে তার শেকড় বিস্তার করে রেখেছে তাও জানতে হবে। এই পথে চলতে গিয়ে কোন কোন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সাথে মুকাবিলা করতে হবে তাও বুঝে নিতে হবে। জেনে নিতে হবে কোন পর্যায়ে কার সাথে কতটুকু সহযোগিতা করা যাবে, কখন কার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে ? কখন কাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ? কখন কাকে কাজে লাগাতে হবে ? কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ? যে যাহিলিয়াতকে নির্মূল করার জন্যে এই সংগ্রাম তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে, কোন পদ্ধতিতে সে মানবসমাজে জেঁকে বসে আছে তা অনুধাবন ও নির্ণয় করতে হবে। কোন পদ্ধতিতে তাকে সহজে কাবু করা যাবে, কোন ভাষায় তার সাথে কথা বলতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ কোথাথেকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে–এর

Dhaka University Institutional Repository

সব কয়টি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নিয়েই বিপ্লবী কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।"[১৪৪]

নিম্নে ইসলামী দা'ওয়াত প্রদানের কিছু মৌলিক নীতিমালা আলোচনা করা হলো:

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হলো মানুষ ইহজগতে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মানুষকে আল্লাহ্‌ সীমিত জ্ঞান দিয়েছেন। এ সীমিত জ্ঞান দিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে জান্নাতে যাওয়ার সঠিক পথ বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ঐশী কোন দিক নির্দেশনা ছাড়াও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জানা বা পালন করাও সম্ভব নয়। তাই মানুষকে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে পথ নির্দেশনা দেয়া ও পরকালে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্যই যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন। তাঁরা সরাসরি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী পেয়েছেন এবং সে ওহীর বিধান অনুযায়ী তাঁদের জীবন পরিচালনা করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আল-কুর'আন। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরেই কুর'আনের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ যদি ইসলামের সঠিক পথ পেতে চায় তাহলে সরাসরি আল-কুর'আন ও মুহাম্মাদ (সা.) এর বাস্তব জীবন বা সহীহ্‌ হাদীস ছাড়া পেতে পারবে না। বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে রাসূল (সা.) এ কথাই সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

عن مالك بن أنس رضى الله عنه قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله-

"মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন: 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি জিনিসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব (কুর'আন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্‌ (হাদীস)।'[১৪৫] এজন্যই ইসলামের পথে দা'ওয়াত দিতে হবে শুধু কুর'আন ও সহীহ্‌ হাদীস দিয়েই। কোন বানানো কিস্‌সা বা গল্প, বুজুর্গ বা পীরদের মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত হতে পারে না। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুর'আনে বলেন:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِيٓ أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ-

১৪৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র* (ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ২০০৯), লেখকের ভূমিকা

১৪৫. *মুয়াত্তা*, বাবুন নাহী আনিল কাওলী বিল কাদরী, হাদীস নং-৩৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

"বল, 'এটাই আমার পথ : আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে–আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১৪৬]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ-

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর ; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৪৭]

الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ-

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।"[১৪৮]

وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْآنُ لِـأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ-

"এই কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে তাদেরকে এতদ্দ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌ও আছে ? বল, 'তিনি এক ইলাহ্ এবং তোমারা যে শরীক কর তা হতে আমি অবশ্যই নির্লিপ্ত।"[১৪৯]

تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ -لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ آبَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ-

"কুর'আন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হতে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।"[১৫০]

কুর'আনের পাশাপাশি হাদীসকেও দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডের উৎস হিসেবে গণ্য করতে হবে। কারণ হাদীস হলো মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের রেকর্ড গ্রন্থ। হাদীসকে কুর'আনের

১৪৬. *আল-কুর'আন*, ১২:১০৮
১৪৭. *আল-কুর'আন*, ৫:৬৭
১৪৮. *আল-কুর'আন*, ১৪:১
১৪৯. *আল-কুর'আন*, ৬:১৯
১৫০. *আল-কুর'আন*, ৩৬:৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ নিজেই হাদীসকে অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।"[১৫১]

উপরে উল্লিখিত কুর'আনের আয়াত সমূহ এবং এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের দা'ওয়াত হতে হবে কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে। কুর'আন ও হাদীস ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে দা'ওয়াত দিলে সে দা'ওয়াত ইসলামের পথে হবে না এবং সে দা'ওয়াতের ফলে সঠিকভাবে জান্নাতের রাস্তাও চেনা যাবে না।

বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম পঙ্গু।"[১৫২] ইসলামের প্রতিটি বিধানেরই রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভিত্তি। পবিত্র কুর'আনের এমন কোন আয়াত নেই যার সাথে বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ রয়েছে অথবা আয়াতের বাস্তবতা অযৌক্তিক। মক্কায় যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তা পর্যালোনা করলে এ কথা খুব সহজে বুঝা যায়। প্রথম পর্যায়ে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে যেখানে সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ করে তাঁর পথে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। যেমন:

أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى ٱلإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ- وَإِلَىٰ ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ- فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ-

"তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে সেটাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে সেটাকে স্থাপন করা হয়েছে ? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে সেটাকে বিস্তৃত করা হয়েছে ? অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা।"[১৫৩]

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً- إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً- إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً-

"কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এজন্য আমি

---

১৫১. *আল-কুর'আন*, ৫৯:৭

১৫২. *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র* (ঢাকা : সত্যকথা প্রকাশ,২০১১), পৃ. ১৮

১৫৩. *আল-কুর'আন*, ৮৮:১৭-২১

Dhaka University Institutional Repository

তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"[১৫৪]

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ - وَجَعَلْنَا فِى ٱلأَرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُون- وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ-

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম ; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে ; তবু কি তারা ঈমান আনবে না ? এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী সেগুলোকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। এবং আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"[১৫৫]

কিছু আয়াত রয়েছে যেখানে যুক্তি দিয়ে আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা বলে এ পথে মানুষকে হয়েছে। যেমন:

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِى ٱلأَرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ - هَـٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ-

"তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত–তোমরা তা দেখছ ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে সেটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"[১৫৬]

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ- أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ- أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ -أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ

১৫৪. *আল-কুর'আন*, ৭৬:১-৩

১৫৫. *আল-কুর'আন*, ২১:৩০-৩৩

১৫৬. *আল-কুর'আন*, ৩১:১০-১১

Dhaka University Institutional Repository

أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ -أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

"বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি ; অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তা বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়। বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং এর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী–নালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায় ; আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? তবুও তাদের অনেকেই জানে না। বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্‌ তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌ আছে কি ? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"[১৫৭]

আবার 'ইবাদত করার ক্ষেত্রেও যুক্তি দিয়ে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

وَمَا لِىَ لاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ-

"আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর 'ইবাদত করব না। 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌ গ্রহণ করব ? দয়াময় আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না'।"[১৫৮]

يٰأَيُّهَا ٱلإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ - ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ -فِيِ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ-

১৫৭. *আল-কুর'আন*, ২৭:৬০-৬৪

১৫৮. *আল-কুর'আন*, ৩৬:২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্তি করল ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন। যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।"[১৫৯]

পরকালের প্রতি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحىِ ٱلْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِّنْه تُوقِدُونَ - أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلاَّقُ ٱلْعَلِيمُ

"এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে,'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে ?' বল, 'তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে প্রজ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।"[১৬০]

وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ-

"আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি সেটা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। এইরূপেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।"[১৬১]

আবার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ-

"আমি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব ? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।"[১৬২]

এসব আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপনাভঙ্গি দেখলে বুঝা যায় মানুষের অবস্থাভেদে কুর'আন বিজ্ঞান, যুক্তি ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকা হয়েছে। আধুনিক

১৫৯. *আল-কুর'আন*, ৮২:৬-৮

১৬০. *আল-কুর'আন*, ৩৬:৭৮-৮১

১৬১. *আল-কুর'আন*, ৩৫:৯

১৬২. *আল-কুরআন*, ৩৬:২৩

Dhaka University Institutional Repository

যুগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কুর'আনের এ সকল আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে আরো সহজ করে দিয়েছে। তাই ইসলাম প্রচারকগণকে আল-কুর'আনের এ দা'ওয়াতী কৌশল সমূহ গবেষণা করে বাস্তবতার ময়দানে কাজে লাগাতে হবে।

বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চলা ও মৌলিক বিষয়ে আলোচনা

ইসলাম মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ, রেষারেষি, বিবাদ বিসম্বাদ দূর করে সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে চায়। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا

"তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর ; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন।"[১৬৩]

ফিত্না বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন:

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ

"যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিত্না হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[১৬৪]

لَقَدِ ٱبْتَغَوُاْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ

"পূর্বেও তারা ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তারা তোমার বহু কর্মে উলট-পালট করেছিল যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হলো।"[১৬৫]

দা'ওয়াত মানে হলো ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরা। এ সৌন্দর্য দেখেই মানুষ ইসলামের পথে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে আসবে। এটাই ছিল রাসূল (সা.) ও সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে দা'ঈগণ বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে ইসলামের প্রচার-প্রসার তো হবেই না বরং ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে, মুসলিমদের মাঝেও মতভেদ, দলাদলি তৈরি হবে। আর এ কথাও সত্য যে, ইসলামের মৌলিক কোন

১৬৩. *আল-কুর'আন*, ৩:১০৩

১৬৪. *আল-কুর'আন*, ২:১৯১

১৬৫. আল-কুর'আন, ৯:৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে বিরোধ নেই। কুর'আন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে ছোট ছোট কোন বিষয়ে অনেক সময় বৈপরীত্য দেখা যায়। ইসলাম প্রচারকগণকে এ সকল বিষয় এড়িয়ে মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসারের যে সকল সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো মুসলিম 'উলামাদের মাঝে মতভেদ। মাযহাবী ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মতভেদ করতে করতে একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের ধারক, বাহক এবং প্রচারকগণকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। মুহাম্মাদ (সা.) অমুসলিমদেরকে ইসলামের পথে দা'ওয়াত দেয়ার সময় ইসলামের শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করেন নি। মক্কায় ইসলাম প্রচারকালে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত এই তিনটি বিষয়ের উপরই বেশী আলোচনা করতেন। এর বাইরে মানুষের আচার-ব্যবহার, লেনদেন, সততা, আমানাতদারিতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতেন। যেগুলো মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূর করে ঐক্য সৃষ্টি করে, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা তৈরি করে। তাই এ পথের কর্মীদের উচিৎ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সা.) যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সে সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করে বিতর্কিত বিষয়ে এড়িয়ে চলা এবং মৌলিক বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান কর।

দাঈ'গণের মৌলিক কয়েকটি গুণ

ইসলামী দা'ওয়াত এমন একটি আন্দোলন যা শুরু হয় ব্যক্তিকে গঠন করার মাধ্যমে। পর্যায়ক্রমে তা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করে। তাই এ আন্দোলনের কর্মীদেরকে এমন কিছু মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হয় যা সমাজের অন্যান্যদের নিকট একটি আদর্শের দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে। সমাজের অন্যান্যদের মত আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতায় নিজের জীবনকে ভাসিয়ে দেয়া এ পথের যাত্রীদের কখনো শোভা পায় না। নিজের পরিচয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকেন তারা। কুর'আন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীত কাল থেকেই এ কাজকে যারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগত কিছু গুণাবলী ছিল যার মাধ্যমে তাঁরা সফল হয়েছেন। সে সব গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী হওয়া

দা'ওয়াতী কাজে ব্রতী ব্যক্তির অপরিহার্য গুণটি হলো, কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিজের ঈমান-'আকীদাকে পরিশুদ্ধ করা। যে বিশ্বাস অন্যের সামনে সে উপস্থাপন করতে চায়, সে বিশ্বাসের ভিতরে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় রাখতে পারবে না। কারণ সন্দেহ ও দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ কোন কাজে একাগ্র হতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসই যথেষ্ট নয় বরং কুর'আনের বর্ণনা অনুযায়ী তাওহীদ, শির্‌ক, বিদ'আত, নিফাক,

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাত, নবুয়্যাত-রিসালাত, ফিরিশ্‌তা, তাক্‌দীর ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে দা'ঈগণের সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরী। তাগুতের সঠিক পরিচয়, 'ইবাদতের অর্থ ও এর ব্যাপকতা, কুর'আন নাযিলের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান থাকতে হবে।

আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথমে মানুষের ঈমান শুদ্ধিকরণের কাজটিই করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুর'আনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ-

"আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"[১৬৬]

وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ- بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ-

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, 'তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।"[১৬৭]

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ-

"আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই, সুতরা্‌ং আমারই 'ইবাদত কর।"[১৬৮]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) বলেন: "কোনো মানবীয় বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নয়; বরং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকেই তাঁর নবীকে প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুধু 'আকীদা-বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। তাই আল্লাহ্‌র নবী প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াত শুধু কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সাথে সাথে মানুষের কাছে সত্যিকার মা'বূদের যথার্থ পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ গোলামীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। মানবীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানে হয়তো মনে হতে পারে যে, এ ছোট একটি বাক্য প্রথমে আরবদের চিন্তার জগতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে বাস্তব কথা হলো, শাব্দিক উচ্চারণের মাধ্যমে এ কালিমা অনারবদের মনে প্রভাব বিস্তার যদিও কিছুটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে আরবদের নিজস্ব মাতৃভাষার শব্দ 'ইলাহ্‌' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিপ্লবী ঘোষণাটি অনুধাবন করতে মোটেই কসরত করতে হয়নি। তারা ভালো করেই জানতো যে, 'উলুহিয়্যাত' বলতে বুঝায় একচ্ছত্র অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব এবং এ সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদন করার অর্থই হলো তাদের ধর্মীয় নেতা,

---

১৬৬. *আল-কুর'আন*, ১৬:৩৬

১৬৭. *আল-কুরআন*, ৩৯:৬৫-৬৬

১৬৮. *আল-কুর'আন*, ২১:২৫

Dhaka University Institutional Repository

পীর-পুরোহিত, গোত্রীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ধনী শাসকদের থেকে সকল প্রকার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা। এর অনিবার্য ফল হলো মানুষের সকল কাজে-কর্মে চিন্তা-চেতনায়, বিচার-আচারে, লেনদেনে,ব্যবসা-বাণিজ্যে, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তথা মানুষের দেহ ও আত্মার সবটুকু জুড়ে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার। তারা জানতো যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই' এ ঘোষণা দেয়ার অর্থ হলো, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও তার নেতৃত্বের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা।"[১৬৯]

চারিত্রিক মাধুর্য

মানুষের দৈনিক কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার ব্যবহার চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় তাই চরিত্র। ইসলামে মানব চরিত্রের যে সব মহৎ গুণাবলীর কথা উল্লেখ আছে তাকে উত্তম চরিত্র বলা হয়েছে। আর এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে মুহাম্মাদ (সা.) কে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[১৭০]

মহানবী (সা.) বলেছেন: بعثت لاتمم مكارم الاخلاق "আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"[১৭১] অন্য হাদীসে এসেছে : اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا "মু'মিনদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।"[১৭২] ان من خياركم احسنكم اخلاقا "তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।"[১৭৩]

ইসলামী দা'ওয়াতের পথে যারা কাজ করেন তাঁদের স্বভাব এমন হওয়া উচিৎ যে, তাঁদের দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো ধারণাও কেউ যেন করতে না পারে এবং তাদের নিকট থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করে। অন্যকে তার প্রাপ্য ঠিক মত তো দিবেই প্রয়োজনে তার বেশী দিতেও প্রস্তুত থাকবে কিন্তু নিজের প্রাপ্য নেয়ার ক্ষেত্রে কম হলেও সন্তুষ্ট থাকবে। নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে এবং অন্যের অপরাধ ঢেকে রাখে। অন্যের দোষ ত্রুটি তালাশে সে সময় নষ্ট করে না। নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা করে। ব্যক্তিগত কারণে সে কারো উপর প্রতিশোধ নেয় না। মন্দের জবাব ভাল দিয়ে দেয়–কমপক্ষে মন্দ দিয়ে তো নয়।

---

১৬৯. *আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-২৭

১৭০. *আল-কুর'আন*, ৬৮:৪

১৭১. *আস-সুনান আল-কুবরা*, বাবু মাকারিমিল আখলাক, হাদীস নং-৮৯৪৯

১৭২. *আবূ দাউদ*, বাবুদ দালীলি আলা যিয়াদাতিল ঈমান, হাদীস নং-৪৮৩

১৭৩. *সহীহ্ আল-বুখারী*, বাবু সিফাতিন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম, হাদীস নং-৩৫৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুরাও তাদের উপর এ বিশ্বাস করে যে, কোন অবস্থাতেই তাঁরা ভদ্রতা ও ন্যায়নীতির বিরোধী কোন কাজ করে না।

জ্ঞান ও কৌশল

জ্ঞান মহান আল্লাহ্‌র দেয়া এমন এক মহান সম্পদ যার মাধ্যমে তিনি অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে মানুষকে সম্মানিত করেছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّور-

"বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান ? অথবা আধার ও আলো কি সমান?"[১৭৪]

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ-

"যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ ? বস্তুত বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[১৭৫]

জ্ঞানার্জন করা ইসলামে 'ইবাদত বলা হয়েছে। দা'ওয়াতী কাজে জ্ঞানের গুরুত্ব এতটাই বেশী যে জ্ঞান ছাড়া এ পথে এক ধাপও পা বাড়ানো যায় না। দা'ওয়াত প্রচারকগণকে কুর'আন, হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয়ে মুজতাহিদ হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু তাঁকে জানতে হবে তাঁর কাজের সঠিক পদ্ধতি, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এর গন্তব্য। ইসলামের মৌলিক জ্ঞান থাকা এবং সে বিষয়টি সহজ-সরলভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপন করা তাঁদের কর্তব্য। ক্ষেত্রভেদে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা উপস্থাপন করা জরুরী। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন:

ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ-

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিক্‌মত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[১৭৬]

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِين-

"বল, 'এটাই আমার পথ : আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে–আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১৭৭]

---

১৭৪. *আল-কুর'আন*, ১৩:১৬

১৭৫. *আল-কুরআ'ন*, ১৩:১৯

১৭৬. *আল-কুর'আন*, ১৬:১২৫

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌রাহীম (আ.) যখন নমরুদকে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, নমরুদ ইব্‌রাহীম (আ.) এর সাথে বিতর্কের আয়োজন করল। নমরুদ ইব্‌রাহীম (আ.) এর জ্ঞানের কাছে চুপ হয়ে গেল। পবিত্র কুর'আনে ঘটনাটি মহান আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِى رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْيِـى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ-

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্‌রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বির্তকে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বললেন, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্‌রাহীম বললেন, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো।' অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১৭৮]

আবার ইব্‌রাহীম (আ.) যুবক বয়সে চ্যালেঞ্জ করে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার পর গোটা জাতির সামনে তাঁকে মুখোমুখি করা হয়। তিনি পাল্টা নমরুদকে এমন যৌক্তিক প্রশ্ন করলেন তাতে নমরুদ জাতির সামনে চুপ হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (আ.) এর যৌক্তিক উত্তর শুনার পর বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করে। ঘটনাটি জাতির সামনে প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন:

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ -قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ- قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ-قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ- قَالُواْ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَا يٰإِبْرَاهِيمُ -قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ - فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ -ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰؤُلاَءِ يَنطِقُونَ-قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ -أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ -

"অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, 'আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ কে করল ? সে নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী।' কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম। তারা বলল, 'তাকে উপস্থিত কর লোকসম্মুখে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে।' তারা বলল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করেছ ? সে

---

১৭৭. *আল-কুর'আন*, ১২:১০৮

১৭৮. *আল-কুর'আন*, ২:২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বলল, 'বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তারা কথা বলতে পারে।' তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।' অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, 'তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না।' ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? 'ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদত কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না।"[১৭৯]

ধৈর্য ও অবিচলতা

ধৈর্য দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ধৈর্যকে এ কাজের প্রাণও বলা যেতে পারে। পবিত্র কুর'আন, হাদীস ও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে আম্বিয়া (আ.) যখনই ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে ময়দানে পা বাড়িয়েছেন তখন তাঁদেরকে নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চারিত্রিক দিক থেকে তাঁরা সর্বোত্তম হওয়ার পরও নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ, নিন্দা-উপহাস, যুল্‌ম-নির্যাতন ইত্যাদি সইতে হয়েছে নীরবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন:

يٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ-

"পরিতাপ বান্দার জন্য; তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।"[১৮০]

দা'ওয়াতী কাজে বিপদাপদ আসা নতুন কোন বিষয় নয়। নূহ (আ.) থেকেই শুরু হয়েছে এর ইতিহাস। সালিহ্, ইব্রাহীম, মূসা, শু'আয়ব, ইলিয়াস, 'ঈসা (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) সকলেই যুল্‌ম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন। পবিত্র কুর'আনে সে সকল নবীগণের ধৈর্যের ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ-

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে–যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান

১৭৯. *আল-কুর'আন*, ২১:৫৮-৬৭

১৮০. *আল-কুর'আন*, ৩৬:৩০

Dhaka University Institutional Repository

আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে।"[১৮১]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ ٱلْمُرْسَلِينَ-

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল ; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্‌র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে।"[১৮২]

হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে যে উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, পবিত্র কুর'আনের সূরা লুকমানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য তুলে ধরেছেন। সে উপদেশগুলোর মধ্যে একটি ছিল :

يٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلأُمُورِ-

"হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎকর্মের আদেশ দাও আর অসৎকর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"[১৮৩]

সহীহ্‌ বুখারীতে এসেছে, হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর দরবারে এসে অভিযোগ করলাম। (মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে) তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না ? তিনি বললেন:

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له فى الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشارفيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذالك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب وما يصده ذالك عن دينه والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكن تستعجلون-

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ঈমানদার) অবস্থা ছিল এই যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত করা হতো এবং ঐ গর্তে তাদেরকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এ (নির্মম নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে

১৮১. *আল-কুর'আন*, ২:২১৪
১৮২. *আল-কুর'আন*, ৬:৩৪
১৮৩. *আল-কুর'আন*, ৩১:১৭

Dhaka University Institutional Repository

শরীরের হাড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এ (অমানুষিক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা মেশপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কা করবে। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"[১৮৪]

রাসূল (সা.) মক্কায় দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করার পর তাঁর এবং যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের উপর শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। তাবলীগের কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত যে মানুষটি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, উঠাবসা ইত্যাদি দেখে যে জাতি তাঁকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তিনি যখন সেই জাতির সামনে তাওহীদের মিশন নিয়ে দা'ওয়াত প্রচার শুরু করলেন তখনই তিনি সবার কাছে শত্রু হয়ে গেলেন। বিভিন্ন অবমাননাকর উক্তির মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে তারা জর্জরিত ও অতিষ্ঠ করে তুলল। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ তাদের এ অপকর্মের কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন:

وَقَالُواْ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ -لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ-

"তারা বলল, 'ওহে, যার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত করছ না কেন ?"[১৮৫]

وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ -أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهاً وَاحِداً إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ -وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ - مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلاَّ ٱخْتِلاَقٌ-

"তারা বিস্ময় বোধ করল যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, 'এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে ? এটাতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' তাদের প্রধানেরা এই বলে সরে পড়ে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচল থাক। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।"[১৮৬]

কাফিরদের এসব মিথ্যা অপবাদ, যুল্‌ম-নির্যাতন চলাকালীন সময়ে রাসূলকে (সা.) সান্তনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন: وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلا

১৮৪. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মানাকিব, বাব আলামাতুন নবুওয়াহ ফিল ইসলাম, হাদীস নং-৩৩৫১

১৮৫. *আল-কুর'আন*, ১৫:৬-৭

১৮৬. *আল-কুর'আন*, ৩৮:৪-৭

Dhaka University Institutional Repository

"লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেকে পরিহার কর।"[১৮৭]

এ ধরনের অশালীন কথাবার্তায় রাসূল (সা.) কে যখন তারা থামাতে পারল না তখন শুরু করল শারীরিক নির্যাতন। প্রথম দিকে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিলাল (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন দাস। ইসলাম কবুল করার অপরাধে তাঁকে উত্তপ্ত বালু, পাথরকুচি ও জ্বলন্ত অঙগারের উপর শুইয়ে দেয়া হতো। গলায় রশি বেঁধে ছাগলের মত শিশু–কিশোরেরা মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়াতো। আবূ জাহ্ল তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর পাথরের বড় চাক্কি রেখে দিত। দুপুরে সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবূ জাহ্ল বলত : 'বিলাল, এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহ্ থেকে ফিরে আস।' এমন কঠিন মুহূর্তে বিলাল (রা.) তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করতেন।"[১৮৮]

পবিত্র কুর'আনের এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ইসলাম প্রচারকগণকে নিন্দা, গালাগালি, মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা, যুল্ম-নির্যাতন হযম করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং এগুলো নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থির চিত্তে ও ঠান্ডা মস্তিষ্কে এ পথে পা বাড়াতে হবে।

ত্যাগের মানসিকতা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে এমন প্রকৃতি দিয়ে তৈরী করেছেন যে, বিনা কষ্টে, বিনা পরিশ্রমে সে যদি কোন কিছু অর্জন করে, তার কাছে সে জিনিসের মূল্য থাকে না এবং ঐ জিনিসের সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। সমাজে ইসলামের বাণী প্রচার-প্রসারের বিষয়টিও এমনই। ইসলামের প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া এ কাজে সফল হওয়া যায় না। আম্বিয়াগণের (আ.) জীবনীতে আমরা এর উদাহরণ পাই। পবিত্র কুর'আনে নূহ (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً-فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِيَ إِلاَّ فِرَاراً- وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيَ آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً - ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً- ثُمَّ إِنِّيَ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً-

"তিনি (নূহ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে

১৮৭. *আল-কুর'আন*, ৭৩:১০

১৮৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯) খ.১, পৃ.১১২

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকে ও জিদ্ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।' অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে, পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।"[১৮৯] এ আয়াতগুলোই প্রমাণ করে হযরত নূহ (আ.) ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দিন-রাত মানুষের কাছে গিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার শুরু করলে তাঁকে আগুনের ভিতরে ফেলা হয়। কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্র জন্য নিজের জীবনকে কুরবানী করতে এতটাই প্রস্তুত ছিলেন যে, এ রকম চরম মুহূর্তেও নিজের জীবন নিয়ে কোন ধরনের দুশ্চিন্তায় ভোগেন নি। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় তিনি বলে উঠলেন: حسبنا الله ونعم الوكيل "আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[১৯০]

একজন নবী হবেন দা'ওয়াতী কাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনে স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতা সকলের চেয়ে আল্লাহ্র হুকুমই বড় হতে হবে। যাতে পরবর্তীতে এ ময়দানে যারা কাজ করবেন তারা এ ত্যাগ ও কুরবানী থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রথম সন্তান লাভ করলেন। বৃদ্ধ বয়সে পাওয়া একমাত্র সন্তানের প্রতি কী পরিমাণ মায়া আর ভালবাসা জন্মাতে পারে, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষা করে এ কথা প্রমাণ করলেন একজন দা'ওয়াতী কর্মীকে কতটুকু কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ্র নির্দেশে নবজাতক শিশু ইসমা'ঈল ও স্ত্রী হাযিরাকে মক্কায় মরুভূমির ভিতরে রেখে যেতে হবে। নবী ইব্রাহীম (আ.) এক মুহূর্ত দেরী করলেন না। পরিবারকে রেখে যখন তিনি যাচ্ছিলেন, দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে তিনি মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করলেন:

رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ - رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَآءِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়িম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 'হে আামাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশগুলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না।"[১৯১]

---

১৮৯. *আল-কুর'আন*, ৭১:৫-৯

১৯০. *সহীহ্ আল-বুখারী*, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আল-'ইমরান, হাদীস নং ৪৫৬৩

১৯১. *আল-কুর'আন*, ১৪:৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান একটু বড় হলে ইব্রাহীম (আ.) মক্কায় ফিরে আসলেন। নতুন করে আবার আল্লাহ্ আরো কঠিন পরিক্ষা নিলেন। এবার প্রিয় সন্তানকে মহান আল্লাহ্র জন্য কুরবানী করতে হবে। ইব্রাহীম (আ.) আদেশ পাওয়ার পর সময়ক্ষেপণ করলেন না। সন্তানকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ - فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ- وَنَادَيْنَٰهُ أَن يٰٓإِبْرَٰهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ-

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল ?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।"[১৯২]

মুহাম্মাদ (সা.) এর দা'ওয়াতী জীবনও ছিল অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর। ভোগ-বিলাসের লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর পুরা নবুওয়াতের জীবনে। ভোগ নয় ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের মহান আদর্শ। মক্কায় তাঁর দা'ওয়াতী মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য কাফিররা অনেক কৌশল করেছিল। কখনও ভদ্র ভাষায়, কখনও গালিগালাজ করে, কখনও নির্যাতন করে তাঁকে ফিরাতে চেষ্টা করেছে। এতকিছুর পরও যখন তিনি তাঁর পথ থেকে ফিরলেন না তখন মক্কার কুরাইশরা অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁকে ফিরাতে চেষ্টা করল। রাসূল (সা.) পরিষ্কার করে তাদের জানিয়ে দিলেন,

يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر في يسارى على ان اترك هذا الامر- حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته-

"চাচাজান, আল্লাহ্র শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।"[১৯৩]

---

১৯২. *আল-কুর'আন*, ৩৭:১০২-১০৬

১৯৩. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) এর সাথে সাহাবীগণ ত্যাগ ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাবস্থায় যে সকল সাহাবী ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের অধিকাংশকেই ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। বিলাল (রা.) কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর বস্ত্রহীন শরীরে শুইয়ে রাখা হত। খাব্বাব (রা.) কে জ্বলন্ত কয়লার উপরে রেখে বুকের উপর বড় পাথর দ্বারা চাপা দেয়া হত। এমনিভাবে ইসলামের জন্য মক্কায় প্রায় দশ বছর সাহাবীগণ ত্যাগ স্বীকার করেছন। হিজরতের রাতে রাসূল (সা.) আবূ বক্‌র (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কার একটু দূরে সাওর গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আবূ বক্‌র প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। গর্তের ভিতরটা ভাল করে পরিষ্কার করে রাসূল (সা.) কে ডাকলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আবূ বক্‌র (রা.) ছিদ্র দুটোর মুখে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করলেন। রাসূল (সা.) আবূ বক্‌র (রা.) এর উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে আবূ বক্‌র (রা.) এর পায়ে সাপ কিংবা বিচ্ছু দংশন করল। তিনি বিষের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং সেই অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ল রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখমণ্ডলের উপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবূ বক্‌র! তোমার কী হয়েছে?' আবূ বক্‌র (রা.) উত্তর দিলেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে।"[১৯৪]

এটাই ছিল আম্বিয়া (আ.) ও সাহাবীগণের দা'ওয়াতী জীবনে আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগ বা কুরবানীর দৃষ্টান্ত। সুতরাং এ পথে যাঁরাই পা বাড়াবেন তাঁদেরকে পূর্ববর্তীগণের জীবন থেকে এ শিক্ষা নিতে হবে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) বলেন: "স্বর্ণ যেমন পুড়িয়ে খাঁটি করা হয় তেমনি প্রথম যুগের তাওহীদি কাফেলার সদস্যদেরও যুল্‌ম-নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট করে প্রথমে খাঁটি মানুষে পরিণত করা হয়েছিল। এমনিভাবে তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে যখন আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রমাণিত হলো, যখন তারা তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককে যথার্থরূপে চিনতে শিখলেন, নফসের কুপ্রবৃত্তির আনুগত্যসহ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল কর্তৃপক্ষের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভ করলেন, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ছাপ তাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেল, তখনই তাদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসা শুরু হলো।"[১৯৫]

---

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১৯৫. *আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া ও ইখ্‌লাস

দা'ওয়াতী কাজে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাক্‌ওয়া ও ইখ্‌লাস। ইসলামে এ বিষয় দুটি এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, এগুলো ব্যতীত মানুষের কোন ভাল কাজই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে কবুল হয় না। সহীহ্ বুখারীতে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন:

عن امير المؤمنين ابى حفص عمربن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات- وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه-

আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি : নিয়্যাত অনুযায়ী সমস্ত কাজের ফলাফল হবে। প্রত্যেকেই যে উদ্দেশ্যে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরাত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয়েছে। আর যে লোক দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন নারীকে বিবাহের জন্য হিজরত করে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।"[১৯৬]

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَواةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ-

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর 'ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দীন।"[১৯৭]

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ-

"কখনই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া।"[১৯৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে তাবলীগ করা বা আল্লাহ্‌র দীন প্রচার করা একটি মহৎ 'আমল। মু'মিন ব্যক্তি এ মহৎ 'আমলটি করে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই। নিজের নাম প্রচার করা বা দা'ওয়াতের বিনিময়ে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। হযরত নূহ (আ.)

---

১৯৬. *সহীহ্ আল-বুখারী*, ওয়াহী সূচনা অধ্যায়, বাবু কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস নং-০১

১৯৭. *আল-কুর'আন*, ৯৮:৫

১৯৮. *আল-কুর'আন*, ২২:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে দীর্ঘ প্রায় নয়শত বছর আল্লাহ্‌র দিকে ডেকেছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল, 'তোমারা কি সাবধান হবে না ? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[১৯৯]

হুদ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন:

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ -فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[২০০]

সালিহ্ (আ.) একই কথা বলেছেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين - فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন তাদের ভ্রাতা সালিহ্ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[২০১]

লূত (আ.) এর দা'ওয়াত প্রসংগে মহান আল্লাহ্ বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

---

১৯৯. *আল-কুর'আন*, ২৬:১০৬-১০৯

২০০. *আল-কুর'আন*, ২৬:১২৩-১২৭

২০১. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৪২-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

"যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[২০২]

এমনইভাবে শু'আয়ব (আ.) বলেছেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ -إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ- فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।" [২০৩]

মুহাম্মাদ (সা.) কেও ঠিক একই নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে:

قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ-

"বল, 'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো শুধু বিশ্বজগতের উপদেশ।"[২০৪]

ٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّهْتَدُونَ-

"অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।"[২০৫]

দা'ওয়াতী কাজে আম্বিয়া (আ.) ছিলেন নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ। লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি সব কিছুকে উপেক্ষা করেই তাঁরা মানুষকে মহান পথে মানুষকে ডেকেছেন। তাই এ পথের যাত্রীদেরকে তাঁদের দেখানো রাস্তায় চললেই এ কাজে সফলতা আসবে।

সাহস ও দৃঢ়তা

ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দৃঢ় ও সাহসী হওয়া। হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তারমধ্যে একটি ছিল:

---

২০২. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৬১-১৬৪

২০৩. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৭৭-১৮০

২০৪. *আল-কুর'আন*, ৬:৯০

২০৫. *আল-কুর'আন*, ৩৬:২১

يٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ-

"সালাত কায়িম কর, সৎকাজের আদেশ দাও আর অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটা তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"[২০৬]

ইব্রাহীম (আ.) জন্মের পর থেকেই দেখে আসছিলেন তাঁর জাতি গায়রুল্লাহ্‌র পূজা করে। বাল্যকাল থেকেই তিনি তা অপছন্দ করতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কঠোরভাবে তিনি এটা অস্বীকার করেন। তাঁর কাওমকে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেন:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ-

"যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ ?"[২০৭]

এ প্রশ্নের যৌক্তিক কোন উত্তর না দিতে পেরে তারা গতানুগতিক উত্তরই দিল:

قَالُواْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ-

"তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের 'ইবাদত করতে দেখেছি।"[২০৮]

ইব্রাহীম (আ.) আবার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

"তিনি বললেন, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।"[২০৯]

সাহসিকতার সাথে এধরনের বিতর্ক করার পর যখন দেখলেন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর দা'ওয়াতের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না তখন মূর্তি ভাঙ্গার মত এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। একা ইব্রাহীমের জন্য গোটা জাতির সাথে মূলত এটা ছিল এক সাহসী চ্যালেঞ্জ। তিনি বললেন :

وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ-

"শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।"[২১০]

---

২০৬. *আল-কুর'আন*, ৩১:১৭
২০৭. *আল-কুর'আন*, ২১:৫২
২০৮. *আল-কুরআ'ন*, ২১:৫৩
২০৯. *আল-কুর'আন*, ২১:৫৪
২১০. *আল-কুরআন*, ২১:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আবূ ইসহাক (রহ.) আবুল আহওয়াস (রহ.) হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন : ইব্রাহীম (আ.) এর কাওমের লোকেরা যখন তাদের উৎসব উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছিল তখন তারা ইব্রাহীম (আ.) কে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি আমাদের সাথে যাবে না ? উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) বললেন : আমি অসুস্থ।" ইব্রাহীম (আ.) রাগে তাদের বলেছিলেন : 'আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' সবাই চলে যাওয়ার পর ইব্রাহীম (আ.) একা তাদের উপাসনালয়ে চলে গেলেন। একটা একটা করে সব মূর্তিগুলো ভাঙ্গলেন। সবচেয়ে বড়টা অক্ষতাবস্থায় রেখে দিলেন। উৎসব থেকে ফিরে এসে তারা মূর্তিগুলোকে ভাঙা অবস্থায় পেল। তারা বুঝতে পারল এই কাজ ইব্রাহীমেরই হবে। তাদের নেতা নমরূদ ইব্রাহীমকে জনসম্মুখে আনার আদেশ দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, জনসম্মুখে ইব্রাহীমকে মূর্তি ভাঙ্গার শাস্তি দিয়ে জনগণকে শিক্ষা দেয়া, যাতে ভবিষ্যতে ভয়ে কেউ এ ধরনের কাজ করতে সাহস না করে। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে ইব্রাহীম (আ.) এর সাহসী ও যৌক্তিক জওয়াব দেয়ার কারণে নমরূদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ উল্টো হলো। তারা ইব্রাহীম (আ.) কে প্রশ্ন করল :

قَالُوٓاْ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَاهِيمُ -

"তারা বলল, 'ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের ইলাহ্গুলোকে এরূপ করেছ ?"[২১১]

ইব্রাহীম (আ.) জওয়াব দিলেন :

قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ-

"তিনি বললেন, 'বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তারা কথা বলতে পারে।"[২১২]

ইব্রাহীম (আ.) এর যৌক্তিক উত্তর শুনে উপস্থিত জনতার মাঝে প্রশ্ন উদয় হলো। অনেকের মাঝেই বাপ-দাদাদের যুগ থেকে চলে আসা মূর্তি পূজার যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলো। তাদের মনের অবস্থা তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ - ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ-

"তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী।' অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, 'তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলতে পারে না।"[২১৩]

---

২১১. *আল-কুরআন*, ২১:৬২

২১২. *আল-কুর'আন*, ২১:৬৩

২১৩. *আল-কুর'আন*, ২১:৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌রাহীম (আ.) আরো সাহস নিয়ে দৃঢ়তার সাথে জাতির সামনে আল্লাহ্‌র তাওহীদের বাণী দ্বীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। পবিত্র কুর'আন বলছে :

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ - أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ-

"ইব্‌রাহীম বললেন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না ? ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদত কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?"[২১৪]

ইব্‌রাহীম (আ.) এর এ ধরনের যৌক্তিক ও দৃঢ়চেতা বক্তব্য শুনে নমরূদ বুঝতে পারল, বুঝিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এ যুবককে ফিরানো সম্ভব নয়। কঠিন সিদ্ধান্ত না নিলে সে দেশের মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম থেকে তার নতুন ধর্মে নিয়ে যাবে। এ জন্য সে তার অনুসারীদেরকে গভীর গর্ত করে বড় বড় গাছ কেটে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দিল। নির্দেশ অনুযায়ী আগুন জ্বালানো হলে অগ্নিশিখা যখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠল এবং ওর পাশে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল যে কেমন করে ইব্‌রাহীমকে সেখানে নিক্ষেপ করবে ? শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের এক বেদুঈনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরি করা হয় এবং তাঁকে সেখানে বসিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এমন কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সাহস হারা হননি, বাতিলের সাথে আপোষ করেন নি। দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করেছেন। চোখের সামনে যখন তিনি আগুন দেখছিলেন, আগুনের ভয়ে ভীত না হয়ে তিনি বলে উঠলেন :

حسبنا الله ونعم الوكيل

"আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।"[২১৫]

হযরত মূসাকে (আ.) মহান আল্লাহ্ আদেশ করলেন, ফির'আউনের কাছে গিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। মূসা (আ.) প্রথমে ভয় করলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, আমি তোমার সাথে আছি, ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ফির'আউনের দরবারে গিয়ে তাকে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসার দা'ওয়াত দিলেন। ফির'আউন প্রথমে মূসাকে (আ.) নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করল। মূসা (আ.) যখন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, ফির'আউন তাঁকে জেলখানার ভয় দেখালো। মূসা (আ.) তাঁর নবুওয়্যাতের প্রমাণস্বরূপ হাতের লাঠির অলৌকিকত্ব দেখালেন। এ অলৌকিকত্ব দেখে অনেক যাদুকর ঈমান আনল। ফির'আউন এ বেগতিক অবস্থা দেখে মূসাসহ ঈমানদারগণকে কঠিন শাস্তির হুঙ্কার দিল। সে বলল :

---

২১৪. *আল-কুর'আন*, ২১:৬৫-৬৬

২১৫. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ.১৪. পৃ.৩৪০-৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ-

"ফির'আউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে ? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।"[২১৬]

ফির'আউনের এ হুঙ্কার শুনে মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা ভয় পাননি। তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হয়। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় জওয়াব দিয়ে দিলেন :

قَالُواْ لاَ ضَيْرَ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ- إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ -

"তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী।"[২১৭]

মু'মিনদের এ ঘোষণা ফির'আউনের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। মু'মিনদেরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য ফির'আউন তার সৈন্যদেরকে হাজীর করল। মূসা (আ.) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে নীল নদের পার্শ্বে কথা বলছিলেন। ফির'আউনের সৈন্যদেরকে দেখে মূসা (আ.) এর সাথীরা ভয় পেলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসা (আ.) সাহস হারা হলেন না। এমন কঠিন মূহুর্তে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ-

"মূসা বললেন, 'কখনই নয়! আমার সাথে আছেন আমার প্রতিপালক ; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।"[২১৮]

মূসা (আ.) দৃঢ়তার সাথে এ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌ তাঁকে ওহী নাযিল করে বললেন :

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ

"অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।"[২১৯]

---

২১৬. *আল-কুর'আন*, ২৬:৪৯

২১৭. *আল-কুর'আন*, ২৬:৫০-৫১

২১৮. *আল-কুর'আন*, ২৬:৬২

২১৯. *আল-কুর'আন*, ২৬:৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনেও সাহসিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ওহী পাওয়ার পর প্রথম তিন বছর গোপনে দা'ওয়াত প্রচার করতে থাকেন। তিন বছর পর মহান আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, এখন আর গোপনে নয় প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকতে হবে। এ নির্দেশ পেয়ে তিনি সাফা পাহাড়ে গিয়ে মক্কার সকলকে ডাকলেন। কুরাইশদের সব নেতা সেখানে উপস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ (সা.) সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদের পথে আসার আহ্বান করলেন। মুহাম্মাদ (সা.) সেখানে একাই গোটা জাতির সামনে এ বিপ্লবী ঘোষণা দেন। মনের ভিতরে সামান্য ভয় বা সংশয় ছিল না।[২২০] ইসলামের মুবাল্লিগগণকে এভাবেই সাহসী ও দৃঢ় হতে হয়। আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাঁর দীন প্রচারের মহান কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কখনো কারো রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না। জীবনের ভয় বা মায়া করে মহান আল্লাহ্র দীন প্রচার করলে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে তুলে ধরা যায় না। কারণ ইসলাম এমন একটি আপোষহীন পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা সমাজে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদের সাথে সহাবস্থান করে না। তাই ইসলামের পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরা হলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মতবাদের সাথে সংঘাত অনিবার্য। এ অনিবার্য সংঘাতের মুখোমুখি হলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সাহসের সাথে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা জরুরী।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

এ দু'টি মানুষের এমন মহৎ গুণ যা শুধু দীন প্রচারের ক্ষেত্রেই নয় বরং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও অর্জন করা জরুরী। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন :

ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ-

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"[২২১] হযরত ইউসুফকে (আ.) শিশু বয়সে তাঁর ভাইয়েরা হিংসার বশবর্তী হয়ে পানির কূপে ফেলেছিল। মহান আল্লাহ্ আপন কৃপায় তাঁকে গভীর কূপ থেকে মুক্ত করে মিশরে পৌঁছে দেন। শিশু ইউসুফকে মিশরের রাজা ক্রয় করে নেন। রাজার বাড়িতে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে ইউসুফ (আ.) রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম, কলা-কৌশল খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেন। রাজার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে তাঁকে জেলখানায় পাঠানো হয়। ইউসুফ (আ.) এর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কারণে রাজা তাকে জেল থেকে বের করে দেশের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নেয়ার পর গোটা এলাকায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। ইউসুফ (আ.) এর ভায়েরা

২২০. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২২১. *আল-কুর'আন*, ৩:১৩৪

দুর্ভিক্ষের কারণে সাহায্যের জন্য তাঁর নিকট আসে। ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদেরকে চিনতে পারলেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। কারণ তখন তিনি রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী। আর এ ভাইয়েরাই তাঁকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে শিশুকালে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। ইউসুফ (আ.) ক্ষমতা থাকা সত্তেও ভাইদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নিলেন না। তিনি বললেন :

قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ-

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু।"[২২২]

মক্কায় দা'ওয়াত প্রচারকালে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের উপর নানা ধরনের কটূক্তি, মিথ্যা অপবাদ, যুল্‌ম-নির্যাতন চলতে থাকে। সে সময়ে মহান আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ক্ষমা ও উদারতার আদেশ দিয়ে তাঁদের কাজ অব্যাহত রাখতে নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন: فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ "অতএব, পরম সৌজন্যের সাথে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" [২২৩] অপর আয়াতে তিনি আরো বলেন :

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ-

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"[২২৪]

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন : "এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূল (সা.) হযরত জিবরাঈলকে (আ.) এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করে এই উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যারা আপনার উপর যুল্‌ম করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর যে আপনাকে কিছুই দেয় না আপনি তাদেরকে দান করুন এবং যে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তাকেও আপনার সঙ্গে জুড়ে রাখুন।

ইব্‌ন মারদূইয়াহ হযরত সা'আদ ইব্‌ন উবাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "উহুদ যুদ্ধে যখন রাসূল (সা.) এর প্রিয় চাচা হযরত হামজা (রা.) কে শহীদ করা হলো এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের সম্মানহানী ঘটানো হলো, তখন রাসূল (সা.) লাশের এই অবস্থা দেখে বলেছিলেন, যারা হামজার সঙ্গে এমন দুরাচার করেছে আমি তাদের সত্তর ব্যক্তিকে এই পরিণতির শিকার করে ছাড়ব। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, এটা

২২২. *আল-কুর'আন*, ১২:৯২

২২৩. *আল-কুর'আন*, ১৫:৮৫

২২৪. *আল-কুর'আন*, ৭:১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আপনার শান নয়। আপনার শান হলো ক্ষমা করে দেয়া এবং মানুষের অন্যায়কে উপেক্ষা করে চলা।"[২২৫]

আজকের পাশ্চাত্যঘেঁষা অনেক বুদ্ধিজীবীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, মক্কায় যেহেতু মুসলিমদের ক্ষমতা ছিল না তাই তারা ক্ষমার মত মহৎ গুণটিকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মদীনায় গিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে ঠিকই সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। কুর'আনের আয়াতের ধারাও পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আর ক্ষমার কথা বলা হয় না। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের নীতিই বলা হয়েছে। তাদের এ অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। মদীনায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু ক্ষমার বিধান রহিত করে নয়। যুদ্ধতো তাদের জন্য যারা মুসলিমদের সুন্দর ব্যবহার, উদারতা, মহানুভবতা ও যৌক্তিক আলোচনা করেও এ পথে না এসে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। মানুষের জীবন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। যুদ্ধ ছাড়া তাদের বিপর্যয় থামানোর আর কোন পথ থাকে না। যুদ্ধ কেবল তাদের বিরুদ্ধেই। যুদ্ধের ময়দানেও মুসলিমদেরকে ক্ষমা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) কোন যুদ্ধে যাওয়ার আগে সাহাবীদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিতেন "কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না তাদেরকে হামলা করা যাবে না"।[২২৬] ক্ষমা মুসলিমদের স্বভাব-চরিত্রের একটি অংশ। এটি যে তাদের কোন কৌশল নয় এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সাথে রাসূল (সা.) এর আচরণ। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কার কোন যোদ্ধা রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়ার সাহস পেল না। যে মক্কায় রাসূলকে অত্যাচার করা হয়েছিল, অনেক মুসলিম সাহাবীকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল, আজ সে মক্কা মুহাম্মাদ (সা.) এর দখলে। সেই অত্যাচারী মুশরিক্দের অনেকেই এখনো মক্কায় বেঁচে আছে। রাসূল যদি শুধু হাতের ইশারা করেন তাহলে ঐ অত্যাচারীদের রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। রাহমাতুল্লিল 'আলামীন এমন প্রতিশোধের নীতি অবলম্বন করলেন না। ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে এ কথা প্রমাণ করলেন যে, জীবনের পরম শত্রুকেও ক্ষমা করা আমাদের আদর্শ। কা'বা শরীফে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। রাসূল (সা.) কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য কুরাইশরা কা'বা ঘরের সম্মুখে ভীড় করল। তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিলেন :

لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده، ألا كل مأثرة او مال أو دم فهو تحت قدمى هاتين، الا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد- السوط والعصا- ففيه الدية مغلظة، مائة من الابل اربعون منها فى بطونها أولاد-

২২৫. *তাফসীর ইব্ন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৮-১১, পৃ.৪৮০-৪৮১

২২৬. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্সিয়ার, বাবু কাতলিস সিবইয়ান ফিল হারবি, হাদীস নং-৩০১৪-৩০১৫

Dhaka University Institutional Repository

يا معشر قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء، الناس من ادم، وادم من تراب-

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রেখ, আল্লাহ্র ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দু'পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ্ তোমাদের হতে যাহিলিয়্যাত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ.) এর সন্তান এবং তিনি মাটির তৈরি। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (*আল-কুর'আন*, ৪৯:১৩) এরপর রাসূল (সা.) বললেন : 'হে কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কী ধারণা, তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করছ ? সকলে বললো, 'খুব ভাল। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র।' রাসূল (সা.) তখন বললেন :

فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اذهبوا فانتم الطلقاء-

"তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি যেমনটি ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের সঙ্গে বলেছিলেন যে, আজ তোমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। যাও, আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হলো।"[২২৭]

২২৭. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাস

বাংলার সাথে আরবের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

ঐতিহাসিক জেমস টেইলর বলেন, "হযরত 'ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের লোকেরা এই উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসত। তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে। 'সাবা'দের 'উর' বা নগর থেকে সাবাউর এবং তারই অপভ্রংশ হিসেবে পরবর্তীকালে এ বন্দর সাভার নামে পরিচিত হয়েছে।"

ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরের যে তওক বন্দর শহর নসীরাবাদ-মুমিনশাহীর ১০/১৫ মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, এখন এটিকে টোক বন্দর বলা হয়। এও আরবদের দেয়া নাম। বন্দরটি তাদেরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ ইদ্‌রীসী, সুলায়মান প্রমুখ আরব ভৌগলিকগণ 'তওক' বলে এর উল্লেখ করেছেন। আরবীতে গলার হারকে 'তওক' বলা হয়। লক্ষণ সেনের ভাওয়াল তাম্রশাস বানহার নদী এখন বানার নামে পরিচিত। এই স্থলেই তার বা তওকের মত বেঁকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বলে আরবদের দ্বারা তখনকার এ পোতাশ্রয়টি তওক নামে প্রসিদ্ধ হয়।[২২৮]

রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের আগেই আরব জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ-বিবাদের দরুন আরবদের জন্য স্থল-বাণিজ্যের পথ সে সময় বিঘ্ন-সংকুল হয়ে পড়েছিল। ইয়ামান-হাজরামাউতের মধ্যে দিয়ে আরবদের নৌ-পথে বাণিজ্য করার অভিজ্ঞতা আরও আগ থেকেই ছিল। তাদের বাণিজ্য বহর পাক-ভারত উপমহাদেশে, বার্মা, কম্বোডিয়া এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করতো।

পঞ্চম শতকের শেষভাগে খোদ মক্কার কুরাইশ বণিকরাও নৌ-পথে বহির্বাণিজ্যের সাথে সাথে ভারতীয় এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশপাশে তাদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলার চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলামপূর্ব কয়েক শতক আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী 'আরব ও হিন্দকে তা'আলুকাত' নামক তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে গড়ে ওঠা উপনিবেশগুলো সর্ম্পকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

---

২২৮. মুফাখ্‌খরুর ইসলাম, *উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪), পৃ.৭১৩-৭১৪

Dhaka University Institutional Repository

সন্নিবেশ করেছেন। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করতো। ফলে বাণিজ্য-পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো. তেমনি তথ্যেরও আদান-প্রদান চলতো।[২২৯]

ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজ উত্তর বাংলা বুঝাতে 'বররিন্দ' লিখেছেন। মুফাখ্খারুল ইসলাম এর মতে, আরবরা জাহাজে করে বিশাল সাগরে মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে উত্তরবংগের লালমাটি-ভূখণ্ড দেখে চীৎকার করে উঠতো 'বার্‌রি হিন্দ' বলে। 'বার' অর্থ স্থলভাগ। বার্‌রি হিন্দ অর্থ 'হিন্দুস্তানের মাটি'। সেই থেকে এ অঞ্চল বররিন্দ বা বরিন্দ নামে পরিচিত হয়েছে। ঢাকা-টাঙ্গাইলের স্থল ভাগকে এখনো 'ভর' বলে। এই 'ভর' আরবী বর্‌র্‌ শব্দেরই একরূপ। বাংলার অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবের নামও আরবদের দেয়া 'বহর-ই-আব'। আরবীতে বাহর শব্দের অর্থ হলো সাগর বা নদী। আর আব মানে পানি। সুতরাং বহর-ই-আব মানে পানির সাগর। 'বাংগালী যুগে যুগে' গ্রন্থেও লিখক নাজির আহমদ 'কামরুত' নামটি 'কাওম-ই-হারুত' থেকে উদ্ভুত বলে উল্লেখ করেছেন।"[২৩০]

মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী দা'ওয়াত

মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) আরবের মক্কা নগরীর অধিবাসী। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী পেয়ে প্রথম পর্যায়ে গোপনে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করেন। তিন বছর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ আসলে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেয়া শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকরা তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করে। যার জন্য তাঁকে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মাদীনায় হিজরত করতে হয়। সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নতুন করে দা'ওয়াতী মিশন শুরু করলে মক্কার মুশরিকরা তাঁর সে মিশনকেও থামিয়ে দেয়ার জন্য মদীনায় হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। ফলে বদর, ওহুদ সহ আরো অনেক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই মধ্য ৬২৮ সালে হুদায়বিয়ার ঘটনা ঘটে। যাকে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ ফাতহুম মুবীন বা মহান বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ সন্ধির ফলে আরব উপদ্বীপে কুরাইশদের কর্তৃত্ব শেষ হতে শুরু করে এবং মক্কা-মদীনার বাইরে ইসলামী দা'ওয়াতের বীজ বপন হয়। হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা.) হাবশার সম্রাট নাজাশী, মিশরের সম্রাট মুক্বাওক্বিস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, রোম সম্রাট ক্বায়সার, ইয়ামামা প্রধান হাওয়া ইব্‌ন আলী, দামিশকের গভর্নর হারিস ইব্‌ন আবী শামির গাস্‌সানী এবং আম্মানের সম্রাট জাইফারের নিকট প্রজাদের সহ তাঁদেরকে ইসলাম কবুল করা জন্য পত্র প্রেরণ করেন।[২৩১] পত্র পাওয়ার পর এদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন, আবার অনেকে কবুল না করলেও ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি সুধারণা জন্মায়। ফলে তাঁদের এলাকায় ইসলামী

২২৯. মুহিউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮) পৃ. ৩৪৬

২৩০. উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৪

২৩১. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০১

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতের দ্বার উন্মোচিত হয়। রাসূল (সা.) ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য সে এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ করেন।[২৩২]

মাওলান আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর 'ইসলাম কি সাদাকাত' নামক গ্রন্থে গুজরাটের ধারদার শহরের বাসিন্দা (গুজরাটের রাজা) রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মওলভী হাসান রিজা খাকের নিম্নরূপ এক বিবরণ পাওয়া যায়, "গুজরাট রাজা ভোজ একদা আকাশে চন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য নিজ ইমারতের ছাদে আরোহণ করে দেখতে পেলেন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালে তাঁরা যোগ সাধনা বলে বললেন, আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙুলের ইশারায় এই অলৌকিক ঘটনাটি দেখান। একথা শুনে সত্যপিয়াসী মুক্তিসন্ধানী ধর্ম তৃষ্ণাতুর রাজা মুহাম্মাদ (সা.) এর কাছে দূত পাঠিয়ে দেন। পত্রে লিখেন, "হে মহামান্য! আপনার একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান। যিনি আমাদেরকে আপনার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। তখন বিশ্বনবী তাঁর জনৈক সাহাবীকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলামের বায়'আত দান করে তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ্। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রজারা বিক্ষোভ শুরু করে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে তখ্‌তে বসায়। যে সাহাবী এসেছিলেন তিনিও এখানেই ইন্তিকাল করেন।"[২৩৩]

মূলতঃ উপমহাদেশে তিনভাবে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে।

১. দা'ঈ বা মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে ২. আরব বণিকগণের মাধ্যমে ৩. ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে। পর্যায়ক্রমে এ তিনটি দিকের আলোচনা করা হবে।

মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে

মক্কায় থাকাবস্থায় মুহাম্মাদ (সা.) এর দা'ওয়াত ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। হিজরত করার পর মদীনাকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হন মুহাম্মাদ (সা.)। রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার পর ইসলামের দা'ওয়াত আর ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার বিস্তৃতি ঘটেছে। দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূল (সা.) বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এর একটি ছিল শিক্ষিত সাহাবীদেরকে তিনি বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিতেন। এ কাজের ধারাবাহিকতা তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়নি। আবূ বকর (রা.) খলীফা হয়ে এ কাজ অব্যাহত রাখেন। 'উমর (রা.) খলীফা হয়ে এ কাজের গতি আরো বেড়ে যায়। রাষ্ট্রীয় খরচে মুবাল্লিগগণকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ইসলাম প্রচার করা হতো। হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর মৃত্যুর পর উমাইয়া বংশের শাসক আল-ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহণ

২৩২. *রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি* প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২
২৩৩. *উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১৭

Dhaka University Institutional Repository

করার পর এই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ সবচেয়ে বেশী আসেন। সে সময়েই ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ব্যাপকভাবে এ দেশে ছড়িয়ে পড়ে।[২৩৪]

আরব বণিকদের মাধমে

আরব জাতি মূলত ব্যবসায়ী জাতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে তাদের ভ্রমণ কাহিনী জানা যায়। আরবীয়দের এতদ্‌ঞ্চলে আসার বহুবিধ কারণও ছিল। প্রথমত : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মরুবাসী আরবের লোকেরা জীবিকার তাগিদেই ব্যবসায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত : ব্যবসায়িক কিংবা ভ্রমণের জন্য নৌবহর ছাড়া অন্য কোন সহজলভ্য পন্থা ছিল না। আর নৌবহর নিয়ে ভারত-বাংলায় প্রবেশ করা সহজ ছিল। তৃতীয়ত : ভারত রত্নময় ভূখণ্ড বলে প্রবাদ আছে। এই উপমহাদেশের ধন-রত্ন, খাদ্য সামগ্রী, শৌখিন বাসন-কোসন, রেশমী পোশাক, হাতির দাঁত ইত্যাদির প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। চতুর্থত : আরবদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য হলেও মরুর বিষণ্ন আবহাওয়ার চেয়ে ভারত-বাংলার প্রাকৃতিক আবহাওয়া ছিল সুশীতল ও আরামদায়ক। ফলে ব্যবসা ও মনোরম পরিবেশে ভ্রমণ দু'রকম সুবিধা তাদের আকর্ষণ করত। ব্যবসায়িক ও মানবিক দিক দিয়ে (রাজন্যবর্গ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ব্যতীত) ভারতীয় অধিকাংশ মানুষের আচার-ব্যবহার, লেনদেন অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চাঙ্গের ছিল। পঞ্চমত : নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই প্রবেশ করতে পারত। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালি পাড়ায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিরাট সমুদ্র বন্দরের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে সমুদ্র বন্দর এবং রংপুর, দিনাজপুর ও ঢাকা এলাকায়ও বিরাটকায় নদী বন্দরের বহু নিদর্শনের ইতিহাস জানা যায়। এসব কারণে আরব বণিকরা আসলেও দীন প্রচার ও প্রসারের কাজে তাঁরা অবদান রাখেন।[২৩৫]

ইসলামের বিজয় অভিযানের মাধ্যমে

উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের রাজা ছিলেন দাহির। তাঁর শাসনামলে সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দরের নিকট জলদস্যুদের দ্বারা মুসলিমদের আটটি বাণিজ্যিক জাহাজ লুণ্ঠিত হয় এবং যাত্রীদেরকে বন্দি করে চরম নির্যাতন চালানো হয়। এ খবর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ এর কাছে পৌঁছলে বন্দীদেরকে মুক্তি ও লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া এবং জলদস্যুদের শাস্তি দেয়ার জন্য রাজা দাহিরের কাছে পত্র পাঠান। রাজা দাহির এতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ ইব্‌ন

২৩৪. মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১), পৃ.৩০

২৩৫. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ.৯০

Dhaka University Institutional Repository

কাসিমের নেতৃত্বে ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্র বাহিনী দিয়ে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হিন্দুরা প্রাণপণ লড়াই করেও ব্যর্থ হয়। রাজা দাহির এ যুদ্ধে নিহত হন। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে মুসলিম মুজাহিদগণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ও এর বিস্তার করার লক্ষ্যে আরো সামরিক অভিযান চালাতে থাকেন।[২৩৬]

হযরত 'উমার (রা.) এর খিলাফতকালে বাংলায় ইসলাম

ড. হাসান জামান এর মতে, "হযরত 'উমার (রা.) এর শাসনামলে কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের নেতা ছিলেন **হযরত মামুন** ও **হযরত মুহায়মিন**। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন **হযরত হামিদ উদ্দিন**, **হযরত মুর্তাজা**, **হযরত আবদুল্লাহ** ও **হযরত আবু তালিব**। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা বই-কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এদেশের চলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্পসংখ্যক সত্যিকার মুসলিম তৈরী করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা গ্রামে বসবাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করতেন। তাঁদের বলা হতো 'আবিদ। তাঁরা বিভিন্নস্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেন।[২৩৭]

সাহাবী আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এর আগমন

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে যে আরবরা বন্দর স্থাপন ও বসতি গড়েছেন, তাঁদের কাছে তাঁদের পিতৃভূমি আরবে ইসলামের নবীর আবির্ভাবের মতো সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে এসে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়নি। রাসূল (সা.) এর আবির্ভাব এবং তাঁর দীনে হকের আওয়াজ লোকের মুখেমুখে বাইরেও প্রচার হয়েছিল।

ইসলাম এক ব্যাপক প্রচারমুখী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রত্যেক অনুসারীই একেকজন মুবাল্লিগ বা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করবেন, এটা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবীকে রাসূল (সা.) হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করতো। এখানকার বাজারে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিনিময় হতো। রাসূল (সা.) এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটিকে খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আরও তিনজন সাহাবী এবং বেশ কিছুসংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ পূর্ব দিককার সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথটি ধরে ইসলাম প্রচারকগণের একটি দল বের হয়ে পড়েছিলেন আর তাঁদের

২৩৬. *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

২৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমেই আমাদের এ উপমহাদেশের প্রতিটি উপকূলীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ও আরব উপনিবেশ থেকে শুরু করে সুদূর চীনের ক্যান পর্যন্ত ইসলামের বাণী রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশাতেই পৌঁছে গিয়েছিল বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে।[২৩৮]

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন, "হাবশায় হিজরত হয়েছে নবুয়্যাতের পঞ্চম সালে। সপ্তম সালেই হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্রাট নাজ্জাসীর দেয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী হযরত কায়েস ইব্ন হুযাফা (রা.), হযরত ওরওয়াহ ইব্ন আছাছা (রা.) এবং হযরত আবূ কায়স ইব্নুল হারেস (রা.)। রিজাল এর প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে উপরোক্ত চারজন সাহাবীরই নাম পাওয়া যায়। তাঁরা যে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এ তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু হাবশা থেকে তাঁরা মক্কা বা মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন কি না, কিংবা তাঁদের মৃত্যু কোথায় হয়েছে, এ সম্পর্কে কোন তথ্য সে সব কিতাবে নেই। চীন অভিযানকারী দলের নেতা ছিলেন হযরত আবূ ওযাক্কাস মালিক ইব্ন ওহাইব ইব্ন আবদে মানাফ। হযরত আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন রাসূল (সা.) এর মাতা হযরত আমিনার আপন চাচাত ভাই। সে হিসেবে তিনি রাসূল (সা.) এর মামা ছিলেন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যেসব তথ্যসূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রাসূল (সা.) এর মাতুল। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটাং মাসজিদটি এখনও সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলিমদের প্রিয় যিয়ারতের স্থান রূপে পরিচিত হয়ে আছে। অন্য দু'জন সাহাবী উপকূলীয় ফু-কীন প্রদেশের চুয়ানচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর সমাহিত রয়েছেন।

হযরত আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে এই সাহাবীগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্যান্টন যাওয়ার পথে বাংলাদেশেও অবস্থান করেছিলেন। হিজ্‌রী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবাদন মারওয়াযীর বয়ান মুতাবিক হযরত আবূ ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন ওহাইব (রা.) নবুয়্যাতের পঞ্চম সনে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সপ্তম সনে তিনজন সাহাবী এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি সমুদ্রগামী জাহাজযোগে চীনের পথে বের হয়ে যান চীনা মুসলিমদের বই-পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত আবূ ওয়াক্কাসের (রা.) জামাত ৬২৬ সালে চীনে পৌঁছেছিলেন এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এই নয় বছর সময়-সীমার মধ্যেই

২৩৮. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বাণী ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে। এসব তথ্যের আলোকে বলা যায়:

ক. বাংলাদেশে ইসলাম স্থলপথে নয় সমুদ্রপথে এসেছে।

খ. রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় এখানে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ. বাংলাদেশে সাহাবীগণের আগমন হয়েছে এবং তাঁরা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী রেখে গেছেন।

ঘ. অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা-এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলিমগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেননা হযরত আবূ ওয়াক্কাসের (রা.) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।[২৩৯]

উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের যুগে দা'ওয়াতী কার্যক্রম

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে ভারতীয় শাসক ও পণ্ডিতদের সাথে আরব মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগের কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। উমাইয়া খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) (শাসনকাল ৭১৭-৭২০ ঈসায়ী) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম কবুল করার দা'ওয়াত দিয়ে বহু সংখ্যক পত্র লিখেন। পত্র যোগাযোগের ফলে ব্রাহ্মণবাদের রাজা জয়সিংহ ইসলাম কবুল করেন। তখনকার বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক লিখেছেন যে, সে সময় চট্টগ্রাম এলাকায় মুসলিম আমীর বা সুলতানের অধীনে একটি ক্ষুদ্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আব্বাসীয় শাসনামলে ভারতের সাথে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ড. মুহাম্মদ যাকী লিখেছে:

With the coming of the Abbasids to power (750 A.D) the centre of gravity shifted from Damascus to Baghdad which stood on the Bank of the Tigris. The proximity of the Abbasid capital gave a new turn to the commercial activities of the Arabs. They penetrated into the South and established munerous colonies there. The unprecedented literary activity under the Abbasid caliphs and the establishment of Baitul Hikmah produced vast literature on religious and secular sciences. Large number of Greek works and Indian classics of science and other subjects were transladed into Arabic. Through these

২৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

translations and cultural contacts between Baghdad and India, the Arabs became familier with the life and thought of the Indian people.[240]

ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলিমগণ বিচারকের আসন লাভ করেছেন। এসব ভারতীয় শাসক আরবদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে নয় শতকের আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেছেন। তাঁদের শাসনে আরবরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁদের উদারনীতির জন্য তাঁদেরকে 'আরবপন্থী মহান ভারতীয় শাসক' রূপে উল্লেখ করেছেন।[২৪১]

দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে মাসজিদ নির্মাণ

বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু নিদর্শন এ যাবত অনাবিষ্কৃত ছিল। সম্প্রতি লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজ্‌রীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মুহাম্মাদ (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যাবধানে এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিকের এই মাসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীন নিদর্শন। 'মজদের আড়া' নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশ ঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মাসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত $6'' \times 6'' \times 1\frac{1}{4}$ আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলিতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালিমা তাইয়্যেবাসহ 'হিজ্‌রী ৬৯ সন' লিখা আছে। এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থেও একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায়, যা মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এ স্থানটি থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরের প্রায় দশ গজ উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও এক হাজার গজ প্রস্থ একটি গড় ছিল বলে জানা যায়। এই গড়টিকে এখন আবাদি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের নাম 'মজদের আড়া' আসলে 'মসজিদের আড়া'র অপভ্রংশ বলে মনে হয়। আড়া মানে ঘাঁটি। এ মাসজিদকে ঘাঁটি করে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিত হয়েছিল। এই স্থান থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে ফকিরের তকেয়া নামে একটি জায়গা এবং মুস্তবীর হাট নামে একটি হাট রয়েছে। এই মুস্তবীর হাট মস্ত পীর কিংবা ইসলাম প্রচারক কোন মস্ত বীরের নামে হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

এসব নিদর্শন থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্যের মাধ্যমে শুধু ৬৯ হিজ্‌রীর মাসজিদ নয়, ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আবিষ্কৃত হতে পারে। মাসজিদটি ৬৯ হিজ্‌রীর বলে স্বীকৃতি লাভ করলে তার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত উপনীত

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮
২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া যাবে যে, এ মাসজিদ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল এবং মুসলিম জনপদও গড়ে উঠেছিল। এমনি ধরনের মুসলিম জনপদ এবং তাদের দীনী কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সে সময় মাসজিদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।[২৪২]

বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনুর রশীদের আমলে (৭৮৬-৮০৯) একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ মুদ্রা সে যুগের বাংলায় স্থলপথে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে। আট, নয় ও দশ শতকে নৌপথে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থলপথে নওগার পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করেছিল।

আরব বণিকদের আগমনকালে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চল গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল। চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ের মধ্যে তখন সংক্ষিপ্ত নদীপথ ছিল। পনেরো শতকের গোড়ার দিকেও সে সংক্ষিপ্ত নদীপথ বিদ্যমান ছিল। এ পথেই চীনা পর্যটক মাহুয়ান চট্টগ্রাম থেকে নৌকাযোগে রাজধানী সোনারগাঁওয়ে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের দরবারে হাযির হয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের যুগে পদ্মা নদী রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী শহরের পাশে) দিয়ে চলন বিলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার গতিপথে প্রবাহিত হতো। তারপর এ নদী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিরিঙ্গি বাজারের কাছে মেঘনায় গিয়ে পড়তো। বুড়িগঙ্গা নাম গঙ্গার সে পুরনো গতিপথটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এ নদী ধীরে ধীরে অনেক দক্ষিণে সরে যায়। ষোল শতকের ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে ঈসা খাঁর শাসনাধীন সোনারগাঁও সফর করে লিখেছেন যে, তিনি সোনারগাঁও থেকে আঠারো মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে গঙ্গা নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পেগু গমন করেন। প্রাচীনকালের নদী পথে যোগাযোগের এ সুব্যবস্থা ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।[২৪৩]

বাংলায় ইসলামী দা'ওয়াতের অগ্রপথিক

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে বাংলা কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না। কোন শক্তিশালী রাজাও এ এলাকায় ছিল না। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্তি ছিল। এ অবস্থার মধ্যেই এখানে মুসলিমদের স্বশাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে। সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর রাজশক্তির কোন রকম পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচারকগণ এ জনপদে কাজ করেন। প্রচারকগণের ত্যাগ ও কুরবানীর মধ্য দিয়ে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। এ বিস্তীর্ণ সময়ের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য 'আলিম, সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম, মৃত্যু

২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬ ও ৮৯
২৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

Dhaka University Institutional Repository

৮৭৯ ঈসায়ী), সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, মৃত্যু ১০৪৭), শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), শাহ্ মাখদুম রূপোস (রাজশাহী, মৃত্যু ১১৮৪) প্রমুখের নাম জানা যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেকার ক'জন ইসলাম প্রচারকের কথা উল্লেখ করে বলেন: "অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে আরব দেশ থেকে এসে বঙ্গপসাগরের তীরে নামেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হন। অনেকর মতে, শেখ আব্বাস ইব্ন হামজাহ নিশাপুরী এই ঢাকাতেই ইসলাম প্রচার করতে করতে ২৮৮ হিজ্‌রী/৯০০ ঈসায়ী সনে ইন্তিকাল করেন। সোজা কথায়, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিন শত বছর পূর্বেই ঢাকায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এই দশম শতাব্দিতে ঢাকায় আরো যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে হযরত শেখ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৩৪১ হি./৯৫২ ঈসায়ী), হযরত শেখ ইসমা'ঈল ইব্ন নযন্দ নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৬৬ হি./৯৭৫ ঈসায়ী), প্রমুখ রয়েছেন।[২৪৪]

মুসলিম শাসনামলে ইসলামী দা'ওয়াত

মুসলিম শাসনের পূর্বে ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘ কাল যাবত বিভিন্ন শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। বিশেষ করে গরীব ও নিচু শ্রেণীর মানুষের কোন অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। এ ছাড়াও যুদ্ধ-বিবাদ ছিল তৎকালীন সমাজের প্রাত্যহিক চিত্র। গোত্র শাসন থাকায় নিচু শ্রেণীর লোকদেরকে কেবল দাসত্বের জীবন যাপন করতে হতো। এমনই এক পরিবেশ পরিস্থিতিতে আরবে মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামের দা'ওয়াতী মিশন শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ দা'ওয়াত মক্কা মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও অল্প সময়েই তা আরব সীমানা পেরিয়ে চলে যায় আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায়। মুহাম্মাদ (সা.) এর ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার পর প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে 'আলিম-'উলামা ও ইসলামের দা'ঈগণ কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া জনগণের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন। সে দা'ওয়াতী ভিত্তির ওপরই ১২০৩ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এ দেশের জনগণ ইসলাম প্রচারকদেরকে পেয়েছিলেন তাঁদের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায়। ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের প্রত্যাশা ও সংগ্রামের মাঝে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি জনগণের সমর্থন ও সহমর্মিতার দৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। এ দেশের জনগণ মুসলিম বিজয়ী বখতিয়ার খিলজীকে একজন বহিরাগত যালিম শাসক হিসেবে দেখেনি বরং তাঁকে পেয়েছে একজন মুক্তিদূত হিসেবে। জনগণের এ বিশ্বাসের ভিত্তি গড়েছিলেন ইসলাম প্রচারকগণ। তাঁদের আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা, লেন-দেন, ত্যাগ, ধৈর্য, পরোপকারিতা ইত্যাদির কারণে জনগণের মাঝে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিশ্বাস জন্মেছিল। বখতিয়ার

২৪৪. মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার, *বাংলাদেশে ইসলাম* (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ জুলাই, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

খিলজীর বিজয়ের ফলে লখনৌতিকে কেন্দ্র করে এ দেশীয় নওমুসলিম ও বহিরাগত মুসলিমদের সমন্বয়ে বাংলায় প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার এ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা উত্তরে বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই মুসলিম শাসকরা খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন, এমন সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজে যদি ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা না হয় তাহলে মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। তাই শাসকদের সহায়তায় বিভিন্ন স্থানে মাসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৪৫]

মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচারের কলা-কৌশল

পূর্ব থেকে চলে আসা ইসলামের দা'ওয়াত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর নতুন উদ্যমে শুরু হয়। এ যাবৎকাল রাষ্ট্রের কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। জনগণের সহায়তা ও দা'ঈগণের কুরবানীর মাধ্যমেই চলেছে এই মহান কাজ। কিন্তু মুসলিমরা ক্ষমতায় এলে এ কাজের গতি-পরিধি বেড়ে যায়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায় ইসলামী দা'ওয়াতের অমীয় বাণী। মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর সে সময়ের দা'ঈগণ যে সকল পদ্ধতিতে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে

মুসলিমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ জয় করার পর বিজিত দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দিতেন। বাংলাদেশেও বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসক ও 'উলামা সম্প্রদায় শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দেন। প্রথম মুসলিম বিজয়ী মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করে প্রত্যেক শহরে মাসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাংলার অধিকাংশ মানুষই ছিল অমুসলিম। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অমুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মুসলিম শাসন স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে তিনি সকল ধর্মের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা গড়ে তুলেন। শুধু রাজধানীতেই এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি বরং এর বাইরেও এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর সময়ে মুসলিম 'আলিমদের বেতন-ভাতা দেয়া হতো।

মুসলিম আমলের প্রাচীনতম মাদ্‌রাসার অন্যতম হলো মাহিসুনে তাকী-উদ-দীন আরবীর মাদ্‌রাসা। মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর তাঁর অধিনস্থ একজন আমীর মুহাম্মাদ শিরন খিলজী দিল্লীর সৈন্যদের সংগে মুকাবিলা করে ব্যর্থ হয়ে মাহিসুন-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং

২৪৫. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪) পৃ.৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ঐ সময় থেকেই মাহিসুন মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা নামে একজন 'আলিম সোনারগাঁও-এ আসেন। ইসলামি শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে তিনি সেখানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে এতবড় মাদ্‌রাসা বাংলার কোথাও স্থাপিত হয়নি। বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁওয়ে আসতে থাকে। অচিরেই সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এ সময় বহু স্থান থেকে বহু খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদও সোনারগাঁওয়ে সমবেত হয়েছিলেন। এ হিসেবে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্‌কে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর পূর্বে মাহিসুনে মাওলানা তাকী-উদ-দীন আরাবী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তা এতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। সোনারগাঁওয়ের তৎকালীন এ শিক্ষাকেন্দ্র বাংলার মুসলিম সমাজের 'আকীদা-বিশ্বাস সংশোধনে ও কুর'আন-হাদীস অনুযায়ী যথার্থ ইসলামী সামাজ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।[২৪৬]

৬৯৮ হিজ্‌রীতে হুগলী জেলায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজী নাসির নামের এক ব্যক্তি এ মাদ্‌রাসার অর্থায়ন করতেন। ৮৩৫ হিজ্‌রীতে সুলতানগঞ্জে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক নির্মিত হয় একটি মাসজিদ। এখানে যদিও মাসজিদ নির্মাণের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কিন্তু শিলালিপির ভাষায় মনে হয় মসজিদের সঙ্গে মাদ্‌রাসাও সংযুক্ত ছিল। মাসজিদ সংক্রান্ত কুর'আনের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা সংক্রান্ত রাসূল (সা.) এর হাদীসও শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে।[২৪৭]

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৬৬ ঈসায়ী) ও আওরঙ্গজেব (১৬৬৬-১৭০৭ ঈসায়ী) ইসলামী শিক্ষা প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর বড় মাসজিদ এবং এর সংলগ্ন একটি বড় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আওরঙ্গজেব অধিকাংশ মসজিদের সাথে মাক্‌তাব-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাক্‌তাব ছিল তখনকার মুসলিম শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তর। চার বছর বয়স থেকে ছেলে-মেয়েদের মক্তবে শিক্ষা দেয়া হতো। দৈনন্দিন জীবনের দু'আ, কালিমাসহ কুর'আন সহীহ-শুদ্ধ করে পড়া এমনকি মুখস্থও করানো হতো এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মাক্‌তাবের পাশাপাশি ইসলামের উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসাও চালু ছিল। মাদ্‌রাসার পাঠ্য বিষয় এক ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মাদ্‌রাসার ছাত্ররা বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে নিতে পারতো। তবে কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র বিষয়গুলো প্রায় সব মাদ্‌রাসায় পড়ানো হতো।[২৪৮]

---

২৪৬. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৪৭. আবদুল করীম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ২২২ ও ২২৬

২৪৮.*বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেকটি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাশাপাশি ছিল মাক্তাবের ব্যবস্থা। মুসলিম শিশুদের এসব মাক্তাবে কুর'আনের সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত শিখানোর পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, লেন-দেনের আদব-কায়দা শিখানো হতো।

রাজনীতিবিদ ও শাসকদের সহায়তায় ইসলাম প্রচার

মদীনার ইসলামী খিলাফতের অবলুপ্তির প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন শুরু হয়। সে সময় মদীনায় সরকার ব্যাবস্থায় খিলাফত পদ্ধতি না থাকলেও রাষ্ট্রের সকল কাজে কুর'আন ও সুন্নাহ্কে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হতো। বাংলাদেশেও মুসলিম শাসনামলে খিলাফতে রাশিদীনের অনুসৃত মৌলিক শাসনতান্ত্রিক ধারাকে কার্যকর করা হয়েছিল। তা হচ্ছে, কুর'আন ও সুন্নাহ্র বিধানই আইনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। দেশের একজন সাধারণ লোক থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবার ওপর আইনের অবাধ রাজত্ব চলবে। ইনসাফের ব্যাপারে কারোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সাথে ইসলামের 'ইবাদত সমূহ সঠিক ভাবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রের শাসকদের সাথে ধর্ম প্রচারকগণও একসাথে কাজ করতেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত প্রতিষ্ঠা, পুরুষদের জন্য মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করা, রমযান মাসে সাওম পালন করা ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি ছিল। ইসলাম প্রচারকগণ শুধু ইসলাম প্রচার করেই চুপ করে বসে থাকতেন না বরং রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতেন। জমিদারদের এলাকায় জনগণকে যুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে মুসলিম শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনীর সাথে একযোগে কাজ করতেন। তাঁদের অংশগ্রহণের ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরাজেয় নৈতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি হতো। ইসলাম প্রচারক 'উলামারা মুসলিম শাসকগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিতেন। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ 'আলিম শায়খ আলাউল হক ইলিয়াস শাহী শাসকদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্কে সতর্ক করে চিঠি লিখেছিলেন মাওলানা মুজাফফর শামন বলখী। তাঁদের সে সতর্কবাণী রাজনৈতিক দূরদর্শিতামূলক ছিল। সে সতর্কবাণী অনুযায়ী যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হতো না। রাজা গণেশের মুকাবিলায় নূর কুত্ব-উল-আলম ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকই ঐক্যবদ্ধ সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলিম রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেছিলেন।[২৪৯]

২৪৯. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন: "ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশদের খানকাহগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত : এ খানকাহগুলি ছিল ইসলামের মুক্তিবাণী প্রচারের কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত : এ খানকাহগুলি ছিল নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্র। তৃতীয়ত : প্রতিটি খানকার সাথে লঙ্গরখানা চালু ছিল। খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলি দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। এসব খানকাহর মাধ্যমে দুঃখী সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের আশা-আকাংখার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিল।"[২৫০]

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের কার্যক্রম

এই বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর অনেক 'উলামা ও ইসলামের দা'ঈগণ জনগণের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন। প্রথম দিকের দা'ঈগণ সাধারণত আরব দেশ সমূহ থেকে এসে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে তাঁদের হাতে গড়া এ এলাকার মানুষই ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে যে সকল ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, **শাহ তুর্কান শহীদ**। তিনি উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় এসেছিলেন। করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুরে তাঁর সমাধি দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে **মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী** বর্তমান রাজশাহী জেলায় এসেছিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা ও উচ্চ স্তরের ইসলামী শাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১২৬০ সালে **শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্** দিল্লীতে আসেন। তিনি ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। দিল্লীতে ইসলাম প্রচার কাজ শুরু করার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চর্তুদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১২৮০ সালের দিকে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীনের পরামর্শে ইসলাম প্রচার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে চলে আসেন। সেখানে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে দীন প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। সিলেট এলাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হলেন **হযরত শাহ্ জালাল (রহ.)**। শায়খ বুরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলিম সিলেটে বাস করতেন। পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু কুরবানী দেন। এ খবর জানতে পেরে সেখানকার রাজা গৌর গোবিন্দ গরু হত্যার শাস্তি স্বরূপ শায়খ বুরহানুদ্দীনের ডান হাত কেটে দেয় এবং তাঁর সেই পুত্র সন্তানকে হত্যা করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) ৩৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে রাজা গৌর গোবিন্দের রাজ্যে আক্রমণ করেন। রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সিলেটর বাইরে মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, আসাম, মেঘালয় সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। নোয়াখালী

২৫০. *বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার একজন প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হলেন **সাইয়্যেদ হাফিজ মাওলানা আহ্মাদ তান্নুরী (রহ.)**। তিনি বড় পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আজাল্ল (রহ.)। হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমনের (১২৫৮ সাল) পর ইরাকের অনেক 'আলিম-'উলামা ইরান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে চলে আসেন। মাওলানা আজাল্ল (রহ.) নানা স্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে চলে আসেন। সে সময়ে তাঁর ঘরে জন্ম নেন সাইয়িদ হাফিজ মাওলানা আহমাদ তান্নুরী (রহ.)। যৌবন বয়সে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি দিল্লী থেকে নোয়াখালীতে চলে আসেন। এ এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ও তাঁর দলবল ইসলাম প্রচারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। **শায়খ বদরুল ইসলাম** গৌড়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ছিলেন। গৌড় অঞ্চলে ইসলামের শিক্ষা প্রচারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামের শিক্ষা প্রচারের অপরাধে রাজা গণেশ তাঁকে অনেক নির্যাতন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতই নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা একজন বীর মুজাহিদ ছিলেন যে, রাজা গণেশের যুল্ম-নির্যাতন উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে রাজা গণেশ ক্রোধান্ধ হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে হত্যা করে এবং তাঁর অনেক সাথীকে নদীতে ডুবিয়ে মারে। গৌড়ের সুলতান মাহমূদ শাহ্‌ের আমলে (১৪৩৭-১৪৫৯) **খান জাহান আলী (রহ.)** যশোহর এলাকায় আসেন। এখানকার একটি অতি পরিচিত নগরী হলো বারোবাজার। এ এলাকায় এসে তিনি একটি মাসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ এলাকাটি হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিল। হযরত খান জাহান আলী (রহ.) এর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার ব্যাবহারে মুগ্ধ হয়ে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেন। মুসলিমদের নামানুসারে কিছু গ্রামের নামকরণ করেন। তাঁর কয়েকজন ভক্ত এ এলাকায় থেকে ইসলাম প্রচারের কাজ করতে থাকেন। যশোহর থেকে তিনি চলে যান খুলনা জেলার বাগেরহাটে। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ্ তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। একটি রাজ্যের সেনাপতি হয়েও জনগণের সামনে তিনি নিজেকে একজন যথার্থ মুসলিম হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং জনগণের সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। জনগণের হিতার্থে তিনি এলাকায় বহু রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, দীঘি খনন, মাসজিদ নির্মাণ এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। জনগণ তাঁর আচার-ব্যবহারে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, অনেক অমুসলিমকে নতুন করে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার প্রয়োজন হয়নি, মানুষ দলে দলে আসত এবং তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করত।[২৫১]

২৫১. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের বিপর্যস্ত যুগ

হিন্দু ব্রাহ্মণদের তৎপরতা ও মুসলিম শাসকদের উদাসিনতা

মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে শাসকদের সহায়তায় 'আলিমগণ যেভাবে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসার করতে পেরেছিলেন, তিনশত বছরের মাথায় এসে তার গতিধারা অনেকটাই থমকে গিয়েছিল। পনের শতকের শুরুতে গণেশের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে হিন্দু ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মের কৃষ্টি-কালচার প্রচার ও প্রসারে তৎপর হয়ে ওঠে। সে ব্যাপারে মুসলিম শাসকগণ সজাগ ছিলেন না। এরই মাঝে উচ্চ হিন্দুরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে। ফলে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতি প্রচার করা সহজ হয়। হিন্দু পণ্ডিত ও হিন্দু কবিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বাংলাভাষায় অনুবাদ করে। এ পটভূমিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। ১৫০০ সালের দিকে নদীয়ায় হিন্দুদের মাঝে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলিমদের নানা অত্যাচারের কাহিনী রটানো হয়েছিল।

মোঘল আমলে বাদশাহ আকবরের বিভ্রান্ত চিন্তা বাংলায় পৌঁছে গিয়েছিল। ১৫৪২ সালে আকবর দিল্লীর সম্রাট হন। রাজ্যে হিন্দুদের প্রভাব বেশী থাকায় হিন্দুদেরকে তাঁর দরবারে গুরুত্ব দেন। তাঁর প্রিয় আদর্শবাক্য হলো- "সকলের সহিত শান্তি।" ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইনফ্যালিবল ডিক্রি দ্বারা তিনি নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করেছিলেন। এই বিষয়ে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর এ্যাক্ট অফ্ সুপ্রিম্যাসির সাথে আকবরের ঘোষণার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ঘোষণার দ্বারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকবর নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তিনি 'ইমাম-ই-'আদিল' খিতাব গ্রহণ করে ফতেহ্পুরের প্রধান ইমামকে অপসারিত করে নিজেই এই মসজিদের ধর্মগুরুর আসন গ্রহণ করে নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন। এই অভ্রান্ত ও সর্বময় কর্তৃত্ব ঘোষণার ফলে গোঁড়া ধর্মপন্থীগণ চরম আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরস্পর ধর্ম-বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর করার উদ্দেশ্যে আকবর ১৫৮২ সালে 'দীনে-ইলাহী' নামে এক নতুন ধর্মের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা মুসলিম সমাজের 'উলামারা ও জনসাধারণ ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি।[২৫২]

আকবরের 'দীন-এ-ইলাহী' ব্যর্থ হলেও তাঁর ইসলাম বিরোধী চিন্তার অনিষ্টকর প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ের শাসকরা এ মতে বিশ্বাসী না হলেও ইসলামের মূল বিশ্বাসের দিকে জনগণকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল। আকবরের এ নতুন ধর্মনীতি সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব বলেন: "আজকের যুগের মুসলিম সমাজের সেক্যুলার

২৫২. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ.২৬৬-২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ও নাস্তিকদের সাথে এর বেশ মিল আছে। তারা অন্য সব ধর্মকে তবু কিছুটা বরদাশ্‌ত করতে পারে কিন্তু ইসলামকে মোটেই নয়।"[২৫৩]

সূফীবাদীদের হামলা

রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মের নামেও চলতে থাকে ইসলাম ধর্মে আঘাত। আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির নামে তাস্‌উফের জন্ম হয়। প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ, বেদান্তবাদ ইত্যাদি দর্শন থেকে এ সকল সূফীবাদের জন্ম হয়। ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবস্থায় এ তাসাউফকে পুরোপুরি সংযুক্ত করে নেয়া হয়েছিল। তারিকত ও হাকীকতকে ইসলামী শারী'আত থেকে আলাদা করে তাদেরকে শারী'আতের অমুখাপেক্ষী করা হয়েছিল। বাতিন ও যাহির ইত্যাদি পরিভাষা তৈরি করে ইসলামের সহজ সরল জীবন ধারাকে কঠিন করে ফেলেছিল। এ ছাড়াও অহ্‌দাতুল ওজুদ বা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী ইত্যাদি দর্শনে ইসলামের মৌলিক 'আকীদায় সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক ফাটল ধরেছিল। তৎকালীন মুসলিমদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাহমূদ শালতূত বলেন: "অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত মুসলিমদের মধ্যেও একটি ভ্রান্ত চিন্তা অনুপ্রবেশ করেছিল যে, রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যকার এমন একদল বান্দাও রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্‌ ইহজগত পরিচালনার দায়িত্ব দান করেছেন। তাঁদেরকে মানুষের দু'আয় সাড়া দেবার যোগ্যতা দান করেছেন। সকল সৃষ্টিকে তাঁদের প্রতি মুখাপেক্ষী করে এবং বিপদের সময় তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়ার অধিকার দিয়ে সকলের উপর তাঁদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। সকল মানুষের সমাধি থেকে তাঁদের সমাধির উপরে গম্বুজ নির্মাণ করা, মোমবাতি জ্বালানো, বরকত অর্জনের জন্য তাঁদের কবরের উপর হাত বুলানো, পর্দা টানানো ইত্যাদির মাধ্যমে-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ ছাড়াও তাঁদের উদ্দেশ্যে মানত করা যায় এবং যাবতীয় ধরনের হাদিয়া তুহফা তাঁদের নিকট পেশ করা যায়। এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা ও কর্ম সাধারণ মুসলিমদের মাঝেও বিস্তৃতি লাভ করে।"[২৫৪]

বৃটিশদের আগমন ও তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসিমের ভারত অভিযানের মধ্যদিয়ে মুসলিমগণ রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে এই উপমহাদেশে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করেন। চৌদ্দ শতক পর্যন্ত উপমহাদেশে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করার সাহস কেউ পায়নি। ১৪৯৮ সালের ২০ মে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোদাগামা ভারতে আসেন। ভাস্কোদাগামার ভারত সফর এ উপমহাদেশের মুসলিম শাসন অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে সময়ের

২৫৩. *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২৫৪. *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ২৬৪; ড. মুহাম্মদ মযযাম্মিল আলী, *শিরক কী ও কেন?* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ.২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী হিন্দুরা তাঁকে আশ্রয় দেয়। তবে আরব বণিক ও মুসলিমদের বিরোধিতার ফলে ভাস্কোদাগামা তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হন।

ভাস্কোদাগামার আবিষ্কৃত জলপথ ধরে পর্তুগীজ বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আসতে শুরু করেন। ১৫১০ সালে তারা সর্বপ্রথম গোয়াতে কুঠি স্থাপন করে এবং ১৫১৬ সালে তা বাংলায় স্থানান্তর করে। কলকাতা, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে তারা তাদের ব্যবসার বিস্তার ঘটায়। এখান থেকে তারা রেশমী কাপড়, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, বাদাম ইত্যাদি রপ্তানি করত।

পর্তুগীজদের সমুদ্র বাণিজ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। ১৫৯১ সালে জন মিনডেন হলো ভারতে এসে সাত বছর অবস্থান করে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে। সাত বছর পর লন্ডনে ফিরে গিয়ে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরেন। ফলে ১৬০০ সালে রানী প্রথম এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে ২১৮ জনের একটি দল ভারত সফরে আসেন। তারাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন একটি কোম্পানী। যা ইতিহাসে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। ইংরেজ বণিকরা এ অঞ্চলে আসার পর শুধু বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের কার্যক্রমের বিস্তার ঘটায়। মুসলিম শাসন ও ইসলামের বিরুদ্ধে তারা বিভিন্নভাবে নানামুখী ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ব্যবসার অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৬৮২ সালে উইলিয়াম হেজেজ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট নিযুক্ত হন। এরপর থেকেই কর প্রদানে কারচুপি, বাণিজ্যিক শর্ত লঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, এমনকি হুগলিতে দূর্গ নির্মাণ, অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। ১৬৮৬ সালে সৈন্য বোঝাই জাহাজ নিয়ে আসে। ১৭০০ সালে ইংল্যান্ডের তদানিন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে কলিকাতায় পোর্ট উইলিয়াম দূর্গ প্রতিষ্ঠিত করে। আঠার শতকের শুরুতে ইংরেজরা এ দেশের হিন্দু প্রভাবশালী বণিকদের সাথে সম্পর্ক গড়তে থাকে। ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মাঝে বোঝাপড়া হয়। ১৭৩৬ সাল থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় ৫২ জন স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়। এভাবে ইঙ্গ-হিন্দু মৈত্রী গঠন করে মুসলিম শাসন অবসানের ছক তৈরি করে।[২৫৫]

২৫৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা* (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৮). পৃ. ৩৯-৪১; দেওবন্দ আন্দোলন, ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসনামলে ইসলামী দা'ওয়াত

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দা'ওয়াতী কার্যক্রম

বাদশাহ্ আওরঙজেবের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে ১৭০৩ সালে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দিল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ আবদুর রহীম ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আলিম। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমার (রা.) এর বংশধর।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় বার বছর যাবত শিক্ষকতা করেন। বার বছর পর আরবে গমন করে সেখানে বড় বড় 'উলামাদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটান। সে সময়েই তিনি ইজ্তিহাদ করার মত যোগ্যতা অর্জন করেন। 'আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.) বলেন: "ইব্ন রুশ্দ (রহ.) ও ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যার (রহ.) পর মুসলিম জগতের যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তাকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.)। দীর্ঘকাল যাবত কুর'আন-হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা-মদীনা সফরের ফলে লব্ধ প্রেরণাই তাঁকে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার জন্যে সচেষ্ট করে তুলেছিল।"[২৫৬]

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুসলিম ভারতে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল তা মুসলিমদের শাসন ধূলিস্যাৎ করে দেয় এবং বণিক বেশে আগত ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পথ খুলে দেয়। এসব ঘটনা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.) এর চোখের সামনেই হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুসলিমদের এ অধঃপতনের প্রধান কারণ হলো তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় পদস্খলন। একদিকে ইংরেজদের নানামুখী ষড়যন্ত্র অপর দিকে তাসাউফপন্থী সূফীদের আত্মশুদ্ধির নামে শির্ক-বিদ'আতের চর্চা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্কে ভাবিয়ে তোলে। তিনি লোকচরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম শুধু দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের বহু ছাত্রও তাঁর এ মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করার জন্য যান। উপমহাদেশে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম মুসলিম শাসক, সৈনিক, 'আলিম, ব্যবসায়ী, সাধারণ মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদত, শিক্ষা, চরিত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সহ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিশ্রিত সকল প্রকার যাহিলিয়্যাতের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে ইসলামের মূল গ্রন্থ আল-কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধির জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও মুসলিমদের মধ্যে মাযহাবী বিরোধ মিটানোর কর্মপন্থাও দেখিয়ে দেন। এসব বিষয়ে তাঁর লিখা 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্', 'ইযলাতুল খিফা' সহ বিভিন্ন গ্রন্থ মুসলিমদের পথ নির্দেশনা দেয়। ১৭৬২ সালে এ মহান মনীষী

২৫৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫), পৃ. ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী, শাহ্ রফীউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদির, শাহ্ আবদুল গণী সহ অসংখ্য ছাত্র তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।[২৫৭]

ফারায়েজি আন্দোলন

বৃটিশ শাসনামলে এই বাংলায় যে সকল মনীষী ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে হাজী মুহাম্মাদ শরিয়তুল্লাহ্ (রহ.) অন্যতম। তিনি ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি হাজ্জ করার জন্য মক্কায় যান এবং ১৮১৮ সালে ফিরে আসেন। মক্কায় থাকাকালে আরবের বড় বড় 'উলামাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত মুসলিমরা অনেক বিধর্মী আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বাংলার অনেক মুসলিম তাদের প্রাক্তন ধর্মীয় পদ্ধতি ও দেবদেবীদের প্রতি আকর্ষণ অব্যাহত রাখে। তাদের কেউ কেউ স্বর্পদেবী মনসা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণা রায় এবং বসন্তদেবী শীতলার পূজাকে নব নব রূপায়নে বাস্তবে পরিণত করে। কোন কোন মুসলিমের মাঝে শিবের পূজাও পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রধান কারণ হলো জনসাধারণের অনেকাংশের মধ্যে উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পর হাজী শরিয়তুল্লাহ্ই (রহ.) প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলিমদের মাঝে এই আত্মোপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন যে, তারা সত্যিকারের ইসলামী বিশ্বাস ও এর নিয়ম-কানূন থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলি মুসলিমদের মাঝে আলোকবর্তিকা ও আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করে। তাঁর উদ্ভাবিত সংস্কার আন্দোলনকে 'ফারায়েজি আন্দোলন' বলা হয়।

'ফারায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফারায়িজ' শব্দ থেকে এসেছে। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো ফারিজাহ্। এর অর্থ হলো: 'অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।' সেই সময়ে এ শব্দ দ্বারা এমন এক আন্দোলনকে বুঝানো হতো যারা ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাসূল (সা.) এর নীতিকেই কেবল অনুসরণ করার এবং অন্য সকল নীতিকে পরিহার করার কথা বলত। অবশ্য তাঁরা ইসলামের পাঁচটি বিধান তথা কালিমা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলার মুসলিমরা বিভিন্ন স্থানীয় আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ইসলামের এসব মৌলিক বিধানের দিকে কোন গুরুত্ব দিত না। তাই হাজী শরিয়তুল্লাহ্ (রহ.) ও তাঁর সাথীরা মুসলিদেরকে এসব বিষয়ে কুর'আন ও হাদীস ভিত্তিক শিক্ষা দিতেন। তাওহীদের প্রতি তাদের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। শুধু বিশ্বাস করাই তাওহীদের মূল দাবী নয় বরং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগই এর প্রকৃত দাবী। ফলে এমন কোন আচার

২৫৭. *বাংলাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪২-২৪৪; *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান যা তাওহীদকে সামান্যভাবেও প্রভাবিত করে, তারা তার বিরুদ্ধে সচেতন ছিলেন। যে সব আচার-অনুষ্ঠানের কথা কুর'আন ও হাদীসে নেই সে সব আচার-অনুষ্ঠানকে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ (রহ.) শির্ক ও বিদ'আত বলে প্রত্যাখ্যান করেন। 'আকীকা, বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, মৃত্যু উপলক্ষে তিন দিনা, চল্লিশা, মৃত্যু বার্ষিকী, কবরে পুষ্প অর্পন, ফাতিহাখানি, কুলখানি, কবরকে কেন্দ্র করে মাজার তৈরী, কবর উঁচু করা ইত্যাদি বিষয়কে শির্ক অথবা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করতেন।

পীর-মুরীদদের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। তাঁর অনুসারীদেরকে তিনি তা বর্জন করতে বলতেন। তাঁর দৃষ্টিতে পীরদের হাতে বাই'আত করার অর্থ হলো তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এর পরিবর্তে তিনি শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক এবং প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব দেন।

১৮৪০ সালে ৫৯ বছর বয়সে হাজী শরিয়তুল্লাহ্ (রহ.) তাঁর নিজ গ্রাম শ্যামায়েলে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মোহসেনুদ্দীন ওরফে দুদমিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তেমন পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল আরো বেশী। তাঁকে এ আন্দোলনের যৌথ প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়ে থাকে। দুদুমিয়া নেতৃত্ব নেয়ার পর পিতার শুরু করা দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জমিদার ও বৃটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করেন।[২৫৮]

তিতুমীরের দা'ওয়াত ও জিহাদী আন্দোলন

বৃটিশ শাসনামলে বাংলার মুসলিমদের মাঝে ইসলামী দা'ওয়াতের আসল স্বরূপ ও জিহাদী আন্দোলনে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে সাইয়্যেদ মীর নিছার আলী তিতুমীর (রহ.) অন্যতম। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত আলী (রা.) এর বংশধর। তাঁরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব দেশ হতে বঙ্গদেশে আসেন। তিনি ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগনা জিলার বশীরহাট মহকুমার চাঁদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই স্থানীয় মাদ্রাসায় কুর'আনের হাফিয হন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ছাত্র জীবনে শরীর চর্চার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৮২২ সালে হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে মাওলানা সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিতুমীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও তিনি সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদ (রহ.) এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে তিনি নিজ এলাকায় ফিরে আসেন এবং মুসলিমদেরকে ইসলামের সঠিক 'আকীদা-বিশ্বাসের দিকে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। বিশেষ করে হিন্দুয়ানী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যা মুসলিমরাও হিন্দুদের সাথে দীর্ঘ দিন যাবত পালন করে আসছিল, তার বিরোধিতা করেন। তিতুমীরের (রহ.) দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডের ফলে সাধারণ মুসলিমরা দলে দলে তাঁর কাছে আসতে

২৫৮. *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। এরই মাঝে স্থানীয় হিন্দু জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলিমদের দাড়ি, মাসজিদ ও ইসলামী নামের উপর কর আরোপ করে। তিতুমীর (রহ.) এর বিরোধিতা করেন। এ ছাড়াও তিতুমীর (রহ.) মুসলিমদেরকে তাদের ঈমান ও 'আম্‌ল হিফাযতের জন্য একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এতে তাঁর অনুসারীরা উৎসাহিত হন এবং জিহাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ লক্ষ্যে কলকাতার অদূরে নারিকেলবাড়িয়ায় একটি মজবুত বাঁশের কিল্লা স্থাপন করেন। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপর জিলার বেশ কিছু জমিদারকে পরাস্ত করে তিনি তাদের জমিদারী দখল করেন এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন। মিসকীন খাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও গোলাম মাসুদ খাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হিন্দু জমিদাররা পরাস্ত হয়ে ইংরেজদের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। পরিশেষে ইংরেজ লর্ড বেন্টিঙ্ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট এর নেতৃত্বে একশত ঘোড়সওয়ার সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সৈন্য ও দুইটি কামানসহ তিতুমীরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুসলিম মুজাহিদগণের উপর আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলায় মুজাহিদগণ টিকতে পারলেন না। ইংরেজ বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কিল্লাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তিতুমীর সহ অনেক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।[২৫৯]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও 'উলামাদের উপর নির্যাতন

১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের গভর্নর জেনারেল ছিলেন ভাইকাউন্ট ক্যানিং। তাঁর সময়ে ঘটে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যাকে ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো দেশব্যাপী জনগণের প্রথম বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন; যার সূচনা হয়েছিল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.) ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র (রহ.) ফারায়েজি সংস্কার আন্দোলনের মাধমে। ঐতিহাসিকগণ এ বিদ্রোহের দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতের সমস্ত প্রদেশকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নেয়া। দ্বিতীয় : চর্বিযুক্ত কার্তুজের প্রচলন। এ কার্তুজ রাইফেলে ভরার পূর্বে দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো হতো। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের সিপাহীদের ধর্ম নষ্ট করে তাদেরকে সহজে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস থেকে এ চর্বিযুক্ত কার্তুজের উদ্ভাবন। মিরাটের ৩নং রেজিমেন্টের ৮৫ জন সিপাহীকে উক্ত চর্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকার করায় কোর্টমার্শাল করা হয়। এই ৮৫ জন সিপাহীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা এতই নির্মম ও হৃদয়বিদারক যে এতে সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রবল হয়ে উঠে এবং সে সময় তারা সাময়িকভাবে তোপ

২৫৯. *দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১২, পৃ. ৪৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ও বন্দুকের সম্মুখে নীরব থাকলেও পরে সকলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে বদ্ধপরিকর হয়।[২৬০]

১৮৫৭ সালের যুদ্ধের প্রাক্কালে সরকার কর্তৃক অস্থিমিশ্রিত ময়দা, চিনি, লবণ সরবরাহ এবং পানির কূপে শূকর ও গাভীর চর্বি ছিটিয়ে দেয়ার খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এসব কিছুর প্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ।

এ বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের জন্য একটি বড় আঘাত। এ কারণে কেন এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল এবং কারা এতে উস্কানি দিল এ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার কোম্পানির কাছে রিপোর্ট চাইলে ড. উইলিয়াম লিওর রিপোর্ট দিলেন যে, "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মূলতঃ মুসলিমদের আন্দোলন, আর তার নেতৃত্ব দিয়েছেন 'আলিম সমাজ। সুতরাং এ বিদ্রোহ নির্মূল করতে হলে মুসলিমদের জিহাদী চেতনাকে দমন করতে হবে। আর এ চেতনার মূল বাহক হলো মুসলিম 'আলিম-'উলামা। তাদের নির্মূলের মাধ্যমেই এ কাজ সম্ভব।"[২৬১]

এ রিপোর্টের ভিত্তিতে ইংরেজরা নতুন করে মুসলিম 'উলামাদের উপর যুল্‌ম নির্যাতন শুরু করে। হাজার হাজার 'আলিম-'উলামাকে হত্যা করা হয়্। তাঁদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাংলা, আসাম, আন্দামান, দিল্লী, মিরাট, কাশ্মীর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকে 'আলিম-'উলামা নিধনের মহোৎসব। এর সাথে সাথে চলতে থাকে মাদ্‌রাসা ও মসজিদে ধ্বংসযজ্ঞ। ফলে 'আলিম-'উলামাদের রাজনীতি ও দ্বীন প্রচারের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।[২৬২]

---

২৬০. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক খাঁ, *সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক* (ঢাকা : ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪ হতে মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, দিলওয়ার হোসেন কর্তৃক সংগ্রহ ও সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ. ৭

২৬১. *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫

২৬২. প্রগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াত এর নতুন কর্ম-কৌশল

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর বৃটিশরা খুব ভালভাবে বুঝতে পারে তাদের শাসন ব্যবস্থার এক নম্বর শত্রু হলো মুসলিমগণ, বিশেষত 'উলামা শ্রেণী। সে জন্য মুসলিম 'উলামাদের উপর শুরু হয় অবর্ণনীয় নির্যাতন। ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসার প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম 'উলামারা ইসলামের দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য নতুন নতুন কিছু কর্ম-কৌশল গ্রহণ করেন। ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষে তৎকালীন বিজ্ঞ 'উলামাদের গৃহিত পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে কুর'আন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান প্রচারের কোন বিকল্প নেই। রাসূল (সা.) এর যুগে আধুনিক মাদ্‌রাসার মত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও মাসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনের শেষের দিকে ও বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে মুসলিমদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তদস্থলে চাপিয়ে দেয়া বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হতে শুরু করে মুসলিম সমাজ। ফলে ভবিষ্যত বংশধরেরা বিভ্রান্ত হয়ে হারাতে পারে হিদায়াতের পথ এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দখল করে নিতে পারে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান। অপর দিকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন যারা, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী চেতনা বিলাতেন যে 'আলিম সমাজ ইংরেজদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে তাঁদের অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। ফলে নেতৃত্বের জন্য আত্মসচেতন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হয় তীব্রভাবে। এমতাবস্থায দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের পর আপাতত সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত ও দ্বীনী চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বীনী শিক্ষা সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় মাদ্‌রাসাসমূহ। বৃটিশ শাসনামলে যে সব মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে শিয়ালদা রেল স্টেশনের নিকট একটি ভাড়া বাড়িতে এ মাদ্‌রাসার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। মাদ্‌রাসাটি যদিও বৃটিশদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু মাদ্‌রাসার সিলেবাসটি মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে হওয়ার দরুন এখানকার ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আদর্শের বিস্তার ঘটে। তৎকালীন সময়ের একজন অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন মাওলানা মাজদুদ্দীন। তাঁকে এ মাদ্‌রাসার সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি এ মাদ্‌রাসায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

ক. ছরফ : এ বিষয়ের জন্য বইগুলো : ছিল মিযান মুনশায়িব, ছরফেমীর, ফসূলে আকবরী।

খ. নাহু : এ বিষয়ের জন্য বইগুলো ছিল : নাহুমীর, শরহে মিয়াতে 'আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জা'মী।

গ. মানতিক : এ বিষয়ের জন্য বইগুলো ছিল : ছুগরা, কুবরা, তাহযীব, শরহে তাহযীব ও ছুলূমুল 'উলূম।

ঘ. হিকমাহ্ বা বিজ্ঞান : এ বিষয়ের জন্য বইগুলো হলো : মায়জুবী, ছুগরা ও শামছে বাজিগা।

ঙ. হিসাব বা অংক : এ বিষয়ের জন্য বইগুলো হলো : খুলাসাতুল হিসাব, তাহরিকে আকলিদাস।

চ. বালাগাত : এ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত বই হলো : মুখতাছারুল মা'আনী।

ছ. ফিক্‌হ : শরহে্ বিকায়াহ ও হিদায়াহ্।

জ. উছূলে ফিক্‌হ : নূরুল আন্‌ওয়ার, তাওজিহ ও তালবীহ।

ঝ. কালাম : শরহে্ 'আকায়িদ-ই নাছাফী, শরহে্ 'আকায়িদ-ই জালালী।

ঞ. তাফসীর : তাফসীর জালালাইন ও বায়জাবী।

ট. হাদীস : মিশকাত।[২৬৩]

দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা

১৮৬৬ সালের ৩০ মে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর জিলার দেওবন্দ নামক বস্তিতে একটি মাসজিদ প্রাঙ্গনে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের উপর বৃটিশদের যুল্‌ম-নির্যাতন যখন তুঙ্গে তখন কিছু সংখ্যক 'উলামা রাজনৈতিক অঙ্গন ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের প্রসার করার লক্ষ্যে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল 'উলামা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : মাওলানা যুলফিকার আলী, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা কাসিম নানুতুবী, মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী, হাজী আবিদ হুসাইন, মাওলানা রফী উদ্দীন প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। সিলেবাসের ক্ষেত্রে তদানীন্তন ভারতে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার যে কয়টি ধারা প্রচলিত ছিল, সেগুলোর সমন্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে একটি নতুন ধাঁচের শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা

২৬৩. *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসাশিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.) এর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ মাদ্‌রাসার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

ক. ইসলামের গভীর জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্যে কুর'আন ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খ. ভোগবাদ বা বস্তুবাদ বিবর্জিত শিক্ষা ব্যাবস্থা।

গ. সরকারের অনুদান মুক্ত প্রতিষ্ঠান। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদানের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় এবং অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

ঘ. পঠিত ও অর্জিত বিষয়ের উপর 'আমল করার ব্যাপারে নিয়মিত তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ দান করা হয় এবং 'আমল-আখলাকের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে মাদ্‌রাসার সুনাম সারা ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মুসলিম ছাড়াও তৎকালীন বাংলা, বিহার, কাশ্মীর, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দীন শিক্ষার তাগিদে অসংখ্য ছাত্র এ মাদ্‌রাসায় এসে ভর্তি হয়। বাংলার মানুষ অনেক আগ থেকেই ধর্মের প্রতি দূর্বল হওয়ার কারণে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সুনাম শুনে নিজের সন্তানদেরকে 'আলিম বানানোর মনোবাসনা নিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলার মুসলিম সমাজের ধর্মপ্রাণ মানুষের সাথে এ মাদ্‌রাসার হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে।

দারুল 'উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা (হাটহাজারী মাদ্‌রাসা)

চট্রগামের বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত বৈলতলী গ্রাম নিবাসী শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (১৮৫০-১৯০৫ ঈসায়ী) দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা শেষ করে নিজ এলাকায় ফিরে আসেন। এখানকার মানুষের মাঝে ধর্মের নামে কুসংস্কার তথা শির্ক ও বিদ'আতের অবস্থা দেখে তিনি এ এলাকায় ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেন। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম তাঁর দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডে সাড়া দেয়। তম্মধ্যে চট্টগ্রামস্থ 'সরকারী মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা' (বর্তমানে হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন কলেজ) এর একজন কৃতি ছাত্র আব্দুল হামীদ (১৮৬৯-১৯২০ ঈসায়ী) ও ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর নিবাসী সূফী আজীজুর রহমান (১৮৬২-১৯২২ ঈসায়ী) ছিলেন অন্যতম। তাঁরা দেশে প্রচলিত শির্ক-বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করতেন। তাঁরা হাটহাজরী থানার খন্দকিয়া ও বোয়ালখালী থানার খরনদ্বীপ ইত্যাদি গ্রামসমূহে শুদ্ধভাবে কুর'আন শিখাতেন এবং এর পাশাপাশি ইসলামের বুনিয়াদী মাস'আলা-মাসায়িল শিক্ষা দিতেন। এমন সময়ে তাঁরা ভারতের কানপুর জামি'উল 'উলূম মাদ্‌রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত, হাটহাজারী থানার চারিয়া মৌজার কাজী পাড়া নিবাসী মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ কুরাইশী (১৮৬৮-১৯৪২

Dhaka University Institutional Repository

ঈসায়ী) এর সন্ধান লাভ করেন। শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ, শায়খ আব্দুল হামীদ এবং শায়খ আজীজুর রহমানের সক্রিয় সহযোগিতায় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর পরামর্শে শায়খ হাবীবুল্লাহ্ কুরাইশী (রহ.) ১৮৯৬ সালে হাটহাজারী সদর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে চারিয়া নামক গ্রামে 'মাদ্‌রাসা মুঈনুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে গ্রামের কোমলমতি শিশুদেরকেই শিক্ষা দেয়া হতো। এর দুই বছর পর সূফী আজীজুর রহমান ও শায়খ আব্দুল হামীদ এর পরামর্শে ১৮৯৮ সালে চারিয়া গ্রাম থেকে মাদ্‌রাসাটি স্থানান্তরিত করে হাটহাজারী বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীনতম ফকীর মসজিদের (স্থাপিত ১৪৭৩ ঈসায়ী) পাশে পুনঃস্থানান্তর করা হয়। মাদ্‌রাসার একটি স্থায়ী আবাসনের জন্য জমির প্রয়োজন ছিল। মাদ্‌রাসার দীনি শিক্ষা কার্যক্রম আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য সে সময়ের প্রসিদ্ধ দাতা জনাব গোলবদন জমাদারের স্ত্রী-পুত্রগণ এগিয়ে আসেন। তাঁদের দানকৃত জমিতে ৬০ হাত লম্বা ও ২০ হাত চওড়া বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাউনি দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯০৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যাবলি হলো :

১. ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করা।
২. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্‌র পূর্ণ অনুসরণ ও বিদ'আতকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা।
৩. ইসলামের পূর্ণরূপ পুনর্জাগরণের জন্য এক দল কাফিলা তৈরি করা। যারা ব্যক্তিগত জীবনে মুহাম্মাদ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করবে এবং এ আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবে।
৪. আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা অনুসরণ, মুজাদ্দিদ আলফি সানী (রহ.), শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) এর চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করে দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার মত বিশ্বময় এ মাদ্‌রাসার শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া।

মূলনীতিসমূহ

শায়খ কাসিম নানুতুবী (রহ.) দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকালে মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য আটটি মূলনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। হাটহাজারী মাদ্‌রাসাটি দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার উত্তরসূরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ আটটি মূলনীতি গ্রহণ করে। মূলনীতি আটটি হলো:

১. মাদ্‌রাসার শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং হিতাকাঙ্খীদেরকে মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য যথাসম্ভব চাঁদা আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতে হবে।
২. মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরকে ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে থাকা-খাওয়ার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাদ্‌রাসার পরিচালনা পরিষদকে এর উন্নতি, অগ্রগতি ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। কারো ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গোড়ামী করা যাবে না। যথাসম্ভব মুক্ত মনে পরামর্শ দিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসার শান্তি-শৃঙ্খলার বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখতে হবে। এরূপ মনোবৃত্তি রাখতে হবে যে, যদি অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হয়, তাহলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করে নেয়া হবে। আর মুহ্‌তামিম বা পরিচালকের জন্য পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদনীয় বিষয়সমূহে উপদেষ্টাগণের সাথে পরামর্শ করে নেয়া অবশ্যই 'জরুরী' বলে বিবেচিত হবে। তবে মুহ্‌তামিম নিয়মিত উপদেষ্টাগণের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত এমন কোন বিদগ্ধ 'আলিম থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন যিনি দীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য হিতাকাঙ্খী।

৪. মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তা-চেতনার অধিকারী হতে হবে। দুনিয়াদার 'আলিমদের ন্যায় ব্যক্তি স্বার্থ লাভ এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কারণ শিক্ষকদের মাঝে এ ধরনের আচরণ থাকলে তা মাদ্‌রাসার জন্য মোটেও কল্যাণকর হবে না।

৫. পরামর্শের ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

৬. স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতার শর্তে এমনিভাবেই চলতে থাকবে। স্থায়ী কোন আয়ের ব্যবস্থা হলে মহান আল্লাহ্‌র রহমতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তা গ্রহণ করতে হবে। আয়-আমদানী ও গৃহাদি নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায় উপকরণহীন অবস্থা বহাল রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সরকারের কোন মন্ত্রী অথবা বড় কোন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন কল্যাণ নয় বরং তা ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৮. যথাসম্ভব নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের থেকে চাঁদা গ্রহণ করতে হবে। যারা আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য দান করেন এবং দুনিয়ার কোন যশ্‌ বা সুখ্যাতি লাভের কোন আশা করেন না।[২৬৪]

এ সকল মাদ্‌রাসা ছাড়াও বৃটিশ শাসনামলে দীন প্রচারের স্বার্থে আরো অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

গাছবাড়ী জামি'উল 'উলূম কামিল মাদ্‌রাসা

হযরত শাহ্‌ জালাল (রহ.) এর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। ১৯০১ সালে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাওলানা আতাহার আলী (রহ.) এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন।[২৬৫]

---

২৬৪. তথ্যসূত্র, ইন্টারনেট

২৬৫. ড. আ. ই. ম. নেসার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রভাব ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, -২০০৫) পৃ.২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি সিলেট 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। 'আনজুমানে ইসলামিয়া' নামে একটি বেসরকারি সংগঠন এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার অনুকরণে এখানে ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়।[২৬৬]

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

উপমহাদেশের খ্যাতনামা 'আলিম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহ্‌মাদ ১৯১৫ সালে বর্তমান পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানায় এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্‌রাসাটি প্রথমে কুর'আন মাজীদ শিখানোর উদ্দেশ্যে ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা বা মাক্‌তাব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে মাদ্‌রাসাটি দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদ্‌রাসা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[২৬৭]

কারামাতিয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

নোয়াখালী জেলা শহরের অদূরে সোনাপুর নামক স্থানে ১৯২৫ সালে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারামত আলী জৌনপুরীর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আব্দুল হামিদ এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায়।[২৬৮]

সরকারি মুস্তাফাবীয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

সরকারী মুস্তাফাবীয়া 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, বগুড়া। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৫ সাল। তৎকালীন বগুড়ার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান দানবীর খান বাহাদুর হাফিজুর রহমান নিজের অর্থ ব্যয়ে এ মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৯]

তাবলীগ জামা'আতের দা'ওয়াতী আন্দোলন

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ১৩০৩ হিজ্‌রী মোতাবেক ১৮৮৫ সালে দিল্লীর নিকটস্থ কান্দালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিম ও 'আবিদ মাওলানা ইসমাইল (রহ.)। মাতা ছিলেন কুর'আনের হাফিযা বিবি সাফিয়্যা। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে শৈশবেই কুর'আন হিফ্‌য করেন। পিতা-মাতা দু'জনই 'আলিম হওয়ার কারণে খুব অল্প বয়সেই তাঁদের কাছে কুর'আন ও হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বার বছর বয়সে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 'আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌ মাওলানা রশীদ আহ্‌মাদ গাঙ্গুহীর সান্নিধ্যে আসেন এবং শারী'আতের জ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৩২৮ হিজ্‌রীতে পঁচিশ বছর বয়সে সাহারানপুর মাযাহিরুল 'উলূম মাদ্‌রাসার শিক্ষক হিসেবে

---

২৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯

২৬৭. ইন্টারনেট, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত 'আলিয়া মাদ্‌রাসা

২৬৮. *ইসলামী শিক্ষার প্রভাব ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮০

২৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ পান। শিক্ষাদান কার্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। আট বছর পর ১৩৩৬ হিজ্‌রীতে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দীনে একটি মাদ্‌রাসা ও মসজিদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৭০]

মাওলানা ইলিয়াসের (রহ.) তাবলীগী দা'ওয়াতের সূচনা হয়েছিল ভারতের মেওয়াত অঞ্চল থেকে। এ অঞ্চলের মনুষের মাঝে কুসংস্কৃতির প্রভাব ছিল বেশী। তিনি বুঝতে পারলেন, কুসংস্কৃতিগ্রস্ত জনগণকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি অতি অল্প সময়েই সেখানে ১০টি মাক্‌তাব প্রতিষ্ঠা করেন। এসব মাক্‌তাবেই মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর তাবলীগ জামা'আতের ভিত্তি রচনা করেন। এ মাক্‌তাবের খিদতম মাওলানার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছিল না। সাধারণ মানুষ দীনের পথে কীভাবে আসতে পারে সে বিষয়টি তিনি সবসময় ভাবতেন। ১৩৪৪ হিজ্‌রীতে তিনি মাওলানা খলীল আহ্‌মাদের সাথে হজ্জ করার উদ্দেশ্য মক্কায় যান। মক্কা ও মদীনায় থাকাকালে দীনের প্রচার-প্রসার নিয়ে 'আলিমদের সাথে মতবিনিময় করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাবলীগী গাশ্‌ত শুরু করেন। তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে বের হতেন, পথে-ঘাটে কোন মানুষ পেলেই তার কাছে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা কালিমা ও সালাতের তাবলীগ করতেন। ১৩৫১ হিজ্‌রীতে তিনি আবার হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। এ সময় তাঁর সফর সংগী ছিলেন মাওলানা ইহতিশামুল হাসান। হারাম শরীফে গিয়েও তাবলীগী আলোচনা চালাতে থাকেন। হজ্জের সফর থেকে ফিরে এসে মেওয়াতে একশত জনের একটি দল নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করেন। তাদেরকে ছোট ছোট বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। এ দলগুলো মেওয়াতের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষকে কালিমা, সালাত, আচার-আচরণ এবং জীবন যাপন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেন।[২৭১]

এই স্বেচ্ছাসেবী মুবাল্লিগণের আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে মেওয়াতের বিস্তৃত জনপদে ঈমানের সুবাতাস বইতে শুরু করল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো ইসলামের পথে আসতে থাকল। ব্যাপকভাবে দা'ওয়াত প্রচারের স্বার্থে সে এলাকায় আরো মাসজিদ, মাদ্‌রাসা ও মাক্‌তাব প্রতিষ্ঠা করা হলো। তাবলীগের এ ধারার গোড়াপত্তন করার পর তিনি এ পদ্ধতিটিকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবতে থাকেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৩৫৬ হিজ্‌রীতে আবার হাজ্জ করার এবং আরব বিশ্বে তাবলীগের এ ধারাটি তুলে ধরার জন্য সৌদীআরব গমন করেন। হজ্জের কাজ সম্পন্ন করার পর তিনি হাজী আব্দুল্লাহ্‌ দেহ্‌লভী, মাওলানা আবদুর রহমান মাযহার ও মাওলানা ইহতিশামুল হাসান সাহেবকে সংগে করে সৌদি রাজ দরবারে হাজীর হন।

---

২৭০. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬) পৃ. ৪৯-৫৬

২৭১. প্রাগুক্ত পৃ.৬৪-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সৌদি বাদশাহ্ আবদুল আযীয ইব্ন সৌদ (১৮৭৬-১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) এর সাথে দেখা করে তাবলীগের কর্ম-কৌশল ও হিন্দুস্তানের মেওয়াতে এর সফলতা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৩৫৭ হিজ্‌রীতে তিনি হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। মেওয়াতের বাইরে এ কাজ প্রসারের লক্ষ্যে দিল্লী চলে যান। 'উলামাদের সহায়তায় দিল্লীর মসজিদে মসজিদে এ কাজ শুরু করেন। দলে দলে ভাগ করে মানুষের কাছে গিয়ে কালিমার দা'ওয়াত দিতেন।[২৭২]

দিল্লীতে এ কাজ শুরু করার পর মাওলানা বুঝতে পারলেন, এ কাজে 'উলামাদের সম্পৃক্ততা না হলে সফলতা আসবে না। কারণ সাধারণ মানুষ দা'ওয়াত প্রচার কালে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সঠিক উত্তর দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও যে সব সাধারণ মানুষ এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন তাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধান দিতে হবে। এ কাজ 'উলামা ছাড়া সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে তিনি কিছু বড় বড় 'উলামাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। আবার ১৩৫৮/১৩৫৯ সালের দিকে কিছু পত্র-পত্রিকায় এ নতুন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিষয়টি 'উলামাদের মাঝে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। অনেকে তাঁর সাথে দেখা করে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং এর সাথে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[২৭৩]

মেওয়াতে প্রতি মাসে একবার তাবলীগী জালসা শুরু করা হয়। এ জালাসায় তাবলীগী জামা'আতের সাধারণ মানুষ, মাযাহিরুল 'উলূম মাদ্‌রাসা, দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা, দারুল 'উলূম নদওয়াতুল 'উলামা এবং দিল্লীর ফতেহ্‌পুর মাদ্‌রাসার অনেক 'আলিম অংশ নিতেন। মাওলানা ইলিয়াস নিজেই এ মাজলিসে ঈমান-'আমল, আদব-কায়দা ও তাবলীগের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বায়ান করতেন। ১৩৬০ হিজ্‌রীর ৮,৯,১০ যিলক্বাদ মুতাবিক ১৯৪১ সালের ২৮,২৯,৩০ নভেম্বরে গৌড়গানো জিলার নূহ অঞ্চলে এক বিরাট তাবলীগী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। মেওয়াত, দিল্লী, করাচী, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এ ইজতিমায় মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে তাবলীগ জামা'আতের কাজ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে মাওলানা আবদুল 'আযীয (রহ.) দিল্লী হতে একটি ছোট জামা'আতকে নিয়ে ঢাকার চকবাজারে আসেন এবং বড় কাটরা মসজিকে কেন্দ্রকরে তাবলীগের কাজ শুরু করেন।[২৭৪]

ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামাজিক সংগঠন

দীন প্রচারের জন্য সে সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

২৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯ ও ইন্টারনেট
২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-১০০ ও ইন্টারনেট

আঞ্জুমান-ই-ইসলাম

ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সচেতন করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি বিষয়ক নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলার মুসলিমদেরকে সচেতন করা। ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের জন্য এটিই ছিল প্রথম সংগঠন। ১৮৬৩ সালে আব্দুল লতিফ কর্তৃক মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে আঞ্জুমানের কার্যক্রম অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়ে।

আঞ্জুমান-ই-'উলামা-বাঙ্গালা

১৯১৩ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'উলামাদের এ সংগঠনটি। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার, ইসলামী শিক্ষার প্রসার, খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদের শত্রুতামূলক প্রচারের মুকাবিলা করে পুস্তক ও পত্র লিখা, পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান, মাওলানা আকরাম খাঁ, ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সংগঠনটির প্রচার মুখপাত্র ছিল "আল-এসলাম" (১৯১৫-১৯২১)।

আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম

মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুরাটের ইব্‌রাহীম মুহাম্মদ ডুপ্লের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৫ সালে কলিকাতায় আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে সামাজিক সচেতনতা পুনরুজ্জীবিত করা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার এস. কে. দাস রোড, গেণ্ডারিয়ায় আঞ্জুমানের একটি শাখা স্থাপন করা হয়। ১৯৫০ সালে এটি একটি স্বনির্ভর সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন এ. এফ. এম আব্দুল হক ফরিদী।

এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল:

১. মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
২. মুসলিমদেরকে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।
৩. সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
৪. ইয়াতীম, বিধবা, দরিদ্র, দূর্বল, অসমর্থ, দুর্দশাগ্রস্থ ও অসহায় লোকদেরকে সাধারণ নাগরিকদের সমপর্যায়ে উন্নীত করে সমাজের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় করে তুলতে সাহায্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নিরাশ্রয় মহিলা ও শিশুদের জন্য আশ্রয়, ভরণপোষণ ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

৬. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসা সহায়তা করা।

বর্তমানে দেশব্যাপী ২২ টি শাখার মাধ্যমে আঞ্জুমান জনহিতকর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।[২৭৫]

২৭৫. মুহিবুর রহমান লিটন, *বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকা : মাসুম বুক ডিপো ঢাকা, ২০০৮) পৃ.৫০-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর নতুনভাবে এ দেশ নিয়ে ভাবতে শুরু করে অনেকেই। 'আলিম-'উলামাও চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে এ দেশে আরো ব্যাপকভাবে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটে। কিভাবে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দা'ওয়াতের সনাতন পদ্ধতিগুলোর সাথে আরো নতুন নতুন কিছু পদ্ধতি সংযোগ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে যেভাবে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ চলছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হলো :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

রাসূলের যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। ভারতে মুসলিম শাসনামলে এটি অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। পরবর্তী বৃটিশ শাসনামলে এ ব্যবস্থা আরো অধুনিক হয়। সে সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসা, দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসাসহ আরো অনেক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[২৭৬] বৃটিশ শাসন শেষে পাকিস্তান শাসনামলেও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপাশি শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের ইসলামী স্কুল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা ব্যাবস্থাগুলোর একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো :

কাওমী মাদ্‌রাসা

দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত কাওমী মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত ও শিক্ষা প্রচার হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। এই মাদ্‌রাসা সমূহ কয়েকটি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে বেফাক হলো সবচেয়ে বড় বোর্ড। এই বোর্ডটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন হযরত মাওলানা আহ্‌মাদ শাফী। বর্তমানে বেফাক বোর্ডের অধীনে প্রায় ৩৫০০ মাদ্‌রাসা রয়েছে। হিজ্‌রী ১৪৪৩-১৪৩৫ শিক্ষাবর্ষে এই বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭০ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দেয়।[২৭৭]

বাংলাদেশের বড় বড় কাওমী মাদ্‌রাসার ক্লাসগুলো এগারটি ভাগে ভাগ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। ক্লাসগুলো হলো :

১. আলমারহালাতুল উলা মিনাল ইব্‌তিদায়্যিাহ : এই ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে রয়েছে তা'লীমুল ইসলাম, আদ্ দুরূসুল 'আরাবিয়্যাহ্ ইত্যাদি।

---

২৭৬. *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসাশিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৭৭. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, কাজলা, যাত্রাবাড়ী থেকে প্রকাশিত ৩৭তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট-২০১৪, পৃষ্ঠা-৬৯

২. আলমারহালাতুল ইব্তিদায়িয়্যাহ (খুসূসী) : তা'লীমুল ইসলাম, ইসলামী তাহ্যীব, তাইসূরুল মুবতাদী ইত্যাদি।

৩. আলমারহালাতুল ছানিয়াহ্ মিনাল ইব্তিদায়িয়্যাহ : তা'লীমুল ইসলাম, ইসলামী তাহ্যীব, তাইসূরুল মুবতাদী ইত্যাদি।

৪. আলমারহালাতুল ঊলা মিনাল মুতাওয়াস্সিতাহ : মিযান মুনশা'ঈব, সাফওয়াতুল মাসাদির, তারীখুল ইসলাম, আত-তারিকাতু ইলাল 'আরাবিয়্যা মা'আ বাকুরাতিল আদাব ইত্যাদি।

৫. আলমারহালাতুছ ছানিয়াহ্ মিনাল মুতাওয়াস্সিতাহ : নাহুমির, শারহু মিয়াতি 'আমিল, মালা বুদ্দা মিনহু, সীরাতু খাতামিল আম্বিয়া, রাওদাতুল আদাবি ইত্যাদি।

৬. আলমারহালাতুছ ছালিছাহ মিনাল মুতাওয়াস্সিতাহ : হিদায়েতুন্নাহু, কাফিয়াহ, কাসাসুন্নাবিয়ীন, নূরুল ইযাহ্, কুদুরী, তারজামাতুল কুর'আন ত্রিশ পারা, খিলাফাতে রাশিদার ইতিহাস ইত্যাদি।

৭. আলমারহালাতুর রাবিয়্যাহ মিনাল মুতাওয়াস্সিতাহ : উসূলশ্ শাশী, কাফিয়াহ, তারজামাতুল কুর'আন সূরা আর-রূম থেকে সূরা আত-তাহরীম, মুখতাসারুল কুদুরী, মিরকাত, দূরুসুল বালাগাহ্ ইত্যাদি।

৮. আলমারহালাতুল ছানুবিয়্যাহ আল-উলইয়া : মুকামাতুল হারিরিয়্যাহ্, নূরুল আনওয়ার, তারজামাতুল কুর'আন, শারহুল বিকায়াহ্, মুখতাসারুল মা'আনী, আত-তারীকাতু ইলাল ইনশা, সিরাজী ইত্যাদি।

৯. আলমারহালাতুল ঊলা মিনাল ফাদিলাহ্ : আত-তাফসীর লিলজালালাইন প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, হিদায়াহ্ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, আক্বীদাতুত তাহাবী, আল-ফাউযুল কাবীর, মুখতাসারুল মা'আনী, নূরুল আন্ওয়ার ইত্যাদি।

১০. আলমারহালাতুল ছানিয়াহ্ মিনাল ফাদিলাহ্ : হিদায়াহ্ প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড, আত-তাফসীর লিল-বায়যাবী, শারহুল 'আকা'ঈদ মা'আল ফারকিল বাতিলাহ্, মিশ্কাতুল মাসাবীহ্ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দেওবন্দ মাদ্রাসার ইতিহাস ইত্যাদি।

১১. মারহাতুত তাকমীল : আস-সাহীহ্ লিল-বুখারী প্রথম খণ্ড, আস-সাহীহ্ লিল-মুসলিম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, আল-জামি' লিত-তিরমিযী প্রথম খণ্ড, আস-সুনান লি-ইবন মাযাহ্, আস-সুনান লি-আবী দাঊদ, আশ-শামায়িলু লিত্-তিরমীযি, আস-সুনান লিন-নাসায়ী, শারহু মা'আনি আল-আছার।

মারহাতুত তাকমীল ক্লাসটিকে দাওরা হাদীসের ক্লাস বলা হয়। এই ক্লাস শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য আরো কয়েকটি ক্লাস রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) কিছমুল আদাবিল 'আরাবী : এই ক্লাসে আরবী ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ানো হয়।

খ) কিছমুল ইফতা : আত-তামরীন, আদ্-দুররুল মুখতার, আল-আশবাহু ওয়ান্নাযায়িরু, কাওয়া'ইদুল ফিক্হি মা'আল ইকতিসাদিল ইসলামী, শারহু 'উকূদি রাসমিল মুফতি, আসসিরাজী।[২৭৮]

'আলিয়া মাদ্রাসা

১৭৮০ সালে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সরকারী অর্থায়নে ধীরে ধীরে এ দেশে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭৯] BANBEIS এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ৯৪৩৮ টি এম.পি.ও এবং ৩টি সরকারী মাদ্রাসা আছে।[২৮০] ১৯৭৫ সালের জাতীয় কারিকুলাম কমিটির সংস্কার কার্যক্রমের ধারা অনুযায়ী ১৯৭৬ সালে নতুন সিলেবাসের প্রথম দাখিল পরীক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার অষ্টম শ্রেণীর মান পায়। ১৯৭৬ সালে 'আলিম পাশ ছাত্ররা সাধারণ ও বিজ্ঞান এ দুটি গ্রুপে পাস করে এস. এস. সি পাশের সমমান পায়। ১৯৮০ সালে ফাজিল পাশ ছাত্ররা এইচ. এস. সি পাশের সমমান পায় এবং মাদ্রাসার ছাত্ররা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি স্নাতক পড়ার সুযোগ পায়। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা সরাসরি মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। ১৯৭৯ সালে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করে। ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এস. এস. সি এবং ১৯৮৭ সালে 'আলিমকে এইচ. এস. সি শ্রেণীর মান দেয়া হয়।[২৮১]

'আলিয়া মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষার মত ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। এর পাশাপাশি ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসার করার লক্ষ্যে এখানে আরো যে সকল বিষয় রয়েছে তা হলো :

দাখিল : কুর'আন : সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে 'ইমরান, এ দুটি সূরার প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ, শানে নুযূল, শাব্দিক বিশ্লেষণ, আয়াতের ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণগত বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। **হাদীস** : মিশকাতুল মাসাবীহ্ (কিতাবুল আদাব), হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। **ফিক্হ্** : আল 'আকাইদ ওয়াল ফিকহ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর নির্ধারিত বই, **উসূলুল ফিক্হ্** : উসূলুস শাশী, **আরবী সাহিত্য** : আল-

২৭৮. আল-জামি'আ আল-মাদীনা বারিধারা, ঢাকা, মাদ্রাসার ১৪৩৫-১৪৩৬ হিজ্রীর শিক্ষাবর্ষের ক্লাস রুটিন থেকে নেয়া তথ্য অনুযায়ী

২৭৯. Wikipedia, the free encyclopedia

২৮০. Internet, Education Statistics-2012 (Source BANBEIS)

২৮১. Internet, From Wikipedia, the free encyclopedia

মুনতাখাবুল ‘আরাবী, **আরবী ব্যাকরণ** : হিদায়াতুন্নাহু ও **ইসলামের ইতিহাস** : মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী।[২৮২]

‘আলীম : কুর’আন : সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন্‘আম, সূরা আ‘রাফ, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা। এ ছয়টি সূরার অর্থ, শানে নুযূল, শাব্দিক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণগত বিষয় পড়ানো হয়। **হাদীস** : মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ‘ইল্‌ম ও কিতাবুত তাহারাত এবং কিতাবুস সালাত এই চারটি অধ্যায়ের হাদীসের অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং ব্যাকরণগত বিষয় পড়ানো হয়। **উসূলুল হাদীস** : মুফ্‌তী আমীমুল ইহ্‌সান (রহ.) রচিত মীযানুল আখবার, **ফিক্‌হ্** : শারহুল বিকায়াহ, **উসূলুল ফিক্‌হ্** : নূরুল আন্‌ওয়ার, **আরবী সাহিত্য** : আল-মুনতাখাবুল আরাবী, **আরবী ব্যাকরণ** : হিদায়াতুন নাহু।[২৮৩]

ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স ১ম বর্ষ :

তাফসীরুল কুর’আন : তাফসীরু জালালাইন : সূরা আন-নূর, সূরা ইয়াসীন, সূরা আল-ফাতাহ্, সূরা আল-হুজরাত, সূরা আর-রহমান এবং ৩০তম পারার সম্পূর্ণ তাফসীর। ‘উলূমুল কুর’আন : আত-তিব্‌ইয়ান ফি ‘উলূমিল কুর’আন, আল-কুর’আনের আলোকে ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, নারীর অধিকার, খিলাফত, সন্ত্রাস-মাদকাসক্তি, তাকওয়া, ইসলামি নেতৃত্ব, মানবাধিকার, প্রতিবেশীর হক।

আল-হাদীস ও ‘উসূলুল হাদীস : মিশকাতুল মাসাবীহ্ : কিতাবুয যাকাত, কিতাবুস সাওম, কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুল বুয়ূ‘ এবং কিতাবুন নিকাহ্। হিফযুল হাদীস : দা‘ওয়াত, জিহাদ, সবর, ইহসান, আখলাক, মানবাধিকার, সুদ, ঘুষ, আমানাত ও হিজাব। (প্রতিটি বিষয় থেকে ৫টি করে হাদীস মুখস্থ করতে হয়। উসূলুল হাদীস : উসূলুল হাদীস পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারা।

আল-‘আকা‘ঈদ আল-ইসলামিয়্যাহ : আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, তাওহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, শির্‌ক, কুফ্‌র, নিফাক, বিদ‘আত। রিসালাতের প্রতি ঈমান, মুহাম্মাদ (সা.) এর পরিচয়, মর্যাদা, মি‘রাজ ও অন্যান্য মু‘জিযা, তাঁর নবুওয়াতের সার্বজনীনতা, খাতমুন নুবুওয়্যাত, আনুগত্য, সাহাবা। কিতাব, মালাইকা, আখিরাত, কবরের ‘আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত, হাউয, শাফা‘আত, তাকদীর ইত্যাদি। ‘আকীদাগত বিভাজন এর কারণ প্রেক্ষাপট, আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের পরিচয়, এর ‘আকীদাহ্ বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ, তাদের মতাদর্শ ও ইতিহাস।

---

২৮২. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশিবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিলেবাস অনুযায়ী

২৮৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স ২য় বর্ষ :

আল-ফিক্হ : ক) হিদায়া : কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুল মুদারাবা, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ্, কিতাবুর রাহিন, কিতাবুল ওসায়া, কিতাবুল মুরাবাহা, কিতাবুর রিবা। খ) তারীখু 'ইলমিল ফিক্হ : 'ইলমুল ফিক্হের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাবাকাতুল ফুকাহা, বিশিষ্ট ফহীহ্ পরিচিতি : ফকীহ্ সাহাবীগণ, ফকীহ্ তাবিয়ী'গণ, ইমাম চতুষ্টয়, আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা।

কমিউনিকেটিভ 'আরবী : 'আরবীতে কথা বলা, বিশুদ্ধভাবে পড়া, শুনে বুঝা, লিখা, অনুবাদে পারদর্শিতা অর্জন, 'আরবি ব্যাকরণে পারঙ্গমতা অর্জন ইত্যাদি বিষয় এ কোর্সটিতে শিক্ষা দেয়া হয়।

ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স ৩য় বর্ষ :

Islamic Economics : Public Finance in Islam: Public revenue, its definition, Sources and expenditure, Baitulmal, Zakat, Taxes, fiscal policy, Role of Zakat in production, Islamic principle of taxation, Govt. expenditure and public debts, Budget of Islamic states. Social Welfare in Islam: Concept of social welfare, social security in Islam, role of individual, society and state, welfare maximization. Development: Conventional vs. Islamic Approach to development, Characteristics of developed, underdeveloped and developing countries, growth and development, vicious circle of poverty and development.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইমাম মাওয়ার্দী, ইমাম ইব্ন খালদুন, ইমাম আল-গাযালী ও ইমাম আল-ফারাবী (রহ.) এর রাজনৈতিক তত্ত্ব। (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ফাযিল (বি.এ) পাস কোর্স সিলেবাস)

কামিল : কামিল শ্রেণীটি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) কামিল এম.এ (আদাব)

এখানে যাহেলী যুগ, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ, উমাইয়া ও আব্বাসী এবং আধুনিক যুগের 'আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যসমূহ পড়ানো হয়।

২) কামিল এম.এ (ফিক্হ)

ক) ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (রহ.) এর শারহু মা'আনিল আছার বইয়ের কিতাবুন নিকাহ্, কিতাবুত তালাক, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর, কিতাবুল হুদুদ, কিতাবুস সিয়ার।

খ) **মুসলিম আইন :** বিবাহ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধান, মোহর, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের বংশ পরিচয়, জন্মের বৈধতা ও স্বীকৃতি, সম্পত্তির অভিভাবকত্ব, আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ।

Dhaka University Institutional Repository

গ) ইমাম ‘আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাযদাভী (রহ.) এর উসূলে বাযদাভী। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহমান (রহ.) এর

تسهيل الوصول الى علم الاصول من "مقدمة فى تعريف علم الاصول والفقه" الى "ذكر من ألف فى اصول من الحنيفة و غيرهم" ومن "المقصد الثانى :فى الاحكام" الى "المسألة الخامسة: جائز الترك ليس بواجب"

ঘ. **তাবাকাতুল ফুকাহা** : সাহাবা ও তাবি‘ঈগণের মধ্যে বিখ্যাত ফকীহগণ, চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ্গণের জীবনী ও অবদান, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত ফকীহগণ, উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ্গণ ও তাদের কর্ম।

ঙ. **ইসলামী বিচার ব্যবস্থা** : ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস, ইসলামে বিচারের গুরুত্ব ও মৌলিক শর্তাবলী ও আদবসমূহ, রীতি ও বিচার পদ্ধতি, বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

চ. **ইসলামী রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা** : ইসলামী রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা, শাসকের যোগ্যতা ও শাসক নির্বাচন পদ্ধতি, শাসক ও শাসিতের অধিকার , ইসলামী সংবিধানের রূপ-রেখা।

ছ. **ফতোয়া দেয়ার অধিকার, নিয়ম, শর্ত ও আদবসমূহ** : ফতোয়ার সংজ্ঞা, ফতোয়ার হুকুম, ফতোয়া দেয়ার অধিকার, ফতোয়া দেয়ার নিয়ম, ফতোয়া দেয়ার শর্ত ও আদবসমূহ, মুফতী ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য।

জ. **ফিকহুল ইকতিসাদ** : ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি, পরিধি, মূলনীতি, মৌলিক উপাদান (যাকাত, ‘উশ্র, খারাজ ও সাদাকাহ্), মালিকানা তত্ত্ব, ইসলামের দৃষ্টিতে কর, যাকাত ও কর ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য, সুদ ও মুনাফা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামী বীমার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমার তুলনামূলক আলোচনা।

৩) কামিল এম.এ (তাফসীর)

ক) ‘উলূমুল কুর’আন : কুর’আন মাজীদের পরিচয়, নাযিল পদ্ধতি, নাসিখ, মানসূখ, ‘আম, খাস, হাকীকাত, মাযায, কাসাসুল কুর’আন, কুর’আনের বৈজ্ঞানিক আয়াতসমূহ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। সহায়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. الزركشى : البرهان فى علوم القرأن

২. أبو بكر الباقلانى : اعجاز القرأن

৩. السيوطي : الاتقان في علوم القرأن

Dhaka University Institutional Repository

৪. مناع القطان	:	مباحث في علوم القرأن
৫. محمد حسين الذهبي	:	التفسير والمفسرون
৬. ابن حزم	:	كتاب الناسخ والمنسوخ
৭. أبوبكر الجصاص	:	أحكام القرأن

৮. ড. মরিস বুকাইলী : বাইবেল কুর'আন ও বিজ্ঞান

৯. মুফতী উবায়দুল্লাহ্ : কুর'আন সংকলনের ইতিহাস

১০. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান : কুর'আন পরিচিতি

খ) তাফসীর বির রিওয়ায়াত : আবুল ফিদা হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (রহ.) এর তাফসীরুল কুর'আনুল 'আযীম। সূরা ফাতিহা থেকে সূরা আন'আম পর্যন্ত। এর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রাখা হয়েছে ইমাম নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী (রহ.) এর আনওয়ারুত তানযীল ও আসরারুত তা'বীল, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগভী (রহ.) এর মু'আলিমুত তানযীল, ইমাম ইসমা'ঈল হাক্বী (রহ.) এর রুহুল বায়ান।

গ) আত-তাফসীরুল মা'আসীর (সফওয়াতুত তাফাসীর) : ইমাম মুহাম্মদ 'আলী আস-সাবূনী (রহ.) এর সফওতুত তাফাসীর। এর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রাখা হয়েছে ইমাম আবূ বাক্র আল-জাবির আল-জুজানী (রহ.) এর আয়সারুত তাফাসীর, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী (রহ.) এর রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আযীম ওয়াস্ সাব'উল মাছানী, মুফতী শফী (রহ.) এর তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন।

ঘ) ইমাম যামাখশারী (রহ.) এর তাফসীর আল-কাশ্শাফ (সূরা মার্ইয়াম থেকে সূরা ইয়াসীন)

ঙ) কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী (রহ.) এর তাফসীর আল-বায়যাবী (সূরা সাফ্ফাত থেকে সূরা নাস)

৪) কামিল এম.এ (হাদীস)

কামিল এম.এ হাদীস ১ম পর্বে রয়েছে সুনানু আবি দাউদ, জামি'উত-তিরমিযী, সুনানু ইব্ন মাযাহ্, শারহু মা'আনিয়িল আছার, আত-তারিখুল ইসলামী ও তারিখু ইলমিল হাদীস।

কামিল এম.এ হাদীস ২য় পর্বে রয়েছে আস-সহীহ লিল বুখারী, আস-সহীহ্ লিমুসলিম, সুনানুন-নাসাঈ ও উলূমুল হাদীস।[২৮৪]

২৮৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রকাশিত কামিল এম.এ এর সিলেবাস, ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় হলো উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী দা'ওয়াত ও শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসার করার লক্ষ্যে ২২ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রথম উপাচার্য ছিলেন ড. এ. এম. এন মুমতাজ উদ্দিন চৌধুরী। আল-কুর'আন, দা'ওয়াহ, এ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট এই চারটি বিভাগ নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এখানে Faculty of Theology and Islamic Studies নামে একটি অনুষদ আছে, যার অধীনে Department of Al-Quran and Islamic Studies, Department of Al-Hadith and Islamic Studies এবং Department of Dawah and Islamic Studies নামক তিনটি বিভাগ রয়েছে। Faculty of Law and Shariah নামক অনুষদে Department of Al-Fiqh ও Department of Law and Muslim Jurisprudence নামে দুটি বিভাগ রয়েছে। Faculty of Humanities and Social Sciences অনুষদে Department of Arabic Language and Literature ও Department of Islamic History and Culture নামে দুটি বিভাগ রয়েছে যেখানে ইসলামের চর্চা হয়ে থাকে।[২৮৫]

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

১৯৯৫ সালে 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগাং ট্রাস্ট' কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁটটি ফ্যাকাল্টি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো Faculty of Shari'ah & Islamic Studies এ ফ্যাকাল্টির অধীনে Qur'anic Sciences and Islamic Studies (QSIS) ও Da'wah and Islamic Studies (DIS) নামক দুইটি বিভাগ রয়েছে। এ ছাড়াও 'Faculty of Arts & Humanities' অনুষদে Arabic Language and Literature (ALL) নামক একটি বিভাগ রয়েছে।[২৮৬]

২৮৫. তথ্যসূত্র, ইন্টারনেট উইকিপিডিয়া

২৮৬. তথ্যসূত্র, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ইন্টারনেট উইকিপিডিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এখানে পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো Department of Islamic Studies. এই বিভাগে পনের জন শিক্ষক রয়েছেন। Public Administration and Islam, Islam and Science, Muslim Philosophy, Islamic Economic System, Islam in contemporary South Asia, Islamic Da'wah, Islamic Culture and Civilization, Man in the Qur'an and Sunnah ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে পড়ানো হয়।[২৮৭]

এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, পিপলস ইউনিভার্সিটি, শান্ত মারইয়াম ইউনিভার্সিটি, লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটসহ আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে পৃথক বিভাগ রয়েছে। যেখানে কুর'আন, হাদীসসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়।

তাবলীগ জামা'আত

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে ভূমিকা রাখছে তাদের মধ্যে তাবলীগ জামা'আত একটি। এটি একটি অরাজনৈতিক দল। দেশে অবস্থিত মাসজিদ গুলোই হলো এ দলের মারকায বা সেন্টার। এ দলের যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয় মাসজিদ থেকে। এ দলের সদস্যদের কোন পদ নেই। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের জন্য এরা এ কাজ করে না। নিজের উপার্জিত অর্থ খরচ করে, মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র তথা পরিবার-পরিজন ছেড়ে দিয়ে, নিজের সময় ব্যয় করে মানুষের দ্বারে দ্বারে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের কথা প্রচার করে। তাবলীগ জামা'আতের মারকায সমূহকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. বিশ্ব মারকায

খ. দেশের কেন্দ্রীয় মারকায

গ. জেলা মারকায

ঘ. থানা মারকায

ঙ. গ্রাম বা মহল্লা

২৮৭. তথ্যসূত্র, ব্যক্তিগত যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মারকায

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ সংগঠনের বিশ্বকেন্দ্র দক্ষিণ দিল্লীর নিযামুদ্দীনে অবস্থিত। এখান থেকেই আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ দেখাশুনা করা হয়। এ জামা'আতের কোন আমীর নেই। কেন্দ্রীয় শুরা কমিটি রয়েছে। সে শুরা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

দেশীয় কেন্দ্রীয় মারকায

বর্তমানে তাবলীগ জামা'আত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সকল দেশে এ সংগঠনটি আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের কাজ করছে। যে সকল দেশে এ সংগঠনটি কাজ করছে, তার প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় মারকায রয়েছে। এ মারকায থেকেই সে দেশের যাবতীয় কাজ তদারকী করা হয়। বাংলাদেশে ঢাকার কাকরাইলে এর মারকায অবস্থিত।

জেলা মারকায

প্রত্যেকটি জেলার শহরে একটি করে মারকায রয়েছে। এ মারকায থেকেই জেলার সমস্ত কার্যাবলী তদারকী করা হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রীয় মারকায বা কাকরাইলের সাথে সার্বিক যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জেলা শুরার সদস্যগণ এ মারকাযের দায়িত্বে থাকেন।

থানা মারকায

বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় একটি করে মারকায রয়েছে। এ মারকায থেকেই ঐ থানার সব কার্যাবলী তদারকী করা হয়। থানা মারকাযটি জেলা মারকাযের অধীনে। থানার শুরা সদস্যগণ এ মারকাযের দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রাম বা মহল্লা

গ্রামের প্রবীণ সাথীরা এখানকার দায়িত্ব পালন করেন। গ্রাম বা মহল্লার প্রতিটি মানুষকে চেনার কারণে তাদের এখানে কাজ করতে সহজ হয়। জেলা বা থানা থেকে গ্রামের কার্যাবলী তদারকী করা হয়।

দীন প্রচারের পদ্ধতি

তাবলীগ জামা'আত নিম্নোক্ত উপায়ে দীন প্রচার করে থাকে :

তা'লীম

'তা'লীম' আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো 'শিক্ষা বা শিক্ষা দেয়া'। তাবলীগ জামা'আতে তা'লীম বলতে ফাযায়িল-এ 'আমল, ফাযায়িল-এ সাদাকাত, ফাযায়িল-এ হাজ্জ এবং মুনতাখাব-ই

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস বই থেকে পাঠ করাকে বুঝানো হয়। এ তা'লীম আবার দুই প্রকার। যথা : সম্মিলিত তা'লীম ও ঘরোয়া তা'লীম। সম্মিলিত তা'লীম মসজিদে করা হয়। যে কোন ফর্য সালাতের পর এ তা'লীম করা হয়। রামাদান মাসে ফাযায়িল-এ রামাদান থেকে এবং হজ্জের সময় ফাযায়িল-এ হাজ্জ থেকে তা'লীম করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সময় ফাযায়িল-এ 'আমল এর ছয়টি উসূল বা বিষয় তথা কালিমা, সালাত, দা'ওয়াতে তাবলীগ, সহীহ্ নিয়ত, ইকরামুল মুসলিমীন, তা'লীম ও যিক্র নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়। আর ঘরোয়া তা'লীম হলো এ কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তা'লীম করবে।

সাপ্তাহিক গাশ্ত

'গাশ্ত' ফারসী শব্দ। এর অর্থ হলো 'দীন প্রচারের জন্য ঘোরাফেরা করা'। গাশ্ত দু'ভাবে করা হয়। একটি হলো 'উমুমী গাশ্ত। এ প্রকার গাশ্ত নিজ মহল্লার মসজিদে সপ্তাহে একদিন করা হয়। এ দিনকে সাপ্তাহিক গাশ্তের দিন বলা হয়। এ দিনে মসজিদে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু 'আমল করা হয়। এর মধ্যে আছে তা'লীম, যিক্র ও দা'ওয়াত প্রচার যা গাশ্ত নামে পরিচিত। সাধারণতঃ আসরের সালাতের পূর্বেই মাশ্ওয়ারা করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয় এবং আসরের সালাতের পর গাশ্তের 'আমল করা হয়। গাশ্তে যাওয়ার আগে কর্মীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একদল মসজিদে বয়ান করতে থাকেন। আর কিছু লোক দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষে মসজিদের বাইরে চলে যান। তাদের মধ্যে একজন আমীর থাকেন, যিনি জামা'আতটিকে পরিচালনা করেন। একজন মুতাকাল্লিম বা বক্তা থাকেন, যিনি সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের সামনে তাওহীদ ও আখিরাতের আলোচনা করে মসজিদে আসার জন্য অনুরোধ করেন। একজন রাহবার বা পথ প্রদর্শক থাকেন, যিনি ঐ দলকে বিভিন্ন মানুষের কাছে নিয়ে যান। মাগরিব ফার্য সালাতের পর 'আম বায়ানের কথা একজন ই'লান বা ঘোষণা করেন। সুন্নাত সালাত শেষে ছয় উসূল নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে জীবনে কমপক্ষে একবার তিন চিল্লা, বছরে একবার একচিল্লা, প্রত্যেক মাসে তিন দিন আল্লাহ্র জন্য বাড়ী থেকে বের হতে বলা হয়। এছাড়া মাসজিদ ভিত্তিক যে 'আমল আছে তার সাথে শরীক থাকার জন্য মুসল্লিদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়। আরেক প্রকার গাশ্ত আছে যাকে দ্বিতীয় গাশ্ত বলা হয়। পার্শ্ববর্তী মসজিদে গিয়ে গাশ্ত করা। এক মসজিদের সাথীরা অন্য মসজিদে গিয়ে ঐ মসজিদের সাথী ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে সে এলাকার মানুষের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছানো হয়।

আড়াই ঘণ্টার মেহেনত

এ কাজের সাথের যুক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রত্যেক দিন আড়াই ঘন্টা দা'ওয়াতী কাজের জন্য বলা হয়। তাঁরা অনেক সময় একাকী আবার অনেক সময় দলগতভাবে দা'ওয়াত প্রচার করে থাকেন। এ কাজটি কয়েকভাবে করা হয়। যেমন: কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে খুব সংক্ষিপ্তাকারে

Dhaka University Institutional Repository

তাওহীদ ও আখিরাতের কথা বলা হয়, সে ব্যক্তিকে মসজিদে এসে জামা'আতে সালাত আদায় করা এবং মসজিদের তা'লীমে বসার জন্য অনুরোধ করা হয়। আবার অনেক সময় আসরের সালাতের পর কিছু লোককে মসজিদে ডেকে তা'লীম করা হয় এবং তাদেরকে মাসে তিনদিন সময় লাগানো, বৃহস্পতিবার মারকাযে শব্গুজারীতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

মাশ্ওয়ারা

'মাশওয়ারা' শব্দের অর্থ হলো 'পরামর্শ'। যে কোন ফর্য সালাতের পরে মসজিদে মাশ্ওয়ারা করা হয়। প্রথমে একজন আমীর নিযুক্তির জন্য পরামর্শ চাওয়া হয়। সকলের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের মধ্যে একজন আমীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি চব্বিশ ঘন্টার জন্য ঐ মসজিদের আমীর থাকেন। ঐদিনের যাবতীয় কাজ তাঁর অনুমতিতেই করা হয়।

তিনদিন ও চিল্লা

প্রত্যেক মাসজিদ থেকে প্রতি মাসে একটি জামা'আত তিন দিনের জন্য নিজ জেলার যে কোন মসজিদে যায়। জেলা মারকায এ জামা'আতের মাসজিদটি নির্ধারণ করে দেয়। মাশ্ওয়ারার ভিত্তিতে এ জামা'আতের একজন আমীর নিযুক্ত করা হয়। জামা'আতটি বের হওয়ার পূর্বে আমীর জামা'আতে থাকাকালীন সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় সর্ম্পকে সাথীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

চল্লিশ দিনের জন্য বের হওয়াকে চিল্লা বলা হয়। এক অথবা একাধিক মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে একটি জামা'আত গঠন করে দেশের কেন্দ্রীয় মাসজিদ কাকরাইলে চলে আসে। কাকরাইলের মুরব্বীগণ এ জামা'আতের উদ্দেশ্যে কিছু হিদায়াতি বয়ান দেন। এ বয়ানের ভিতরে দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব, আল্লাহ্র জন্য কুরবানী করার ফাযিলত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কাকরাইল মাসজিদ থেকেই এ জামা'আতটিকে জেলার ইউনিয়নে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে ইউনিয়ন থেকেই তারা কোন কোন মসজিদে যাবে তা নির্ধারণ করা হয়। তিন দিনের জামা'আতে যেসব 'আমল করা হয় চিল্লার সফরেও সেসব 'আমলই করা হয়। মসজিদে জামা'আত থাকাকালীন সময়ে মাশ্ওয়ারার ভিত্তিতে যে সকল 'আমল করা হয় তা হলো :

১. ফাজ্র সালাতের পর বায়ান বা আলোচনা। এ আলোচনায় সাধারণত ছয়টি উসূল নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে এ ছয় উসূলের বাইরে দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে দীনের অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করার অনুমতি আছে।
২. বায়ান শেষে মাশ্ওয়ারা করা হয়। এ মাশ্ওয়ারায় সারা দিনে কি কি 'আমল করা হবে এবং কার কি কি দায়িত্ব তা ভাগ করে দেয়া হয়।
৩. মাশ্ওয়ারা শেষে কেউ ইশ্রাকের সালাত আদায়, কেউ কুর'আন তিলাওয়াত, কেউ যিক্র আবার কেউ ব্যক্তিগত কাজ সম্পন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এরপর সবাই একসাথে সকালের নাস্তা করেন। নাস্তা শুরু করার আগে একজন খাবারের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করেন।

৫. নাস্তা শেষে ১/২ ঘন্টা সময়ের জন্য বিশ্রাম করা হয়।

৬. বিশ্রাম শেষে পুনরায় তা'লীম করা হয়।

৭. যুহ্‌র সালাতের পূর্বে শুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত প্রশিক্ষণ হয়।

৮. এর পরেই শুরু হয় যুহ্‌র সালাতের প্রস্তুতি। আযানের পূর্বেই উযু অথবা গোসলের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।

৯. যুহ্‌র সালাত শেষে আবার সংক্ষিপ্তাকারে বায়ান হয় এবং এলাকার লোকজনকে তাদের 'আমলের সাথে শরীক হয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১০. বায়ান শেষে দুপুরের খাওয়া এবং সামান্য বিশ্রাম করা হয়।

১১. এক অথবা দেড় ঘন্টা বিশ্রামের পর পুনরায় তা'লীম শুরু করা হয়। এ তা'লীম আস্‌র সালাতের আযানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে।

১২. আযান হলে সালাতের প্রস্তুতি এবং সালাত শেষে গাশ্‌তের আদব, তাৎপর্য বর্ণনা করে একদল দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে চলে যায়, একদল মসজিদের ভিতরে আলোচনা করেন এবং একজন যিক্‌র ও দু'আর জন্য মসজিদের একপার্শ্বে চলে যান। এ 'আমল মাগরিবের সালাতের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৩. মাগরিবের সালাত শেষ করে ছয় উসূলের উপর তা'লীম বা আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষ করে উপস্থিত লোকদেরকে চিল্লা অথবা তিনদিনের জন্য সময় দিতে উৎসাহ করা হয়।

১৪.এ প্রোগ্রাম শেষ করে 'ইশার সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সাথীদের মাঝেই বিভিন্ন বিষয় যেমন তাহারাত বা পবিত্রতার মাস'আলা, সালাতের মাস'আলা, মসজিদের আদব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১৫.'ইশার সালাত শেষে আবার প্রায় ত্রিশ মিনিট তা'লীম করা হয়। তা'লীম শেষে রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়।

১৬.খবার শেষে রাতের ঘুমের আয়োজন করা হয়। এ সময় অনেকে কুর'আন তিলাওয়াত, যিক্‌র ও অন্যান্য ব্যক্তিগত 'আমল করেন।

১৭. রাতের শেষাংশে অনেকে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। যারা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেন না ফজ্‌র সালাতের পূর্বে তাদেরকেও ডেকে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মাস্তূরাত বা মহিলা জামা'আত

মহিলারা আমাদের সমাজের অর্ধাংশ। একটি সুন্দর ও আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গঠন করার জন্য দীনদার মহিলার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। নবীগণের দা'ওয়াত শুধুমাত্র পুরুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহিলাদেরকে দীনের পথে আসা জরুরী । তাবলীগ জামা'আত মহিলাদের মাঝে দীনি চেতনা তৈরি করার লক্ষ্যে মাস্তূরাত জামা'আতের ব্যবস্থা করেছে। এ জামা'আতের পদ্ধতি হলো মসজিদের পার্শ্বে দীনের পূর্ণ পরিবেশ থাকার শর্তে তাবলীগের একজন সাথী ভাইয়ের একটি বাড়ি নির্ধারণ করা হয়। মসজিদে পুরুষরা এবং সেই বাড়িতে ঐ সকল পুরুষদের স্ত্রী অথবা মা অথবা মেয়েরা অবস্থান করবেন। পুরুষরা এ জামা'আতের আমীর হবেন। তারাই মাশ্ওয়ারা করে মহিলাদের সারা দিনের 'আমল নির্ধারণ করে দিবেন। মহিলারা সারা দিন ঘরের ভিতরেই নির্ধারিত 'আমল করতে থাকবেন। মাঝে মাঝে পুরুষরা পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন। স্থানীয় মহিলারাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিতে পারেন। মহিলারা প্রতি মাসে তিন দিন সময় দিতে পারবেন না। প্রতি দুই মাস পর তিন দিন করে মাস্তূরাতের জামা'আতে যেতে পারেন। তিন দিনের পাশাপাশি তাদের জন্য চিল্লার ব্যবস্থাও আছে। তবে চিল্লা দেয়ার পূর্বে তাদেরকে কমপক্ষে পনের দিন সময় ব্যয় করা শর্ত। বর্তমানে বাংলাদেশের মহিলারা আমেরিকা ও ইউরোপ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিল্লায় সময় লাগাচ্ছে।

বার্ষিক ইজ্তিমা

ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ নদীর পাড়ে তাবলীগ জামা'আত কর্তৃক আয়োজন করা হয় বার্ষিক ইজ্তিমা। ইংরেজী ক্যালেন্ডারের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে ইজ্তিমা অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ব্যাপী এ প্রোগ্রামে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের তাবলীগ জামা'আতের মুরব্বিগণ বায়ান করেন। ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মুরব্বিগণের আলোচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। গাশ্ত ছাড়া তিন দিনের জামা'আতের অন্যান্য 'আমলের মতই এখানে 'আমল করা হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত ইজ্তিমার প্রোগ্রামটি এক দফাতেই সম্পন্ন করা হতো। মানুষের অতিরিক্ত চাপের কারণে ২০১১ সাল থেকে দুই দফায় ইজ্তিমার আয়োজন শুরু হয়। বিদেশী মেহমানদের জন্য একটি পৃথক জায়গা আছে। প্রতি বছর প্রায় বিশ থেকে পচিশ হাজার বিদেশী মুসলিম এখানে আসেন। ইজ্তিমা শেষে প্রতি বছর অসংখ্য জামা'আত এক চিল্লা অথবা তিন চিল্লার জন্য দেশ-বিদেশে দা'ওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়।[২৮৮]

২৮৮. ইন্টারনেট ও তাবলীগ জামা'আতের মুরব্বীর সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংগঠন

শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক সংগঠন, তাবলীগ জামা'আতের পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু ইসলামী সংগঠনও দীনের দা'ওয়াত প্রচারের কাজ করছেন। যেসব রাজনৈতিক সংগঠন ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কয়েকটির পরিচয় ও দা'ওয়াত প্রচারের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটিই প্রথম ইসলামী সংগঠন। এ সংগঠনটি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক আগ থেকেই এ সংগঠনটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে আসছে। এ সংগঠনটির মৌলিক 'আকীদা হলো : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল।" ইসলামের এ মৌলিক কালিমার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

১) মানুষ ব্যতীত আর কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক, কার্য সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী, ফরিয়াদ শ্রবণ ও গ্রহণকারী এবং সাহায্যদাতা ও রক্ষাকর্তা মনে করবে না। কেননা তিনি ব্যতীত আর কারও নিকট কোন ক্ষমতা নেই।

২) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকেও কল্যাণকারী মনে করবে না, কারও সম্পর্কে অন্তরে ভীতি অনুভব করবে না, কারও উপর নির্ভর করবে না, কারও প্রতি কোন আশা পোষণ করবে না এবং এই কথা বিশ্বাস করবে না যে, আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতীত কারও উপর কোন বিপদ-মুসীবত আপতিত হতে পারে। কেননা সকল প্রকার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্রই।

৩) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও নিকট দোয়া বা প্রার্থনা করবে না, কারও নিকট আশ্রয় খুঁজবে না, কাউকেও সাহায্যের জন্য ডাকবে না এবং আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনায় কাউকেও এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিমান মনে করবে না যে, তার সুপারিশে আল্লাহ্ ফায়সালা পরিবর্তন করতে বাধ্য। কেননা তাঁর রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজা মাত্র।

৪) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও সম্মুখে মাথা নত করবে না এবং কারও উদ্দেশ্যে মানত মানবে না। কেননা এক আল্লাহ্ ব্যতীত 'ইবাদত (দাসত্ব আনুগত্য ও উপাসনা) পাওয়ার অধিকারী আর কেউ নই।

৫) আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাউকেও বাদশাহ্, রাজাধিরাজ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মেনে নেবে না, কাউকেও নিজস্বভাবে আদেশ ও নিষেধ করার অধিকারী মনে করবে না,

Dhaka University Institutional Repository

কেননা স্বীয় সমগ্র রাজ্যের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও সৃষ্টিলোকের সার্বভৌমত্বের অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও নেই।[২৮৯]

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের দা'ওয়াত দিয়ে থাকে :

১. সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ্র দাসত্ব ও রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করার আহ্বান।
২. ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবীদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করে খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান।
৩. সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করে সমাজ হতে সকল প্রকার যুল্‌ম, শোষণ, দূর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটনোর আহ্বান।[২৯০]

সংগঠনটি তাদের এ মতাদর্শ নিম্নোক্ত উপায়ে প্রচার করে :

১. **ব্যক্তিগত যোগাযোগ** । দু'ভাবে তারা এ কাজ করে থাকেন :

ক) **টার্গেট ভিত্তিক দা'ওয়াত :** কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। সেই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনে তার পাশে দাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে আনে। এরপর তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া হয়।

খ) **সাধারণ দা'ওয়াত :** অনেক সময় টার্গেট করা ব্যক্তি ছাড়াও সাধারণ মানুষকে তাদের দা'ওয়াত দেয়া হয়।

২. **গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ :** একাধিক কর্মীর সমন্বয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়। এ গ্রুপের একজন পরিচালক থাকেন। তারা একটা এলাকা বেছে নেবেন। নির্দিষ্ট দিন তারিখ ঠিক করে কোন একটা জায়গায় মিলিত হবেন। তারপর উক্ত এলাকায় প্রতিটি ঘরে দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দেবেন।

৩. **ইসলামী সাহিত্য বিতরণ :** বক্তব্যের পাশাপাশি সংগঠনের ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করেও মানুষের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করা হয়।

৪. **বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন :** প্রতিটি সক্রিয় ইউনিটে দা'ওয়াতী বই সম্বলিত একটি বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

---

২৮৯. *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বড় মগবাজার, ২০১৪), পৃ. ৮-৯

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

৫. **পাঠাগার প্রতিষ্ঠা :** সংগঠন ছাড়াও সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৬. **বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয় :** ইসলামী বই কেনার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করাকেও দা'ওয়াতী কাজের অংশ মনে করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী লাইব্রেরী বা বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

৭. **পরিচিতি, লিফলেট বিলি ও পোস্টারিং :** সংগঠনটির লিফলেট আকারে একটি পরিচিতি নোট আছে। এ পরিচিতি নোটে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ইত্যাদি বিষয়ে লিখা থাকে। দলের সকল সদস্যকে এ লিফলেট সবসময়ই কাছে রাখতে বলা হয়। প্রয়োজনে তা বিতরণ করা হয়।

৮. মাসিক সাধারণ সভা : পৌরসভা/ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডের উদ্যোগে প্রতি মাসে একটি করে মাসিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় কর্মীদের টার্গেট করা লোকদেরকে উপস্থিত থাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াত দেয়া হয়। এ সভায় ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন, ও সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। এ ছাড়াও কুর'আন ও হাদীস থেকে আলোচনা করার জন্য কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দেয়া হয়।

৯. দা'ওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহ্‌ফিল : ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, দীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দা'ওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহ্‌ফিল করা হয়।

১০. দা'ওয়াতী ইউনিট গঠন : ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষ তৈরি করা খুবই জরুরী। সে লক্ষ্যে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ইউনিট গঠন করে গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়।

১১. আলোচনা সভা, সুধী সমাবেশ : স্থানীয় সংগঠন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বক্তাকে নিয়ে পূর্ব ঘোষণা মুতাবিক এ ধরনের প্রোগ্রাম করা হয়।

১২. সিরাতুন্নবী (সা.) মাহ্‌ফিল : সাধারণত রাবি'উল আওয়াল মাসে এ ধরনের মাহ্‌ফিল আয়োজন করা হয়। এসব মাহ্‌ফিলে রাসূল (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। রাসূল (সা.) এর দা'ওয়াতী কাজ, যুদ্ধ, বিজয় কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তবে অনেক সময় এ মাস ছাড়াও এ ধরনের মাহ্‌ফিল আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৩. আল-কুর'আনের দারস : সংগঠনের লোকেরা বিভিন্ন স্থানে দিন ও সময় নির্ধারণ করে আল-কুর'আনের দারসের আয়োজন করেন। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরাসরি কুর'আন থেকে আয়াত পড়ে তাফসির পেশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ইসলামী দিবস পালন : মুসলিমদের অতীত ঐতিহ্যকে সমাজের মানুষের মাঝে স্বরণ করে দেয়ার জন্য ইসলামের বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়। এসব দিবসের ইতিহাস এবং শিক্ষা এবং বর্তমানে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১৫. মাসজিদ ভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজ ও মাসজিদ সংগঠিতকরণ : মাসজিদ হলো মুসলিমদের দা'ওয়াত প্রচারের কেন্দ্র। রাসূল (সা.) এর যাবতীয় কাজের কেন্দ্র ছিল মাসজিদ। সেজন্য এ সংগঠনের লোকেরা দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্যে মাসজিদ ভিত্তিক দা'ওয়াতী কাজের আয়োজন করে থাকে। যে কোন সালাতের পর কুর'আনের তাফসীর অথবা হাদীস থেকে আলোচনা করা হয়।

১৬. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দা'ওয়াত সম্প্রসারণ : মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য পত্র-পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেজন্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লিখালিখির মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করার জন্য এ দলের কর্মীদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়।

১৭. দা'ওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ পালন ও দা'ওয়াতী অভিযান/ গণসংযোগ অভিযান : পরিকল্পনা মুতাবিক বছরে এক বা একাধিকবার দা'ওয়াতী সপ্তাহ/পক্ষ দা'ওয়াতী অভিযান বা গণসংযোগ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

১৮. জুম'আর বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা : সংগঠনের কোন সদস্য কোন মসজিদের ইমাম হলে সে মসজিদে দা'ওয়াত প্রচার করার লক্ষ্যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে আলোচনা পেশ করা হয়। ঈদের সালাতের পূর্বে ঈদগাহেও আলোচনা করে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া হয়।

১৯. দা'ওয়াতী চিঠি, ফোনালাপ ও ইন্টারনেট ব্যবহার : আধুনিক যুগে ফোনালাপ বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে দা'ওয়াতী কাজ করা সহজ। তাই সংগঠনের অনেক লোকই এ ধরনের আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন।

২০. দা'ওয়াতী বই উপহার : বিভিন্ন ধরনের জাতীয়, সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইসলামী সাহিত্য উপহার দিয়ে মানুষকে ইসলামী সাহিত্য পড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়।

২১. ইফতার মাহ্ফিল : রামাদান হলো আত্মশুদ্ধির মাস। এ মাসেই পবিত্র কুর'আন নাযিল হয়েছে। তাই কুর'আনের দা'ওয়াতকে প্রচার করার লক্ষ্যে সংগঠন থেকে ইফতার মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়। এসব মাহ্ফিলে উপস্থিত জনতাকে কুর'আন পড়তে উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে।

২২. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম : সমাজের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট লোকদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত ও সংগঠনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ইত্যাদি পৌঁছে দেয়ার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। জেলা, মহানগরী অথবা কেন্দ্র থেকে মেহমান এসে এ সেমিনারে আলোচনা পেশ করেন।

২৩. চা-চক্র ও বনভোজন : চা-চক্র ও বনভোজনের আয়োজন করেও অনেক সময় মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া হয়।

২৪. হামদ, না'ত, কির'আত ইত্যাদি চর্চা : জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হামদ, না'ত, কির'আত, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করা হয়।

২৫. দা'ওয়াতী ক্যাসেট তৈরি : সংস্কৃতির নামে রেডিও, টিভি, ওয়েবসাইট, ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার হচ্ছে। এসব অপসংস্কৃতি থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইসলামী গান, অভিনয়, শিক্ষা মূলক নাটক ইত্যাদি প্রচার করা হয়।[২৯১]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী ইসলামী রাজনৈতিক দল। ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ এ সংগঠনের যাত্রা শুরু। দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে এ সংগঠনটি ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ থাকে। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো:

ব্যক্তিগতভাবে ও সামষ্টিকভাবে দা'ওয়াত প্রচার

ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি হলো :

ক) কোন ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হয় যাতে ঐ ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে।

খ) ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিভা, বুদ্ধি, চরিত্র, প্রভাব ইত্যাদি গুণ বিবেচনা করা হয়।

গ) ঐ ব্যক্তির সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়। তার সাথে সালাত আদায়, চা-নাস্তা করা, ভ্রমণ করা, প্রয়োজনে তাকে বাসায় দা'ওয়াত দেয়া হয়। তাকে উৎকৃষ্ট নামে ডাকা এবং হাদিয়া দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক গভীর করা হয়।

---

২৯১. সংগঠন পদ্ধতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বড় মগবাজার, ২০১৪), পৃ.১২-১৯

ঘ) তার অন্তরে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন ভুল ধারণা থেকে থাকলে সতর্কতা ও যুক্তিসহকারে তা তুলে ধরা হয়। আগে থেকেই বাতিল কোন আদর্শ বা 'আকীদার প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকলে তার ক্ষতিকর দিকগুলো যুক্তিসহকারে তুলে ধরা হয়।

ঙ) মানবতার মুক্তি সনদ এবং সকল প্রকার সমস্যার সমাধান যে ইসলামেই নিহিত এ ধারণা পুরোপুরিভাবে দেয়া হয়। মৌখিকভাবে বা বই পড়ানোর মাধ্যমে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

চ) পরকালীন জীবন, কবরের 'আযাব, কিয়ামতের চিত্র, জাহান্নামের শাস্তি ও জান্নাতের সুসংবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সংগঠনের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ছ) ইসলামের মৌলিক 'ইবাদতসহ নফল 'ইবাদত ও জিকিরের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়।

জ) আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ ও সাংগঠনিক চেতনাবোধ সৃষ্টি করে তাকে কর্মী পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এ উদ্দেশ্যে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়।[২৯২]

সামষ্টিকভাবে দা'ওয়াত

একই এলাকার বা একাধিক এলাকার নির্ধারিত ক'জন দায়িত্বশীল বা কর্মী একযোগে মিলে কোন প্রতিষ্ঠান বা মহল্লার লোকদেরকে দা'ওয়াত দেয়াকে সামষ্টিক দা'ওয়াত বলে অভিহিত করা হয়। সামষ্টিক দা'ওয়াতে বের হওয়ার পূর্বে দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। একজনকে আমীর, একজনকে মুতাকাল্লিম বা কথক এবং একজনকে পথপ্রদর্শক বানানো হয়। মুতাকাল্লিম নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর কথা বলার সময় অন্যান্য সবাই যিক্‌র করতে থাকেন। মুতাকাল্লিম যদি কোন কথা বলতে গিয়ে আটকিয়ে যান তবে আমীর বা আমীরের অনুমতি নিয়ে অন্য কেউ বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করেন।[২৯৩]

তাফসীর ও ওয়াজ মাহ্‌ফিল

বাংলাদেশে তাফসীর মাহ্‌ফিলের জনপ্রিয়তা রয়েছে। তাই সংগঠনের কোন 'আলিমকে দিয়ে তাফসীর মাহ্‌ফিল করানো হয়। বক্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর তাক্‌ওয়া ও কুর'আন-হাদীসের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রাখা হয়। মাহ্‌ফিলে সংগঠনের নাম না নিয়ে দলীয় কর্মসূচীগুলো আলোচনা করা হয়। ওয়াজ মাহ্‌ফিল আয়োজনের সময় স্থানীয় 'আলিম ও পীর মাশায়েখগণকে সভাপতি বানানো হয়।

---

২৯২. *কর্মকৌশল*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ২০০৭), পৃ.৮

২৯৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার

ক্যাসেটের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র হাম্‌দ, না'তে রাসূল (সা.) ইসলামী গান, পরহেজগার ব্যক্তিদের বক্তব্য ও সংগঠনের জনসভার ক্যাসেট দা'ওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের পরামর্শ মাফিক স্থানীয় সংগঠন অবস্থা বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২৯৪]

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রচার

ইসলামের দা'ওয়াত ও দলীয় আদর্শ প্রচারের স্বার্থে পত্র-পত্রিকার সহায়তা নেয়া হয়। 'মাসিক কা'বার পথে' নামক একটি মাসিক পত্রিকা আছে। এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানেই পত্রিকাটি ছাপানো হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য দৈনিক পত্রিকায় ধর্মের পাতায় লিখালিখির মাধ্যমেও তারা দা'ওয়াত প্রচার করে থাকে।[২৯৫]

ইসলামী ঐক্যজোট

১৯৯০ সালে খেলাফত মজলিস, নেজাম-ই-ইসলাম, ফারায়েজি জামাত, ইসলামী মোর্চা, 'উলামা কমিটি, ন্যাপের (ভাসানী) ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এই সাতটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ঐক্যজোট। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে খিলাফতের আদর্শে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ইসলামী ঐক্যজোটের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে জোটভুক্ত প্রতিটি দল থেকে পাঁচ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজলিশ-ই-শুরা এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এই দলটি একটি সংসদীয় আসন লাভ করে। ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা দুইটি আসন লাভ করে।[২৯৬]

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার ইনিস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক জাতীয় সম্মেলনের মাধমে তৎকালীন শায়খুল হাদীস 'আল্লামা আযীযুল হকের নেতৃত্বধীন 'খেলাফত মজলিস' আত্মপ্রকাশ করে। 'খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই খেলাফত মজলিশ জনগণের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত অব্যাহত রেখেছে। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের পাশাপাশি দেশ-বিদেশে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠনটি অবদান রেখে আসছে। ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে লং মার্চ, ১৯৯৪ সালে নাস্তিক-মুরতাদ তাসলিমা নাসরিন

---

২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬

২৯৫. প্রাগুক্ত

২৯৬., *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খ.৯, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও সরকারের ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে খিলাফত মসলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।[২৯৭]

এসব ইসলামী দল ছাড়াও আছে ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ, জমিয়তে 'উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ইত্যাদি। যারা ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের হুকুম-আহ্কাম প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

২৯৭. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতের সমস্যাসমূহ

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারে যে সব সমস্যা হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি সমস্যা এখানে তুলে ধরা হলো :

মুবাল্লিগগণের ব্যক্তিগত সমস্যা

জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাব

জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দা'ওয়াতী কাজের মূল ভিত্তি। জ্ঞানহীন মানুষকে পবিত্র কুর'আনে অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ -

"বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ? তবে কী তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে ?"[২৯৮]

এ জ্ঞান ছাড়া মানুষ নিজে চলতে পারে না অন্যকেও সৎপথের দিশা দিতে পারে না। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[২৯৯] কুর'আন মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া প্রথম এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) কে মহান আল্লাহ্‌ দীনের এক মহান দায়িত্ব দিতে যাচ্ছেন। সে দায়িত্বটি হলো, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দা'ওয়াত দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌মুখী করা এবং এরই ভিত্তিতে একটি সমাজ গঠন করা। এ মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান ও বিচক্ষণতার। পবিত্র কুর'আনের অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَىٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ-

"বল, 'এটাই আমার পথ : আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে–আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[৩০০]

---

২৯৮. *আল-কুর'আন*, ১৩:১৬

২৯৯. *আল-কুর'আন*, ৯৬:১

৩০০. *আল-কুর'আন*, ১২:১০৮

Dhaka University Institutional Repository

ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ-

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিক্‌মত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[৩০১]

কুর'আনের এসব আয়াত থেকে দা'ওয়াতী কার্যক্রমে জ্ঞানের গুরুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে যারা দা'ওয়াতী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছেন তারা অনেকেই জ্ঞানের গুরুত্ব দেন না। কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখা যায় তাদের মাঝে। নিজের দলের সিলেবাসের বাইরে তারা যেতে চান না। ফলে অন্য মতাদর্শের মানুষের চিন্তা-চেতনা, তাদের যুক্তি ও এর জবাব কী হবে এ বিষয়গুলো তাদের অজানা থাকে। এক শ্রেণীর দা'ওয়াত প্রচারকগণ আছেন যারা নিজের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাসকে চূড়ান্ত মনে করেন এবং অন্য মতাদর্শের কারো সাথে আলাপ করতে চান না এই ভয়ে যে, তাদের সাথে চলাফেরা করলে বা আলোচনা করলে নিজের সহীহ্ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তার মধ্যে ঢুকে যাবে। শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে এ আচরণ নয় বরং দলের নেতা বা মুরব্বীগণের থেকেই এ ধরনের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। ফলে এ লোকগুলো চিন্তা-চেতনায়, কথা-বার্তায় এবং আচার ব্যবহারে একটা গণ্ডির ভেতরেই থেকে যায়।

পূর্বের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা বর্তমানে অনেক বিস্তৃত। বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছাড়িয়ে মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছে গেছে। মানুষ চাঁদে বসবাস করার চিন্তা-ভাবনা করছে। গোটা বিশ্ব এখন একটা গ্রাম। সেকেন্ডের ভেতরে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এসেছে অনেক নতুনত্ব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ হয়েছে অনেক নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি। তাই এসব আধুনিক বিষয়গুলো ইসলামের আলোকে আলোচনা করা খুবই জরুরী। অতীত কালের পীর-মুরীদী কিস্‌সা কাহিনী বলে শিক্ষিত মানুষকে ইসলামের পথে আনা সম্ভব নয়। তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান খুবই প্রয়োজন।

অর্থ, সুনাম ও ক্ষমতার লোভ

আম্বিয়াগণ (আ.) মানুষকে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পথে ডেকেছেন নিঃস্বার্থভাবে। দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তির জন্য দা'ওয়াতী কাজ করেন নি। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ কয়েক জন নবীর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

নূহ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন:

---

৩০১. *আল-কুর'আন*, ১৬:১২৫

Dhaka University Institutional Repository

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ -إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল, 'তোমারা কি সাবধান হবে না ? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[৩০২]

হুদ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ -إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ -فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[৩০৩]

সালিহ্‌ (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ -فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন তাদের ভ্রাতা সালিহ্‌ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[৩০৪]

লূত (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি

৩০২. *আল-কুর'আন*, ২৬:১০৬-১০৯
৩০৩. *আল-কুর'আন*, ২৬:১২৩-১২৭
৩০৪. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৪২–১৪৫

তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[৩০৫]

শু'আয়ব (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন:

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ- إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ- فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ- وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।"[৩০৬]

মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী পাওয়ার পর রাসূল (সা.) মক্কায় তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার শুরু করলে কাফিররা তাঁর বিরোধিতা করে। কখনো মিথ্যা অপবাদ, কখনো যুল্ম, কখনো হত্যার হুমকি দিতে থাকে। রাসূল (সা.) এসব কিছু উপেক্ষা করে তাঁর মিশন অব্যাহত রাখলে মক্কার মুশরিক নেতারা তাঁকে অর্থ, নারী এবং ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তিনি পরিষ্কার করে তাদের জানিয়ে দিলেন :

يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر في يسارى على ان اترك هذا الامر- حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته-

"চাচাজান, আল্লাহ্র শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।"[৩০৭]

দা'ওয়াতী কর্মীদের বক্তব্য এমনই হওয়া উচিৎ। তাদের এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আমি যে মহান কাজের জন্য আমার সময়, মেধা, চিন্তা-চেতনা, শ্রম ব্যয় করছি এর বিনিময় দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহ দিতে পারবে না। দুনিয়ার কোন সম্পদও এর বিনিময় হতে পারে না। দা'ওয়াতী কাজের তুলনায় দুনিয়ার সব সম্পদই তুচ্ছ। একমাত্র জান্নাতই এর বিনিময় হতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার অনেকের পেশায় পরিণত হয়েছে। বিনিময় ছাড়া অনেক বক্তা মাহ্ফিলে যান না। মোটা অংকের টাকা চুক্তি করার পর কোন মাহ্ফিলে যাওয়ার

---

৩০৫. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৬১-১৬৪

৩০৬. *আল-কুর'আন*, ২৬:১৭৭-১৮০

৩০৭. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সম্মত হন। মসজিদের খতীবগণ তাদের চাকুরীর ভয়ে হক বা সত্য কথা বলেন না। আবার ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তাদের অনেকের কাছে ক্ষমতার গুরুত্ব অনেক বেশী। দলের আমীর কে হবেন, কে কোন পদ নেবেন এসব বিষয় নিয়ে অনেক সময় কোন্দল সৃষ্টি হয়। নিজের নাম ও ছবি পত্রিকায় আনার জন্য প্রতিযোগিতা হয়। অনেক সময় সাংবাদিকদের ফোন করে নিজের ছবিটা পত্রিকায় দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিছু কিছু পীর-মুরীদীর অবস্থাতো আরো নাজুক। বাংলাদেশের সরলমনা মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের কাছে নিয়ে আসে। ধর্মের নামে তাদের থেকে অর্থ লুট করা শুরু হয়। সাধারণ মানুষও পরকালে নাজাতের আশায় তাদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা বিলিয়ে দিচ্ছে অকাতরে। 'আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার পর তাঁদের বাড়ি-ঘর, অর্থ-সম্পদ সব কিছু হারিয়েছেন। কিন্তু আজ যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তাদের এ কাজের মাধ্যমেই বাড়ি-ঘর, অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠছে।

অধৈর্য

ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতার সাথে ধৈর্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আম্বিয়া (আ.) ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দেয়ার পরই সফল হয়েছেন। সহীহ্ বুখারীতে এসেছে, হযরত খাব্বাব ইব্ন আরত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে এসে অভিযোগ করলাম (মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে)। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না ? তিনি বললেন:

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له فى الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشارفيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذالك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب وما يصده ذالك عن دينه والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكن تستعجلون-

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ঈমানদার) অবস্থা ছিল এই যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত করা হতো এবং ঐ গর্তে তাদেরকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এ (নির্মম নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে শরীরের হাড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এ (অমানুষিক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাউত

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কা করবে। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"[৩০৮]

বর্তমানে যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে ধৈর্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শত্রুদের বিরোধিতার মুখোমুখি হলে অনেক সময় কৌশলের নামে এ কাজই ছেড়ে দেয়া হয়। আমাদের আরো শক্তি অর্জন করতে হবে, কৌশলে কাজ করতে হবে, আম্বিয়াও (আ.) কৌশলে কাজ করেছেন, সুতরাং আমাদেরও কৌশলী হতে হবে, আবেগী হলে চলবে না ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে দা'ওয়াতী কাজই বন্ধ করে দেন। দা'ওয়াতী কাজ করতে গেলে কেউ কোন কটু কথা বললে তা সহ্য হয় না। নতুন করে দা'ওয়াতী মিশন নিয়ে তার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে উঠেন। অনেক দা'ওয়াতী কর্মীদের আরো একটি দুর্বল দিক হলো, বৈষয়িক কোন বিষয় অর্জন করতে যতটুকু ত্যাগ ও ধৈর্যের দরকার তাতে তারা অধৈর্য হন না কিন্তু ইসলামের জন্য তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না।

ব্যক্তিগত 'আমলের সমস্যা

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন না করে অপরকে এ পথে ডাকলে দা'ওয়াতী কাজে সফলতা আসবে না। আম্বিয়া (আ.) হলেন দা'ওয়াতী কাজের আদর্শ। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। নিজে যা বিশ্বাস করতেন এবং 'আমল করতেন সে পথেই মানুষকে ডাকতেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) কে রাসূল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন : كان خلقه القرأن "তাঁর চরিত্র হলো আল-কুর'আন।" পবিত্র কুর'আনে নিজে 'আমল না করে অন্যকে সৎ পথে ডাকার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন :

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ -كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল ? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[৩০৯]

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ-

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর নিজদেরকে বিস্মৃত হও ? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না ?"[৩১০]

বর্তমানে বাংলাদেশে যারা দা'ওয়াতী কাজ করছেন, তাদের অনেকেই যা দা'ওয়াত দেন তা তাদের ব্যক্তি জীবনে দেখা যায় না। ফলে সাধারণ মানুষ শুধু তাদের ব্যাপারেই নয় বরং যে

৩০৮. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতুন নাবুওয়াহ ফিল ইসলাম, হাদীস নং-৩৩৫১
৩০৯. *আল-কুরআ'ন*, ৬১:২-৩
৩১০. *আল-কুর'আন*, ২:৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে সে বিষয়গুলোও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে না এবং তাদের জীবনে সে সব বিষয়ের কোন প্রভাব পড়ে না। যেমন দেখা যায় অনেক 'আলিমই তাদের আলোচনায় হালাল উপার্জনের গুরুত্ব, গীবত না করা, অন্যের দোষ অন্বেষণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 'আমল তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। একজন মুবাল্লিগ যখন ব্যক্তিগত জীবনে এ সকল অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন সে ব্যক্তি একাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এর প্রভাব পড়তে থাকে দা'ওয়াতী কাজের উপর, ব্যাহত হয় এর সফলতা।

প্রশিক্ষণের অভাব

রাসূলকে (সা.) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন পথে কীভাবে ডাকতে হবে, কার সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে বা বিতর্ক করতে হবে সে সব পদ্ধতি মহান আল্লাহ্ সরাসরি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নের আয়াতগুলো এর প্রমাণ বহন করে :

ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِين - وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ- وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ- إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ-

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিক্মত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ্রই সাহায্যে। তাদের কারণে দুঃখ কর না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। আল্লাহ্ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[৩১১]

ওহী পাওয়ার প্রথম তিন বছর তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করেন নি। তিন বছর পর আল্লাহ্র নির্দেশে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। রাসূল (সা.) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেই সাহাবীগণ মানুষকে ইসলামের পথে ডাকতেন। যেমন রাসূল (সা.) মু'আয (রা.) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে দা'ওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বললেন :

৩১১. *আল-কুর'আন*, ১৬:১২৫-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله، وانى رسول الله، فان هم اطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوت في كل يوم وليلة، فانهم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

"হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) মু'আয (রা.) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন : তুমি প্রথমে তাদেরকে এ কথার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা এ কথা স্বীকার করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্য করেছেন। যদি তারা এটা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফর্য করেছেন। যা তাদের মধ্যকার সম্পদশালী লোকদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে ভাগ করা হবে।[৩১২]

কুর'আনের উক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারে প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। বর্তমানে যারা বাংলাদেশে দা'ওয়াতী কাজ করছেন তাদের অধিকাংশেরই যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে পরকালে নাযাতের আশায় এ কাজে সময় দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক 'উলামাই আলোচনার সময় বানোয়াট কিস্সা-কাহিনী বলে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করেন। ফলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে ইসলামের সঠিক রূপ নিয়ে প্রশ্ন উঠে। অনেক সময় ইসলাম বিদ্বেষীরা তাদের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে ইসলামের সমালোচনা করে। ফলে ইসলামের আসল চিত্র সমাজের মানুষের কাছে ফুটে উঠে না।

নেতাদের অন্ধ অনুসরণ

যুক্তিহীনভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অন্ধ অনুসরণ করা কাফির-মুশরিকদের কাজ। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দা'ওয়াতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি যখন তাঁর জাতিকে যুক্তি দিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত দিলেন, তাঁর জাতি ইব্রাহীম (আ.) এর কোন অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে বলল :

قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ-

"তারা বলল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এইরূপই করতে দেখেছি।"[৩১৩]

রাসূল (সা.) তাওহীদের দা'ওয়াত দেয়ার পর তাকেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে :

৩১২. *সহীহ্ আল-বুখারী*, যাকাত অধ্যায় হাদীস নং-১৩৯৫
৩১৩. *আল-কুর'আন*, ২৬:৭৪

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ-

"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস', তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি ?"[৩১৪]

কুর'আন ও হাদীসের পথে আসতে বললে তারা বলত :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ-

"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি ?"[৩১৫]

কিয়ামতের দিন পাপীদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা হওয়ার পর পাপীরা বলবে :

وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاَ -رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً-

"তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল ; 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'[৩১৬]

ইসলামী দা'ওয়াতের মুবাল্লিগগণের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ মোটেই কাম্য নয়। ইসলামের মূল কথাই হলো একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য করা। হালাল ও হারামের সীমারেখা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ই নির্ধারণ করতে পারেন। পবিত্র কুর'আনে রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে এই জন্য যে, তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা ও কাজে মহান আল্লাহ্র প্রতিটি নির্দেশ কীভাবে মানতে হবে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তাই তাঁকেও অনুসরণ করতে হবে। কুর'আন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, 'আম্বিয়া (আ.) বাদে কোন মানুষই ভুলের ঊর্দ্ধে নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা হলে স্বাভাবিকভাবে ঐ ব্যক্তির ভুল অনুসারীর জীবনে চলে আসবে। সুতরাং একজন মুসলিম কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই অন্ধ অনুসরণ করতে পারে।

---

৩১৪. *আল-কুর'আন*, ৫:১০৪

৩১৫. *আল-কুর'আন* , ৩১:২১

৩১৬. *আল-কুর'আন* ,৩৩:৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে যারা ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করেন, তাঁরা অনেকেই তাঁদের দল বা জামা'আতের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। নেতাদের মতের বাইরে কোন মত গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। কুর'আন বা হাদীস দিয়ে কোন বিষয় আলোচনা করা হলেও বিষয়টি সহজে মানতে চান না। 'আমাদের 'আলিমরা কি কুর'আন-হাদীস পড়েন নি, তারা কি কুর'আন-হাদীস কম বুঝেন?' ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। কেউ কেউ আবার 'একমাত্র আমাদের মুরব্বীরাই ঠিক, এ ছাড়া অন্য সব ভুল'–এ ধরনের সংকীর্ণমনা কথাবার্তাও বলে থাকেন, যা ইসলামী দা'ওয়াতী কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

'আলিম-'উলামার পদস্খলন

'আলিম-'উলামারা হলেন নবীগণের উত্তরসূরী। আম্বিয়া (আ.) এর দা'ওয়াতী কাজ 'আলিমদের নেতৃত্বেই হতে হবে। কিন্তু যখন 'আলিমদেরই পদস্খলন হয় তখন মুসলিম জাতি নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতির যে করুণ অবস্থা অতিক্রম করছে তার অন্যতম একটি কারণ হলো 'আলিম-'উলামার পদস্খলন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) 'আলিম-'উলামার পদস্খলনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন :

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتى على الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولايبقى من القرأن الا رسمه مساجدهم عمرة وهى خراب من الهدى علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔

"হযরত 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : 'অদূর ভবিষ্যতে মানুষের এমন এক যুগ আসবে যখন নাম ব্যতিরেকে ইসলামের আর কিছু থাকবে না, আর অক্ষর ব্যতীত কুর'আনেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মাসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিদায়াত শূন্য হবে। তাদের 'আলিমগণ হবে আকাশের নীচে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, আর তাদের পক্ষ হতেই দীন সংক্রান্ত ফিত্না প্রকাশ পাবে, অতঃপর সে ফিত্না তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।"[৩১৭]

عن زياد بن حدير قال قال لى عمر هل تعرف مايهدم الاسلام قال قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين۔

"হযরত যিয়াদ ইব্ন হুদাইর (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 'উমার (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'আলিমদের পদস্খলন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে মুনাফিকের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং ভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।"[৩১৮]

৩১৭. *মিশকাত*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং-২৫৭
৩১৮. *মিশকাত*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং-২৫০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। কুর'আন ও হাদীস থেকে তারা জ্ঞানার্জন করে না। সমাজের 'আলিম-'উলামাদের থেকেই ধর্মের জ্ঞান লাভ করে। সরলমনা এই মানুষগুলো 'আলিমদেরকে খুব ভালবাসে। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস করে। তাই ইসলামকে জানার জন্য সরল বিশ্বাস নিয়েই চলে যায় 'আলিমদের কাছে। তারা যেভাবে ইসলামকে বুঝায় সেভাবেই তারা বুঝে। ইসলামের ব্যাপারে তাদের দেয়া ফাতওয়া যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করে না। ফলে এসব সুবিধাভোগী ও দুনিয়াদার 'আলিমদের ফাত্ওয়া অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্মের নামে ভ্রান্ত কোন বিষয় তারা অনুসরণ করছে।

সাধারণ মানুষের এই সরলতাকে পুঁজি করেছে এক শ্রেণীর 'আলিমরা। অন্যের বাড়িতে সামান্য এক বেলা একটু দা'ওয়াত খাওয়া, কিছু হাদিয়া নেয়া, মসজিদের ইমামতি টিকিয়ে রাখার জন্য এই শ্রেণীর লোকেরা নিজের ঈমান ও আত্মমর্যাদাবোধকে ম্লান করে ফেলছে। সামান্য কিছু টাকা, রাষ্ট্রের কিছু সুযোগসুবিধা পাওয়ার আশায় তারা ফাত্ওয়া পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে। সাধারণ মানুষ এ বিষয়গুলো না বুঝার কারণে তাদের দেয়া সমাধানকে ইসলাম মনে করে। যা ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা

কাওমী মাদ্রাসার সমস্যা

১৮৬৬ সালে ভারতের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা'। তারই অনুকরণে বাংলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে কাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের কাওমী মাদ্রাসাসমূহ দারুল 'উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার পাঠদান কর্মসূচী অনুসরণ করে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে কাওমী মাদ্রাসার অনেক অবদান থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো লক্ষ্য করা যায়:

আধুনিক শিক্ষার অভাব

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নির্ধারণ করা পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয় এ শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফলে এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা আধুনিক যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করার জন্য ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিষয়সমূহের যথার্থ জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাওমী মাদ্রাসাসমূহ এ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। এর ফলশ্রুতিতে এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা আধুনিক সমাজের অনেক স্থানে তাদের জায়গা করে নিতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিত মানুষের কাছে ইসলামের যথার্থতা উপস্থাপন করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষার চর্চা কম

সব ভাষাই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আরবী ভাষা কুর'আন ও হাদীসের ভাষা হওয়ার কারণে মুসলিমরা এ ভাষাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ ভাষার এ বৈচিত্রকে তাঁর নি'আমত বলে আখ্যায়িত করে বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ-

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[৩১৯]

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ-

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩২০]

এ আয়াত দুটি থেকে মাতৃভাষা সম্পর্কে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝা যায়। আম্বিয়া (আ.) নিজের ভাষায় দা'ওয়াত প্রচার করেছেন। তাই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অথচ বাংলা ভাষা শিখার মত উল্লেখযোগ্য বাংলা সাহিত্য অথবা ব্যাকরণ তাদের পাঠ্যসূচীতে নেই। ফলে মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে মাতৃভাষায় যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা যায়। তাদের অনেকেই সমাজের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সামনে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারেন না। আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহ্‌ফিলে শুদ্ধ ভাষায় কথা না বলার কারণে সাধারণ মানুষের মন আকর্ষণ করতে পারে না।

কর্মবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা মানুষকে স্বাবলম্বী হতে শিখায়। শিক্ষিত হওয়ার পর একজন মানুষ সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদ হওয়া উচিৎ। ইসলাম মানুষকে কর্ম করতে উৎসাহ দেয়। সালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র দেয়া রিয্‌ক অন্বেষণ করার জন্য পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২১]

---

৩১৯. *আল-কুর'আন*, ৩০:২২

৩২০. *আল-কুর'আন*, ১৪:৪

৩২১. *আল-কুর'আন*, ৬২:১০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কর্মমুখী শিক্ষা খুবই জরুরী। কারণ তারা যদি সমাজের বোঝা হয়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষ ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ হারাবে। তাদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষা থেকে দূরে রাখবে এবং এ শিক্ষার ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কথা সমাজের মানুষ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না।

কাওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের আলোকে কর্মমুখী নয়। তাদের পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরিসহ অন্যান্য বিষয়গুলো পড়ানো হয় না। ফলে দাওরা হাদীস শেষ করে কর্মক্ষেত্রে এ শিক্ষা কাজে আসে না। ব্যক্তিগতভাবে এসব ছাত্ররা হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে।

বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি

ইসলাম বিজ্ঞানসম্মত এক বাস্তবমুখী জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কুর'আন হলো বিজ্ঞানের উৎস। আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোন আবিষ্কার নেই, যা কুর'আনের কোন নীতিমালার সাথে বিরোধ হয়। ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়া হতো। অথচ বাংলাদেশের কাওমী মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিহার করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাকে কখনো উৎসাহিত করা হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষা চলু করার পরামর্শ যারা দেন তাদেকে সুদৃষ্টিতে দেখা হয় না। অথচ এই শিক্ষার স্বতন্ত্র বজায় রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করা সম্ভব বলে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের অনেক মুসলিম পণ্ডিতই পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা

কাওমী মাদ্‌রাসাগুলো সরকারী কোন অনুদান গ্রহণ করে না। নিজস্ব কোন ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই। মানুষের দান, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদিই তাদের আয়ের উৎস। মাদ্‌রাসা পরিচালনার স্বার্থে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা জনগণের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে। এর ফলে মানুষের সামনে তারা বড় গলায় হক কথা বলতে পারে না। দাতাদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদও করতে পারে না।

শিক্ষকদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বেতন দেয়া হয়। শিক্ষকগণ হলেন জাতি গঠনের মহান কারিগর। মহানবী (সা.) নিজেই একজন শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব একজন শিক্ষক তখনই সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন যখন তাঁর মাথা থেকে রুটি ও রুজি-রোজগারের কোন চিন্তা থাকবে না। কাওমী মাদ্‌রাসার একজন শিক্ষককে মাস শেষে যে টাকা বেতন দেয়া হয় তা দিয়ে একটি সংসার চালানো দূরের কথা একজন ব্যক্তিরই প্রয়োজন মেটানো কঠিন। তাই পরিবারে অভাব রেখে একজন মানুষ নিষ্ঠার সাথে ইসলামের সেবা করে যাবে, এমনটি আশা করা অনুচিত।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব

শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। কারণ উচ্চ শিক্ষা অর্জন করলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য স্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু কাওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষকদের এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। যার ফলে এসব শিক্ষকগণ পুরাতন ধারায় তাদের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে নতুনত্ব পাওয়া যায় না।

‘আলিয়া মাদ্‌রাসার সমস্যা

অনুবাদ গ্রন্থ ও গাইড নির্ভর লেখাপড়া

অতীত কালের ‘আলিমগণ জ্ঞানার্জনের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। তাদের সময়ে কুর’আন ও হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহের কোন অনুবাদ গ্রন্থ বা গাইড বই ছিল না। মৌলিক গ্রন্থসমূহই তাঁদেরকে পড়তে হতো। ফলে তাঁরা কুর’আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু বর্তমানে খুব কম ‘আলিয়া মাদ্‌রাসাতেই মৌলিক গ্রন্থ পড়ানো হয়। সিলেবাসগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ মাদ্‌রাসতেই চলে অনুবাদ গ্রন্থ ও গাইড নির্ভর লেখাপড়া। জ্ঞানার্জন নয় পরীক্ষায় পাশ করা বা ভাল ফলাফল করাই এদের উদ্দেশ্য।

‘আমল-আখলাকের ব্যাপারে উদাসীনতা

মাদ্‌রাসার সিলেবাসে কুর’আন, হাদীস ইত্যাদি বিষয় থাকলেও ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ‘আমল-আখলাকের ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কুর’আন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের জীবনে এর শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা এবং এর আলোকে নিজের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা করা। কিন্তু বর্তমানে ‘আলিয়া মাদ্‌রাসার অনেক ছাত্র ও শিক্ষক ব্যক্তি জীবনে ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুসরণ করেন না। শিক্ষকগণ মাদ্‌রাসার নিয়ম অনুযায়ী বাহ্যিক সুন্নাতগুলো অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু এসব সুন্নাতের বাইরে ইসলামের আসল বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণই উদাসীন।

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ

শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী জ্ঞানার্জন করা বৈধ নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্র জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কিন্তু ‘আলিয়া মাদ্‌রাসার খুব কম ছাত্র-শিক্ষকই এ ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মত সার্টিফিকেট অর্জন করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দীনী জ্ঞান অর্জন করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيمه يعني ريحها-

"হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করবে, যদ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, (সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে, পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যা অর্জন করবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবে না।"[৩২২]

عن سفيان ان عمر بن الخطاب قال لكعب من ارباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع-

"হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : হযরত 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) একদা হযরত কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মতে ইল্‌মের পৃষ্ঠপোষক কারা ? তিনি জবাব দিলেন- তাঁরাই যারা ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমল করেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আলিমদের অন্তর হতে ইল্‌মকে বের করে দেয় কিসে ? তিনি বললেন, (সম্পদ ও প্রতিপত্তির) লালসা।"[৩২৩]

মাক্‌তাবের সমস্যা

প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত মাক্‌তাবগুলোই মুসলিম শিশুদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি গড়ে তুলছে। কিন্তু বর্তমানে মাক্‌তাবগুলি প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মাক্‌তাবের শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে :

অর্থনৈতিক সমস্যা

মাক্‌তাবের কোন ছাত্রদের থেকে বেতন নেয়া হয় না। দান, যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি আয়ের উৎস। যার ফলে শিক্ষকদেরকে যথাযথ বেতন দেয়া হয় না। এ কারণে কোন ভাল শিক্ষক এখানে আসেন না। শহর অঞ্চলে বর্তমানে যারা কুর'আনের ভাল ক্বারী, তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বাচ্চাদেরকে কুর'আন পড়ালে রোজগার বেশী হয়। ফলে মাক্‌তাবে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট টিউশনী করানোর গুরুত্বই বেশী দেন।

সেকেলে শিক্ষানীতি

এর শিক্ষা-পদ্ধতি সেকেলে বা পুরানো। এর শিক্ষা-পদ্ধতিকে যুগোপযুগি করার কোন গবেষণা করা হয়নি এবং কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। ৪-৬ বছরের বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া উচিৎ অডিওভিজুয়াল বা দেখাশোনার মাধ্যমে। কাঠ বা প্লাস্টিকের সাহায্যে খেলার মাধ্যমে অক্ষর

৩২২. *আবূ দাউদ*, কিতাবুল 'ইলম, বাবু ফী তলাবিল 'ইলমি লিগায়রিল্লাহি, হাদীস নং-৩৬৬৪
৩২৩. *মিশকাত*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং-২৪৭

পরিচয় দেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। প্রোজেক্টর দিয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে বাচ্চাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু হয়েছে। মাক্তাবের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব আধুনিক উপকরণগুলির কোন ব্যবহার নেই।

বৈষয়িক প্রতিযোগিতা

মাক্তাবে পড়াশোনা করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, সাংবাদিক, ব্যাংকার হওয়া যায় না। বাচ্চাদের তাই এসব পেশায় যেতে হলে বাচ্চাদের শিক্ষা জীবনের প্রথম থেকেই বাংলা অথবা ইংলিশ মিডিমায়াম স্কুলে পড়াতে হবে। তাই ৩-৪ বছরের বাচ্চাদেরকে মাক্তাবে পাঠানোর পরিবর্তে এখন পাঠানো হচ্ছে স্কুলের প্লে, নার্সারী গ্রুপে। শিক্ষিত ও সচেতন অভিভাবকদের এ ধরনের মানসিকতার ফলে মাক্তাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদেরকে পাঠানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র গরীব ও নিচু শ্রেণীর সন্তানেরাই কুর'আন শিখার জন্য এখানে আসছে।

তাবলীগ জামা'আতের সমস্যা

ইসলাম প্রচারের জন্য যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে তাবলীগ জামা'আত সবচেয়ে বড় সংগঠন। এটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারে সংগঠনটির অনেক ভূমিকা থাকলেও কিছু দুর্বলতা বা সমস্যা দেখা যায়। নিম্নে তাবলীগ জামা'আতের কিছু দুর্বল দিক উল্লেখ করা হলো :

কুর'আন ও হাদীস চর্চার অভাব

আল-কুর'আন হলো মানব জাতির হিদায়াতের উৎস। আমাদের সকল সমস্যার সহজ ও সুন্দর সমাধান একমাত্র কুর'আনই দিতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এই কুর'আন দিয়েই একটি মূর্খ ও বর্বর জাতিকে বিশ্ব সেরা আদর্শবান জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সাহাবীগণও এ কুর'আন দিয়েই অর্ধ পৃথিবী শাসন করে সুখ-শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একমাত্র কুর'আনই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

الٓر كِتَابٌ أَنزَلۡنَاهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ-

"আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোতে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।"[৩২৪]

৩২৪. *আল-কুর'আন*, ১৪:১

Dhaka University Institutional Repository

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ-

"আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।"[৩২৫]

তাবলীগ জামা'আতে কুর'আন চর্চার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তিন দিন অথবা চিল্লায় থাকাকালীন সময়ে 'কুর'আন মাশ্ক' নামক একটি মাত্র 'আমল আছে। সাধারণত বেলা দশটা অথবা এগারটার সময় এ 'আমল করা হয়। সেখানে কুর'আনের ত্রিশতম পারার শেষের দশটা ছোট ছোট সূরা পড়ানো হয়। এর বাইরে কুর'আন শিখানোর কোন প্রোগ্রাম নেই। জামা'আতে থাকাকালীন অবসর সময়ে কুর'আন তিলাওয়াত করলে কোন মন্তব্য করা হয় না। কিন্তু যদি 'আলিম নন এমন কোন সাধারণ মানুষ কুর'আনের অর্থ অথবা তাফসীর পড়ে তাহলে অনেক সময় তাকে নিষেধ করা হয়। তাবলীগ জামা'আতের অনেক মুরব্বীরাই বলেন, 'শুধু 'আলিমগণই কুর'আনের অর্থ পড়বেন। যারা সাধারণ মানুষ তারা অর্থ পড়তে গেলে কুর'আন ভুল বুঝবেন। তাই এটা পড়া যাবে না।'

মুরব্বীদের অন্ধ অনুসরণ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাড়া কারো সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহ্র পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রব বা ধর্মের চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের এ নীতি গ্রহণ না করার জন্য মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন :

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَـٰهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতদেরকে ও সংসার-বিরাগিগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-তনয় মসীহ্কেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র!"[৩২৬]

আদী ইব্ন হাতিম (রা.) ইসলাম কবূল করার পর রাসূল (সা.) এর কাছে আসলে রাসূল (সা.) কুর'আনের এই আয়াত পাঠ করলেন। আদী (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ইয়াহুদী ও নাসারারা তো তাদের 'আলিমদের উপাসনা করে না।' রাসূল (সা.) বললেন, 'তারা তাদের

৩২৫. *আল-কুর'আন*, ১৬:৮৯

৩২৬. *আল-কুর'আন*, ৯:৩১

Dhaka University Institutional Repository

'আলিমদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদের উপাসনা করার শামিল।"[৩২৭]

কুর'আনের এই আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের বিধি-বিধানের অনুমোদন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে এবং সেটাই চূড়ান্ত। কিন্তু তাবলীগ জামা'আতের অনেক অনুসারীই তাদের নেতা বা মুরব্বীদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। মুরব্বীদের মতের বিপরীতে যদি কখনো কুর'আনের আয়াত বা হাদীসের কোন দলীল দিয়ে কিছু বলা হয় তবুও তারা সেটা মেনে নিতে চান না। কুর'আন বা হাদীসের কথা বলা হলে 'আমাদের মুরব্বীরা কি কম বুঝেন ? তারা এত বড় বড় 'আলিম হয়ে ভুল করতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।' ইত্যাদি কথা বলে কুর'আন বা হাদীসের দলীলকে গ্রহণ করেন না।

জাল হাদীস এবং ভিত্তিহীন কাহিনীর চর্চা

মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে কোন কাজের আদেশ করেছেন অথচ এর রূপরেখা বা পদ্ধতি কী হবে তা বলে দেন নি এমনটি কখনো হয়নি। কখনো কুর'আনে সে আদেশের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন আবার কখনো রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে তার রূপরেখা বলে দেয়া হয়েছে। যার বিবরণ আমরা হাদীসের ভিতরে পাই। ইসলামের পথে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া ফার্‌য। এ ফার্‌য 'আমলটি কী পদ্ধতিতে করতে হবে, তার পূর্ণ বিবরণ বা রূপরেখা কুর'আন ও হাদীসের ভিতরে পাওয়া যায়। তাই মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকতে হলে সে পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি হওয়া উচিৎ। দা'ওয়াত ও তাবলীগের সৎ নিয়তেই কোন ধরনের কাহিনী বানানোর দরকার নেই। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ-

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি তা না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[৩২৮]

মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, দা'ওয়াত ও তাবলীগ হবে মহান আল্লাহ্‌র ওহী ভিত্তিক। এর বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন বা সুযোগ নেই। রাসূল বা সাহাবাগণ এ কাজ করেন নি। রাসূল (সা.) সারা জীবনে বর্বর, অসভ্য ও মূর্খ জাতিকে ওহীর ভিত্তিতেই ইসলামের পথে নিয়ে এসেছেন। গঠন করেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা।

---

৩২৭. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৮-১১, পৃ.৬৪০

৩২৮. *আল-কুর'আন*, ৫:৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান যুগে যারা তাবলীগ জামা'আত করেন, তাদের অনেকেরই কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান নেই। ফলে তারা প্রচলিত বিভিন্ন মিথ্যা ও উদ্ভট কাহিনী বর্ণনা করে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। কোন মুরব্বী রাসূলের নামে কোন হাদীস বললে সে হাদীসটি সহীহ্ না দুর্বল যাচাই না করেই শ্রোতারা সে হাদীস বর্ণনা করেন। কোন কিচ্ছা বা কাহিনী কেউ বললে অন্যরা সেটা যাচাই না করেই প্রচার করেন। এমনকি এ বিষয়টির শুদ্ধতা নিয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে 'অমুক মাওলানার থেকে শুনেছি, তিনি অনেক বড় 'আলিম, তিনি ভুল করতে পারেন না, তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস আছে' এ ধরনের অযৌক্তিক কথা বলে সত্য বিষয়টি মানতে চান না। অথচ ইসলামের পথে আহ্বানকারী ব্যক্তির মাঝে এ ধরনের চরিত্র থাকা কখনো উচিত নয়। সত্যকে মেনে নিয়ে সত্য প্রচার করাই তাদের কাজ। মহান আল্লাহ্র অশেষ করুণায় রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর সাহাবাগণের প্রচেষ্টায় পবিত্র কুর'আন একত্রিত করা হয়েছে। সাহাবাগণের মৃত্যুর পর একদল মহামনীষীর আগমন হয়েছে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাসূল (সা.) এর সহীহ্ হাদীসগুলোকে যাচাই করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে কুর'আন ও সহীহ্ হাদীসসমূহের অনুবাদসহ ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাই কোনটি সহীহ্, কোনটি দুর্বল, কোনটি জাল এবং কোনটি বানানো কাহিনী এটা যাচাই করা কঠিন কোন কাজ নয়। সুতরাং কোন মুরব্বী কোন হাদীস বা কোন ঘটনা বললে তার সত্যতা যাচাই করে মানুষের সামনে কেবল সহীহ্টি বিষয়টি গ্রহণ করাই হবে কল্যাণকর পথ।

কয়েকটি মৌলিক পরিভাষার বিকৃতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও পর্বের দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। 'ইবাদতের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। কোনটা ফার্য, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা সুন্নাত আবার কোনটা নাফ্ল হিসেবে 'আমলসমূহকে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখারই ভিন্ন ভিন্ন হুকুম ও গুরুত্ব রয়েছে। দা'ওয়াত, জিহাদ ও হিজরত এই তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ফার্য 'আমল। এই তিনটি পৃথক 'আমলের জন্য কুর'আনের পৃথক পৃথক আয়াত রয়েছে। সুতরাং একটির সাথে অন্যটিকে কোনভাবেই মিলানো যায় না। রাসূল (সা.) এর জীবনীতেও এই তিনটি 'আমল পৃথকভাবেই করতে দেখা যায়। কিন্তু তাবলীগ জামা'আতের অনুসারীগণ এই 'আমলগুলোকে একটির সাথে আরেকটি মিলিয়ে ফেলেন। দা'ওয়াতী কাজের সময় জিহাদ সংক্রান্ত কুর'আনের আয়াত, হাদীস, রাসূল ও সাহাবীগণের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেন। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য দা'ওয়াত ও জিহাদের পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়। আবার দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে গাশ্তে, তিনদিনে অথবা চিল্লায় বের হলে সেটাকে কখনো হিজরত আবার কখনো ফী সাবীলিল্লাহ্ বলে কুর'আনের আয়াত বা হাদীস থেকে দলীল পেশ করেন। এ ধরনের বক্তব্যের কারণে ইসলামের এ মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষাগুলোর অর্থ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ এসব গুরুত্বপূর্ণ আহ্কামের প্রকৃতরূপ সঠিকভাবে জানতে পারছে না।

ইসলামী সংগঠনগুলোর সমস্যা

ক্ষমতার লোভ

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِى ٱلأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ-

"এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[৩২৯]

খুলাফায়ে রাশিদীনের মাঝে ক্ষমতা নেয়ার কোন লোভ ছিল না। রাসূল (সা.) মারা যাওয়ার পর কোন সাহাবীই ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাননি। অন্যান্য সাহাবাগণের পরামর্শে আবূ বক্র (রা.) খলীফা হয়েছেন। 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা.) এর সময়েও বিষয়টি এমনই হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তাদের অনেকের মাঝেই ক্ষমতার লোভ দেখা যায়। তারা অন্যের চেয়ে নিজেকে যোগ্য দাবী করেন। নেতা কে হবেন, তা নিয়ে দলের অনুসারীরাও দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে যায় এবং বাদানুবাদ চলতে থাকে। অনৈসলামী দলের মত ইসলামী দলের মাঝেও 'এলাকা ইজম' নামে একটি টার্ম আছে। যা একটি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চেতনা। ইসলামী রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোন অনুসারীরই এ ধরনের সংকীর্ণ চেতনা লালন করা উচিত নয়। অথচ বাংলাদেশে যারা ইসলামী রাজনীতি করেন তাদের অনেকেই এ সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাস করেন। ফলে দলের মাঝে প্রকৃত যোগ্য লোকেরা নেতৃত্বে আসতে পারে না। দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। অনুসারীরা নেতা বা আমীরের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে চান না। গোটা দলেই এর প্রভাব পড়ে।

মৌলিক দা'ওয়াতের গুরুত্ব কম

ইসলামের মৌলিক দা'ওয়াতের বিষয় তিনটি। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। মাক্কী জীবনে রাসূল (সা.) এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের দিকে দা'ওয়াত দিয়ে মানুষকে ইসলামের পথে নিয়ে এসেছেন। এই তিনটি বিষয়য়েই আল-কুর'আনের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষটি যখন তাওহীদকে মনে প্রাণে মেনে নিবে, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত কোন কাজ করতে পারবে না। প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহ্র হুকুমকে তালাশ করতে থাকবে। এই চরিত্রের সাথে যখন পরকাল বা আখিরাতের ভয় যোগ করা হয় তখন সে ব্যক্তি কোন ধরনের অপরাধে জড়াতে পারে না। তাঁর দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যই ছিল

৩২৯. *আল-কুর'আন*, ২৮:৮৩

Dhaka University Institutional Repository

একজন মানুষকে কীভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে। এই দর্শন নিয়েই বর্বর, অসভ্য জাতিকে এমনভাবে গঠন করলেন, যে জাতি গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিল এবং এমন সমাজ গঠন করল যা বিশ্বের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

বর্তমানে ইসলামী সংগঠনগুলো যেভাবে দা'ওয়াতী কাজ করছে, তা রাসূল (সা.) এর দা'ওয়াতের সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল নয়। মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাক এ বিষয়ের চাইতে তাদের দলীয় দা'ওয়াতই বেশী প্রচার করে থাকে। তাদের দা'ওয়াতী কর্মসূচীতে রাজনীতি সংক্রান্ত কুর'আনের আয়াত ও হাদীস নিয়ে আলোচনা বেশী করা হয়। ফলে ইসলামী রাজনীতিতে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন লোকেরা তাদের আলোচনায় বসতে চায় না, তাদের কাছে ধর্মের দা'ওয়াতও পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

আত্মশুদ্ধির অভাব

আত্মশুদ্ধি বিষয়ক আলোচনা ইসলামী দা'ওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ-

"তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্মত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৩৩০]

আত্মশুদ্ধি ইসলামী দা'ওয়াত ও আন্দোলনের কর্মীদের জন্য খুবই জরুরী। এ পথের কর্মীরা যদি পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী না হন তবে সাধারণ মানুষ তাদের দা'ওয়াত শুনবে না। বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির কর্মীদের মাঝে আত্মশুদ্ধির চর্চা খুবই কম। দলীয় সিলেবাসে এই বিষয়ে একটি অধ্যায় থাকলেও বাস্তবে এর চর্চা নেই বললেই চলে। এ কারণেই দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার পরও অনেক নেতার মাঝে অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। একজন ইসলামের পথের দা'ঈ হিসেবে এ চরিত্রগুলো কখনো থাকা উচিৎ নয়।

ইসলামী দা'ওয়াতের নামে অপতৎপরতা

ভণ্ড পীর ও মাযার-ফকীরের দা'ওয়াত

বাংলাদেশে পীর প্রথা অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে পীরদের অবদান অনেক। অতীতকালে অনেক পীরই আল্লাহ্র দীন প্রচারের জন্য নিজের ধন-সম্পদ,

৩৩০. *আল-কুর'আন*, ৬২:২

Dhaka University Institutional Repository

জীবন-যৌবন ব্যয় করেছেন। তাঁদের অবদানের কারণেই বাংলাদেশে এখন নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলিম। কিন্তু বর্তমানে পীরদের অবস্থা আগের মত নেই। অধিকাংশ পীরদের আস্তানাগুলো ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে ধোকা দিয়ে লুফে নিচ্ছে তাদের ঘাম ঝরানো অর্থ। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সরলমনা। ধর্মের সঠিক জ্ঞান তাদের কাছে না থাকলেও ইসলামের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। আর এটাকেই পীররা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। সরলমনা মানুষের কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে ধর্মের নামে মিথ্যা, বানোয়াট ও অলৌকিক কিস্সা বর্ণনা করে তাদের কাছে টেনে নিচ্ছে। পীরদের কারামাত বা অলৌকিক শক্তির নাম করে বানানো মিথ্যা ঘটনার মাধ্যমে মানুষের মন-মগজে শির্ক ও বিদ'আত ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

দেওয়ানবাগী পীরের সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সহজ পথ' নামক বইয়ে পীরের সাথে দিল মিশানোর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"আমার মহান দরদী মোর্শেদ কেব্‌লাজান ইমাম শাহ্‌ চন্দ্রপুরীর উপদেশাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে দিল মিশানো। তিনি তাঁর মুরীদ সন্তানদিগকে পাপ সাগর হতে উদ্ধার করে অতি অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে ফানা-বাকা হাছিল করে যাতে সহজে মন্‌জিলে মক্‌সুদে পৌঁছতে পারে সেই জন্য দিল মিশানোর প্রচলন করে গিয়েছেন। ক্ষমতাসম্পন্ন অলী-আল্লাহ্‌ ছাড়া দিল মিশিয়ে দিতে পারে না। কেননা, দিল মিশানোর সাথে সাথে মুরীদের দিল হতে যত প্রকার গুনাহের ময়লা, গুনাহের পাহাড়, গুনাহের যুল্‌মত ও যত প্রকার বিমার আছে সর্বপ্রকার বিমার ও গুনাহের ময়লাসমূহ অনেক সময় পীরের দিলে চলে আসে, আর পীরের দিল হতে আল্লাহ্‌র নূর মুরীদের দিলে পড়ে ঐ দিলকে রৌশন করে দেয়। তাই মুরীদের যাবতীয় পাপ হজম করার ক্ষমতা না থাকলে পীর সাহেব অনেক সময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটা একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যেতে পারে, যেমন- যদি একটি বদ্ধ পুকুরে গ্রামবাসী সবাই ৫/৭ বার ময়লা ফেলে তবে ঐ পুকুরের পানি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত পুকুরটি যদি কোন সাগরের সাথে সংযুক্ত হয় তবে সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটার টানে ময়লা আবর্জনা সমুদ্রে চলে যাবে এবং পুকুর ও পুকুরের পানির কোনই ক্ষতি হবে না। তদ্রূপ যেসব পীর সাহেবদের ফানা-বাকা হাছিল আছে, তাঁদের দিলের সাথে মুরীদ দিল মিশালে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না, কেননা তাঁদের দিল সমুদ্রতুল্য। তাঁর সব সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র সাথে ফানা থাকেন।[৩৩১]

বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ পীর হলেন চরমোনাই। তাদের প্রকাশিত ভেদে মারেফত নামক বইয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে: "শামছুত তিবরিজী নামক এক পীর রোমে যাচ্ছিলেন।

৩৩১. সূফী সম্রাট মাহ্‌বুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী, *আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সহজ পথ* (ঢাকা : বাবে রহমত ভবন, সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ.৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পথে একটি ঝুপড়ির মধ্যে এক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়ে কাঁদতে দেখলেন। হুজুর বৃদ্ধকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ উত্তর করলেন, 'হুজুর! এই পৃথিবীতে আমার খোজঁ-খবর নেয়ার মত আর কেই নেই। একটি পুত্র ছিল, সে আমার যথেষ্ট খিদমত করত। তার ইন্তিকালের পর সে একটি নাতি রেখে যায়, ঐ বার বছর বয়স্ক নাতি একটি গাভী পালন করে আমাকে দুগ্ধ খাওয়াতো এবং আমার খিদমত করত। সেই নাতির লাশ এখন সম্মুখে দেখছেন। এখন উপায় না দেখে কাঁদছি।' হুজুর বললেন, 'ঘটনা কি সত্য?' বৃদ্ধ উত্তর করলেন 'সত্য, সত্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।' তখন হুজুর বললেন-'হে ছেলে! তুমি আমার হুকুমে দাঁড়াও।' তখনই ছেলেটি উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমার দাদু কোথায়?' দাদা স্নেহভরে কোলে জড়িয়ে বলল, 'দাদা তুমি মরেছিলে, এখন কিরূপে জীবিত হলে?' নাতি বলল, 'আল্লাহ্‌র ওলী আমাকে জিন্দা করেছেন।' এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর খাঁটি মুসলিম বাদশাহর কাছে এই খবর পৌঁছানো হলো। বাদশাহ্ কুতুব সাহেবকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর আপনি কি বলে এই বৃদ্ধের নাতিকে জিন্দা করেছেন?' তিনি বললেন, 'আমি বলেছি, হে ছেলে! তুমি আমার আদেশে জীবিত হয়ে যাও।' বাদশাহ্ বললেন, 'আফসোস! যদি আল্লাহ্‌র আদেশে জিন্দা হতে বলতেন।' কুতুব সাহেব উত্তর করলেন, 'মা'বূদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করব–তাঁর আন্দাজ নেই? এই বৃদ্ধের একটিমাত্র পুত্র ছিল তাও নিয়ে নিয়েছে। বাকী ছিল এই নাতিটি, সে গাভী পালন করে কোনরূপ জিন্দেগী গুজরান করত, এখন এটিও নিয়ে গেল। তাই আল্লাহ্ পাকের দরবার হতে জোরপূর্বক রূহ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি।"[৩৩২]

সৈয়দ মহাম্মদ এসহাক বলেন, "ফানা তিন প্রকার। ক) ফানা ফিশ্‌শায়েখ খ) ফানা ফির রাসূল এবং গ) ফানা ফিল্লাহ্।" ফানা ফিশ্‌শায়েখ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন: "কামিল পীরের আদেশ পেলে নাপাক শরাব দ্বারাও জায়নামায রঙ্গিন করে সেখানে নামায পড়। অর্থাৎ শারী'আতের কামিল পীর সাহেব যদি এমন কোন আদেশ দেন, যা প্রকাশ্যে শারী'আতের খেলাপ হয়, তবুও তুমি তা নির্দ্বিধায় আদায় করবে। কেননা তিনি সব রাস্তা তৈরী করেছেন। তিনি তার উঁচু-নিচু, ভাল-মন্দ চিনেন। কম বুঝের দরুন যাহিরভাবে যদিও তুমি তা শারী'আতের খেলাপ দেখ কিন্তু তা খেলাপ নয়।"[৩৩৩]

ফানা ফিল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানসূর হাল্লাজের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, "যখন মানসূর হাল্লাজ আনল হাক্ (أنا الحق) যিক্‌র করেছিলেন, তখন বাদশাহ্ তার মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য মানসূরকে কারাগারে বন্দী করে। বন্দী মানসূরের অবস্থা দেখার জন্য বাদশাহ্ চার দিন জেলখানায় যায়। প্রথম দিন গিয়ে দেখেন, মানসূর আনাল হাক্ (أنا الحق) যিক্‌র করে।

৩৩২. সৈয়দ মুহাম্মদ এসহাক, *ভেঁদে মারেফত* (ঢাকা : আল-এসহাক প্রকাশনী, প্রকাশকাল ফাল্গুন,১৩৯৭), পৃ.১৫

৩৩৩. সৈয়দ মুহাম্মদ এসহাক, *আশেক মা'শুক বা এস্কে এলাহী* (ঢাকা : আল-এসহাক প্রকাশনী ফাল্গুন-১৩৯৭), পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখে মানসূর সেখানে নেই অথচ তার হাত পায়ের বেড়ী মাটিতে পড়ে রয়েছে, দরজাও ঠিকমত বন্ধ হয়ে আছে। তৃতীয় দিন আবার মানসূর তার স্থানে আছে এবং আনাল হাক্ (أنا الحق) যিক্‌র করছে। চতুর্থ দিন মানসূর নেই, আছে মস্তবড় নদী, কেবল পানি থৈ থৈ করছে। মৃত্যুর আগমুহূর্তে বাদশাহ্ মানসূরকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানসূর আমি একদিন জেলখানায় গিয়ে দেখি তোমার পায়ের বেড়ী জমিনে পড়ে আছে তুমি সেখানে নেই। দ্বিতীয় দিন ঠিকভাবে পেলাম, তৃতীয় দিন সব সমুদ্র, চতুর্থ দিন আবার সবকিছুই ঠিকমত ছিল। বিষয়টা একটু আমাকে বুঝাও।' মানসূর জবাব দিলেন, 'তাৎপর্য হলো এই যে, প্রথম দিন আমাকে পাননি সেদিন আল্লাহ্‌পাক আমাকে ডেকেছিলেন, তাঁর দীদারের জন্য মাশুকের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমাকে না পেয়ে সমুদ্র পেয়েছেন সেদিন আল্লাহ্ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তাই নূরের মধ্যে সব ফানা হয়ে গিয়েছিল।"[৩৩৪]

শী'আ সম্প্রদায়ের দা'ওয়াত

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতি এবং মুসলিমদের অব্যাহত বিজয়ের যুগে এমন একদল লোক কপটভাবে ইসলামে প্রবেশ করে বিশাল মুসলিম সমাজে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, যাদের উদ্দেশ্যই ছিল সুযোগ পেলেই ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠা। এদের অধিকাংশই ছিল ইহুদী। এদের নেতৃত্বে ছিল ইয়ামানের ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবাহ্। হযরত 'উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে সে ইসলাম কবুল করেছিল। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম কবুল করে সে মক্কা, মদীনা, 'ইরাক, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি এলাকা ভ্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত মিশরকেই সে তার কাজের জন্য সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল। কারণ, ইসলামের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে হওয়ায় মিশরের নবদীক্ষিত মুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে খুব পরিপক্ক হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন মুসলিমদের এ দুর্বলতার সুযোগে সেখানে তার দা'ওয়াতী কাজ করতে শুরু করল। 'আলী (রা.) এর খিলাফতকালে মু'আবিয়া (রা.) এর সাথে 'আলী (রা.) এর অনুসারীদের বিরোধকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। হযরত 'আলী (রা.) এর অনুসারী ও সমর্থকদের মাঝে তাঁর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করত। এভাবেই সে তার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে।[৩৩৫]

'আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সুন্নীদের সাথে শী'আদের কিছু বিরোধ রয়েছে। বিরোধপূর্ণ কয়েকটি মৌলিক 'আকিদার মধ্যে রয়েছে ইমামত বা বার ইমামে বিশ্বাস, আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা.) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য, কুর'আনে বিকৃতি, 'আলী (রা.) সহ রাসূল (সা.) এর পরিবারকে ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা ইত্যাদি।[৩৩৬]

---

৩৩৪. *আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

৩৩৫. 'আল্লামা সাইয়েদ মুহিব্বুদীন আল-খতীব, *শিয়া- সুন্নী ঐক্য প্রসংগ* (ঢাকা : কাওসার পাবলিকেশান্স, ১৯৯০), পৃ. ৫২

৩৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

Dhaka University Institutional Repository

৬১৭ হিজ্‌রীতে চেঙ্গীস খান ইরানে আক্রমণ করলে শী'আ সম্প্রদায়ের অনেক 'আলিম ভারতবর্ষে চলে আসেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা শাসনও করেন। হাসান গাংগু বাহমানী ৭৪৮ হিজ্‌রীতে দক্ষিণাত্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইউসূফ 'আদিল ৮৯৫ হিজ্‌রীতে বীজাপুরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তারা দু'জনই শী'আ মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের শাসনামলে শী'আ মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। সরকারীভাবে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে কিতাব রচনা এবং মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে শী'আ মতবাদ শিক্ষা দেয়া হতো। ভারত বিভক্তির পূর্বে জৈনপুর, হায়দারাবাদ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে শী'আদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[৩৩৭]

বাংলাদেশে শী'আ সম্প্রদায়ের অনুসারী কম হলেও তারা বিভিন্নভাবে ইসলামী 'আকীদার নামে ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৯৪ সালে ঢাকার ধানমণ্ডিতে ইরান কালচারাল সেন্টার নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানী সরকারের আর্থিক সহায়তায় এটি পরিচালিত হয়। সেখানে বিভিন্ন কোর্স ও প্রোগ্রামের মাধ্যমে শী'আদের আকীদা ও বিশ্বাস প্রচার করা হয়। এছাড়াও মুহাম্মাদপুর তাজমহল রোডে শী'আ সম্প্রদায়ের উদ্দ্যেগে ১৯৭০ সালে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেও শী'আদের মতাদর্শ প্রচার করা হয়। পুরান ঢাকার হোসাইনী দালানের ইমামবাড়ায় বর্তমানে শী'আ সম্প্রদায় জুমু'আর সালাত আদায় করে। মুহাম্মাদপুর শী'আ মসজিদের পশ্চিম দিকে আব্বাসিয়া মাদ্‌রাসা নামে শী'আদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী অঞ্চলে শী'আদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।[৩৩৮]

খ্রিষ্টান মিশনারীরর তৎপরতা

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১৫৭৬ সালে ফাদার অ্যান্টোনী ভাজ ও ফাদার পিটার ডায়াস এবং ১৫৮০ সালে রোমান ক্যাথলিক যাজকের আগমন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যন্ট ধর্মপ্রচারকগণের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচার কাজ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৭৯২, ১৭৯৫, ১৭৯৯ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি, লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ও চার্চ মিশনারী সোসাইটি নামে তিনটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ সালে যাজক উইলিয়াম কেরী বাংলায় আগমন করে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচার কাজ আরো সংগঠিত করে। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ১৮০৯ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী প্রেস থেকে মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিকূল মন্তব্য করা হলে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

১৮১৬ সালে জে. মার্শম্যান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮১৮ সালে ১০৩টি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় মোট ৬৭০৩ জন

৩৩৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২৩, পৃ.৭৫২

৩৩৮. তথ্যসূত্র, ইন্টারনেট, বাংলাদেশে শি'আ

ছাত্র-ছাত্রী ছিল।[৩৩৯] ১৮৮৭ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মিশনারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার শুরু করে।[৩৪০]

গরীব ও নিঃস্ব লোকদেরকে টার্গেট করে তারা তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ করে থাকে। এ জন্য তারা পাহাড়ী এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় মানব সেবার নাম করে কৌশলে ধর্ম প্রচার করছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় দাতাদের থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ এনে তারা খরচ করছে এসব এলাকার দরিদ্র জনগণের পেছনে। অর্থের অভাবে গরীব মানুষেরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস বিক্রি করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগী হওয়ার কারণে অর্থের কাছে অনেকে সহজেই তাদের ঈমান বিক্রি করে না। এ জন্য এসব খ্রিষ্টান মিশনারীরা অর্থের পাশা-পাশি ইসলামী পরিভাষা পরিবর্তন ও কুর'আনের আয়াতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। এমনকি প্রচলিত বাইবেলেও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করছে। যেমন ইঞ্জিল শরীফ, কিতাবুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি আরবী শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদেরকে গোলকধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে। এ ছাড়াও তাদের প্রচারিত অধিকাংশ বই-পুস্তকে কুর'আনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বিকৃতভাবে অনুবাদ করছে। যেমন '**কোরআনের আলোকে ঈসায়ী ঈমান**' নামে একটি প্রচারপত্রে 'ঈসা (আ.) ও খ্রিষ্টান ধর্মের পক্ষে কুর'আনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে কিছু আয়াতের ভুল অর্থ করেছে। যেমন সূরা মায়িদার ৪৬ এবং ৪৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ - وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ-

"মার্ইয়াম-তনয় 'ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের প্রত্যায়নকারীরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের প্রত্যায়নকারীরূপে এবং মুত্তকীদের জন্য পথনির্দেশ ও আলো। **ইন্‌জীল-অনুসারিগণ যেন, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়।** আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।"[৩৪১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুর'আনের অনুবাদ, তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন, তাফসীর ইব্ন কাসীরে আয়াতে উল্লিখিত وَلْيَحْكُمْ শব্দটিকে আম্‌র গায়িবের সীগাহ্ হিসেবে অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রচার পত্র '**কোরআনের আলোকে ঈসায়ী ঈমান**'-এ আয়াতের অর্থ করা হয়েছে :

৩৩৯. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ৪৪৫
৩৪০. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৯৫
৩৪১. *আল-কুর'আন*, ৫:৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

"ইঞ্জিলধারিগণ উহাতে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয় অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করে পক্ষান্তরে অবতীর্ণ বিষয়ে যারা বিধান দেয় নাই তারা অবাধ্য।" [৩৪২]

তাদের এ অর্থে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, আয়াতে ব্যবহৃত **أمر غائب** এর শব্দটিকে পরিবর্তন করে **مضارع معروف** এর অর্থ করা হয়েছে। যার ফলে এ আয়াত বা বাক্যের অর্থটির ভাবটি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতের وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ এ অংশের পরে ওয়াক্‌ফ আছে। ফলে এর সরল অনুবাদ করার সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য অনুবাদে দাঁড়ি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। পরের অংশ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ **ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ** অন্যান্য গ্রন্থে অনুবাদ করা হয়েছে **'আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।'** অথচ **'কোরআনের আলোকে ঈসায়ী ঈমান'**-এ অর্থ করা হয়েছে **'পক্ষান্তরে অবতীর্ণ বিষয়ে যারা বিধান দেয় নাই তারা অবাধ্য।'**

উল্লেখ্য যে, তাদের প্রচার পত্রটি শুরু করেছে بسم الله الرحمن الرحيم দিয়ে এবং প্রথমে কুর'আনের সূরা আন'আমের ১০৪ নং আয়াত উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন : قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ আয়াতটির অর্থ তারা এভাবে করেছে "রব্ব হইতে দিব্যজ্ঞান তোমাদের কাছে আসিয়াছে, তাই যে কেহ তা অর্জন করতে পারবে তা তার কল্যাণেই, ভ্রান্ত হইলে নিজেই হইবে, নহি আমি তোমাদের রক্ষক।" প্রচার পত্রের শেষে সূরা আলে-'ইমরানের ৬১ নং আয়াত উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ-

আয়াতটির অর্থ তারা এভাবে করেছে "এর পরও যে বিকৃত করিবে তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর, তবে তাকে বল : আস একত্রিত করি তোমাদের ও আমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদেরকে এবং আমাদের ও তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা শপথ পাঠ করি–মিথ্যুকদের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক।"[৩৪৩]

আয়াত দু'টির অর্থ পড়ে সাধারণ মানুষ ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিষয়গুলো চিন্তা করবে। আবার প্রত্যেকটি কথাই কুর'আনের আয়াত সূরার নাম ও আয়াত নাম্বারসহ উল্লেখ করেছে। যা একজন সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও বুঝে উঠা সম্ভব নয়। শেষ পৃষ্ঠায় বক্স করে লিখা হয়েছে "আপনি কি হযরত ঈসা মসীহ্‌ ও নাজাত সম্পর্কে

৩৪২. *কোর'আনের আলোকে ঈসায়ী ঈমান* (ঈসায়ী জামাত বাংলাদেশ, জি.পি.ও বক্স নং-৩২০০, ঢাকা-১০০০), পৃ. ১, প্রকাশের সাল উল্লেখ নেই

৩৪৩. *আল-কুর'আন*, ৩:৬১

Dhaka University Institutional Repository

আরো বিস্তারিত জানতে চান ? তাহলে আজই বিনামূল্যে কোর্সের জন্য নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখুন।"[৩৪৪]

দৈনিক আমার দেশের এক রিপোর্টের এক তথ্য অনুযায়ী গত বিশ বছরে পাবর্ত্য এলাকায় বার হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। খাগড়াছড়ি জিলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জিলায় চার হাজার একত্রিশটি পরিবার খ্রিষ্টান হয়েছে। বান্দরবানে রয়েছে ১১৭টি গির্জা। এখানে খ্রিষ্টান হয়েছে ছয় হাজার চারশত আশিটি উপজাতীয় পরিবার। রাঙামাটিতে চারটি চার্চ খ্রিষ্টান বানিয়েছে এক হাজার ছয়শত নব্বইটি উপজাতীয় পরিবারকে।[৩৪৫]

রাঙামাটি জিলার বাঘাইছড়ি উপজিলার সাজেক ইউনিয়নের বিশটি গ্রামে খেয়াং, রম, পাংখু, লুসাই উপজাতি বাস করে। এটি একটি উপত্যকা। যা ভারতীয় সীমান্ত রাজ্য মিজোরাম সংলগ্ন। বিশ বছর আগেও এখানে খ্রিষ্ট ধর্মের কোন নামগন্ধও ছিল না। উপজাতিদের ভাষা সংস্কৃতি সবই ছিল। আজ কিছুই নেই। শুধু ইংরেজীতে কথা বলাই নয়; সেখানকার অধীবাসীরা গীটার বাজিয়ে ইংরেজী গান গায়; মেয়েরা শার্ট-প্যান্ট পরে। জাতিতে তারা প্রায় সবাই খ্রিষ্টান। দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্গম এলাকায় খ্রিষ্টান মিশনারীরা অনেক কৌশল ও টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করছে। পাংখু উপজাতিদের অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিষ্টান। বদলে গেছে তাদের ভাষা। এমন কি তাদের ভাষার অনেক অক্ষরও ইংরেজী বর্ণমালায় রূপান্তর করা হয়েছে। এন.জি.ও নাম ধারণ করে কয়েকটি খ্রিষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান এই দুর্গম এলাকায় হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, চার্চ ইত্যাদি গড়ে তুলছে।[৩৪৬]

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ১২৩০০ জন খাসিয়া ছিল। কিন্তু 'বাংলাদেশ খাসিয়া সমিতি' তাদের সংখ্যা ৩০০০০ বলে দাবি করে। দেড় শতাধিক বছর পূর্বে খ্রিষ্টান মিশনারীরা খাসিয়াদের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিল। বর্তমানে ৮০-৯০% খাসিয়াই খ্রিষ্টান। প্রায় প্রতি পুঞ্জিতেই গির্জা আছে। প্রতি রোববারে খ্রিষ্টান খাসিয়ারা গির্জায় প্রার্থনা এবং পুঞ্জির বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। খ্রিষ্টান যাজকরা অনেক সময় পুঞ্জির বিচার-আচারেরও দায়িত্ব পালন করেন। খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষার ফলে খাসিয়াদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোই বদলে গেছে।[৩৪৭]

---

৩৪৪. *কোর'আনের আলোকে ঈসায়ী ঈমান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২

৩৪৫. *দৈনিক আমার দেশ*, ১২ আগস্ট, ২০১১

৩৪৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২ মে, ২০০৩

৩৪৭. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন রূপ দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান এবং বৃটিশ শাসনের সুযোগ করে দিয়েছিল এই খ্রিষ্টান মিশনারীগুলোই। ২০০২ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের সহায়তায় ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। ২০১১ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ সুদানকে পৃথক খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। কিন্তু ভারতের কাশ্মীর, ফিলিপাইনের মিন্দানাও, মায়ানমারের আরাকান, চেচনিয়া, ফিলিস্তিনসহ আরো অনেক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুক্তিপাগল জনতা স্বাধীনাতার দাবি জানিয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে কিন্তু জাতিসংঘের অধীনে তারা আদৌ স্বাধীনতা পাবে বলে মনে হয় না। এন.জি.ও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে যে ধরনের অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তা দেখে নীরবে বসে থাকা ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মীদের পক্ষে আদৌ সমীচীন নয়। নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এন.জি.ও এবং মিশনারীদের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। ভয়াবহ পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুসলিমদের দা'ওয়তী ও সেবার মানসিকতা নিয়ে বাস্তব কর্মসূচী হাতে নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কবল থেকে বাংলাদেশের সরলমনা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের ঈমান রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের 'আলিম-'উলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়

গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৯-১৯০৮) অনুসারীরা কাদিয়ানী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। সে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৯১ সালে সে নিজেকে 'ঈসা ও মাহ্দী বলে দাবী করে। ১৯০১ সালে সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। ইংরেজদের আর্থিক সহায়তায় অনেক বই রচনা করে, সভা-সেমিনার করে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করতে থাকে। সরলমনা অনেক মুসলিমই তার দা'ওয়াত গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে চট্রগ্রামের নূর মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহ্মাদের কাছে গিয়ে বাই'আত গ্রহণ করে। এরপর রইস উদ্দিন ও তার স্ত্রী সাইয়্যিদা আযীযাতুন্নেসা কিশোরগঞ্জ থেকে ১৯০৯ সালে গোলাম আহ্মাদের শিশ্যত্ব গ্রহণ করে। এই লোকগুলো দেশে ফিরে এসে এই নতুন মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। ১৯১২ সালে বি.বাড়িয়ার একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম মাওলানা সাইয়্যিদ আবদুল ওয়াহিদ কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করে। তারই প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বাংলাদেশে কাদিয়ানিয়ারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'আঞ্জুমান-ই আহ্মাদিয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৪৮]

কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদের নাম করে তাদের দা'ওয়াতী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। ঢাকার বক্শী বাজারে 'আহ্মাদিয়া মুসলিম জামা'আত মাসজিদ' নামে তাদের কেন্দ্রীয়

৩৪৮. Internet, Ahmadiyya in Bangladesh, From Wikipedia, the free encyclopedia

Dhaka University Institutional Repository

অফিস রয়েছে। এ অফিসের অধীনে সাড়া দেশে রয়েছে আরো অনেক মাসজিদ। চট্রগ্রামে রয়েছে মাসজিদ-ই বায়তুল বাছিত, কিশোরগঞ্জে গোলাম গাজী মাসজিদ, খুলনায় আহ্মাদিয়া মুসলিম মাসজিদ, নাটোরে মহারাজপুর মাসজিদসহ আরো অনেক মাসজিদ। এসব মসজিদ থেকে তারা বংলাদেশের সরলমনা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে। ইসলামের নাম করে তারা তাদের মতাদর্শের দিকে দা'ওয়াত দিচ্ছে। ১৯৯৪ সালে লন্ডন ভিত্তিক 'মুসলিম টেলিভিশন আহ্মাদিয়া' নামে একটি আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল চালু করে। আটটি ভাষায় এখানে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এই টিভির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো :

The MTA is not only a new television channel for the Muslim community but has become the main source of media for the Ahmadiyya Muslim community all across the world. Many of the Islamic educators believe that using new technology is very beneficial for out-reaching purposes and spreading awareness about Islam to different societies. The MTA is not dependent on sponsorships or license fees; this allows the network to concentrate on producing variety of programs that discuss various subjects for its viewers around the world.[349]

মতভেদ ও সমন্বয়হীনতা

মহা পবিত্র আল-কুর'আনে মুসলিমদের মাঝে মতভেদ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ-

"তোমরা আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর ; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।[৩৫০]

৩৪৯. Internet, Muslim Telivision Ahmadiyyah International, From Wikipedia, the free encyclopedia

৩৫০. *আল-কুর'আন*, ৩:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ যারা করেন, মতভেদ বা দলাদলি করা তাদের জন্য সমীচীন নয়। পবিত্র কুর'আনে রাসূল (সা.) কে দীনের কোন বিষয় নিয়ে বিভেদ করতে নিষেধ করেছেন এবং যারা বিভেদ করে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে বলেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ-

"যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয় ; তাদের বিষয় আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[৩৫১]

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ - مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ-

"বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"[৩৫২]

রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম যুগে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোন ধরনের মতপার্থক্য ছিল না। খুলাফায়ে রাশিদীনের শেষের দিকে মুসলিমদের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ মতপার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। শি'আ, সুন্নী, কাদ্রিয়া, জাব্রিয়া ইত্যাদি দলে মুসলিমরা ভাগ হয়ে যায়। এসব দলও আবার বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়। সুন্নীরা হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বলী, আহ্লুল হাদীস ইত্যাদি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। নাফল বা ছোট-খাটো মাস'আলা নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মাঝে ব্যাপক মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ-শাদী, লেন-দেন ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এমনকি একজন আরেকজনকে কুফুরীর ফাতওয়া পর্যন্ত দিয়ে বসেন। যারা দা'ওয়াত প্রচারের কাজে নিয়োজিত তাদের মাঝেও কোন ধরনের সমন্বয় নেই। যিনি যেভাবে পারেন তিনি সেভাবেই দা'ওয়াত প্রচার করেন। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে মুবাল্লিগগণ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। অনেক সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তোলেন 'এত মত ও পথ। সুতরাং কোন দল ছেড়ে কোন দলের কাছে যাব ?' এ ধরনের বিভাজন ও সমন্বয়হীনতা ইসলামী ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করছে। পবিত্র কুর'আনে মুসলিমদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ-

৩৫১. *আল-কুর'আন*, ৬:১৫৯

৩৫২. *আল-কুর'আন*, ৩০:৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"[৩৫৩]

রাজনৈতিক সমস্যা

আরব বিশ্বে খুলাফায়ে রাশিদা ও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম রাজনীতিবিদদের মাঝে ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা নিয়ে কোন মতপার্থক্য ছিল না। মুসলিম শাসকগণের ব্যাক্তিগত আচার-ব্যবহার যাই হোক না কেন শাসনকার্য কিংবা রাজনীতিতে তাঁরা কুর'আন অথবা হাদীসের মূলনীতিই অনুসরণ করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের শেষ সময়ের অনেক শাসক মূলনীতি থেকে দূরে সড়ে যান। ইসলাম ধর্মের নামে ইসলামী 'আইন-কানূনের সাথে হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার চালু করেন। বৃটিশ শাসনামলে খ্রিষ্টানরা কৌশলে ইসলামী রাজনীতির আসল রূপ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তৈরি করতে থাকে তাদের মতাদর্শের নতুন শিক্ষিত রাজনীতিবিদ। দুইশত বছর পর বৃটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে যায় ঠিকই কিন্তু এই শিক্ষিত রাজনীতিবিদরা নতুন করে বিতর্ক শুরু করে ইসলামী রাজনীতি নিয়ে। ইসলামী আইন একটি পুরানো ও বর্বর আইন। বর্তমান আধুনিক যুগে এ আইন চলতে পারে না ইত্যাদি নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজে।[৩৫৪] তাদের এ আদর্শ প্রচার ও প্রসার করার জন্য তারা রচনা করে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, বই-পুস্তক। আয়োজন করে নানা ধরনের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। তাদের এ রঙ্গিন কথায় প্রভাবিত হয়ে দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে সমালোচনা শুরু করে দেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন তারা দুই ধারায় ভাগ হয়ে যান। বামপন্থী ও ডানপন্থী। বামপন্থী রাজনীতিবিদদের অনেকে আল্লাহ্, পরকাল, রাসূল ইত্যাদি ঈমানের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করেন। যারা এ বিষয়গুলো বিশ্বাস করেন তারা আবার ইসলামী রাজনীতিকে স্বীকার করতে চান না। ইসলামের বিচার ব্যবস্থা, সম্পদ বণ্টন নীতিমালা, নারীর পর্দা প্রথা, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনা করেন।

ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের অনেকেই ইসলামী রাজনীতিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মতই ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে আনতে চান না। তাদের অনেকেই ধর্ম বলতে শুধু সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ও সামাজিক কিছু অনুষ্ঠান পালন যেমন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, বিবাহশাদী, রাসূল (সা.) এর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধানের অনুসন্ধান করেন। এর

---

৩৫৩. *আল-কুর'আন*, ৮:৪৬

৩৫৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭, খ. ২ পৃ. ৩৬০-৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে ইসলামের যে মৌলিক আইন-কানূন আছে, যা দিয়ে একটি সমাজ ব্যবস্থা চলতে পারে, সে সব আইন-কানূন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা তারাও চান না। এ ধারার রাজনীতিবিদদের মাঝে কিছু লোক আছেন যারা ইসলামী বিধি-বিধানকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং অন্যান্য সকল বিধানের চেয়ে এ বিধি-বিধান যে ভালো সেটাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাদের সমস্যা হলো তারা ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত নন। ইসলাম সম্বন্ধে তারা গবেষণা করেন না। রাসূল (সা.) কুর'আনের বিধানের ভিত্তিতে কীভাবে একটা বর্বর, নিষ্ঠুর, অজ্ঞ জাতিকে আলোর দিশা দিলেন, তাদেরকে নিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করলেন, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান তাদের অনেকেরই নেই। বর্তমান আধুনিক সমাজে ইসলামের বিধি-বিধান কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? সমাজের মানুষ কীভাবে ইসলামের পথে ফিরে আসবে? সেসব বিষয়ে তারা তেমন চিন্তা-গবেষণা করেন না। ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার-প্রসার করাকে শুধুমাত্র মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব মনে করেন। ফলে দেশের সাধারণ মানুষও ইসলাম বলতে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকেই বুঝে। রাজনীতিতে ইসলামের ব্যবহার সম্ভব এটা অনেকে কল্পনাই করতে পারে না। মসজিদের খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদ্‌রাসার শিক্ষকরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে এটাকে 'হুজুরদের মুখের বুলী' ছাড়া আর কিছু না, এমন মন্তব্য করে বিষয়টির ইতি টানে।

অর্থনৈতিক সমস্যা

ইসলাম অর্থ উপার্জনের জন্য উৎসাহ দেয়। দারিদ্রতা মানুষকে কুফ্‌রীর দিকে নিয়ে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন : كاد الفقر ان يكون كفرا "দারিদ্রতা মানুষকে কুফুরীর কাছাকাছি নিয়ে যায়।"[৩৫৫]

রাসূল (সা.) সালাতের পর প্রায়ই এই দু'আ পড়তেন :

عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انى أسألك الهدى التقى والعفاف والغنى-

"ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলতেন : হে আল্লাহ্‌! তোমার নিকট আমি হিদায়াত, তাক্বওয়া, পবিত্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই।"[৩৫৬]

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। অর্থাভাবে অনেকে সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদি অবৈধ রাস্তায় পা বাড়ায়। যারা এসব অবৈধ রাস্তা থেকে দূরে থাকতে চায় তারাও রুজি-রোজগার উপার্জনে ব্যস্ত থাকে। ফলে ইসলামের বিষয়ক জ্ঞানার্জন কিংবা ইসলামের বিধি-বিধান পালনের জন্য সময় বের করতে চান না। আবার দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে অর্থের বিনিময়ে খ্রিষ্টান

৩৫৫. *বায়হাকী*, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং-৬৩৩৬

৩৫৬. *সহীহ্‌ মুসলিম*, বাবুত তা'আউযি মিন শার্‌রি মা 'আমিলা, হাদীস নং-৭২

Dhaka University Institutional Repository

মিশনারীগুলো মানুষগুলোকে ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে ফিরিয়ে নিচ্ছে। যারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে তাদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে দেয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ইউরোপ বা আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছে।

অন্যদিকে যারা ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ করছেন, তারাও আর্থিক দৈন্যতায় ভোগেন। ফলে দা'ওয়াতী কাজে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ব্যয় করতে পারেন না। অনেকে আবার দা'ওয়াতী কাজকে নিজের পেশা হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। বই লিখে বা ওয়াজ করে নিজের রুজি-রোজগার আয় করে থাকেন। ফলে যেখানে গেলে টাকা বেশী পাওয়া যাবে বা যে কথা বললে ওয়াজের ময়দানে তার চাহিদা বাড়বে এ ধরনের কথাই তিনি বলে থাকেন। দীন প্রচার তাদের উদ্দেশ্য হয় না।

সংস্কৃতিক আগ্রাসন

আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ বা আগ্রাসন তিন ধরনের হয়ে থাকে। একটি সামরিক আগ্রাসন, একটি অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং অপরটি হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই তিনটি আগ্রাসনের উদ্দেশ্যই হলো দেশ দখল করা। অতীত কালের মত সৈন্য পাঠিয়ে ময়দানে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার পদ্ধতি অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি ও অর্থসম্পদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যুদ্ধ ছাড়াই অন্যদেশগুলোকে নিজেদের অধীনে রাখার নতুন পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে থাকল। বিশ্ব ব্যাংক, আই. এম. এফ, ডাব্লিউ. টি. ও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের গরীব দেশগুলোকে অর্থনৈতিক দাস বানানো হলো। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদি আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে দাস বানানো হলো। এরই ধারাবাহিকতায় চলতে থাকল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এর প্রধান হিসেবে বেছে নেয়া হলো প্রচার মিডিয়াকে। উপনিবেশবাদী প্রচার মিডিয়াসমূহ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলো যেমন- নাচ, গান নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, কবিতা, সাহিত্য প্রভৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করল, যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে দেশের মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শক্তি মিডিয়া শক্তির সাহায্যে সাংস্কৃতিক আগাসন চালিয়ে স্বনির্ভর স্বধীন দেশের মানুষগুলোর মধ্যে এমন এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়, যাতে তারা সেই সকল প্রভুর নির্দেশে মোহাচ্ছন্নের মত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি এবং আত্মরক্ষার পথ ভুলে যায়। সাংস্কৃতিকভাবে পরাভূত জাতির অহংবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, ওদের সব ভাল, আমাদের কিছু নেই, আমি ওদের মত হব এ ধরনের হীনমন্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার মানসিক ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলে। এ জন্য বলা হয়, রাজনৈতিক পরাজয় থেকে দেশোদ্ধার সম্ভব, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটলে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনাত উদ্ধার করা সহজ নয়। কোন জাতির সাংস্কৃতিক সত্তা বজায় না থাকলে তার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংখাও আর থাকে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই নজরে পড়ে যে, দেশটি বর্তমানে চরম সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়ে সাংস্কৃতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীগণের অভিমত হলো, বাংলাদেশে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এখন ভয়াল-ভয়ংকর রূপ ধারণ করে গোটা জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে। এর বিষক্রিয়া সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন ধরিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে জানান দিচ্ছে যে, অপসংস্কৃতির দূষণক্রিয়ায় গোটা জাতি আজ কিরূপ বিপর্যস্ত। কীভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সে কথা কারো অভিমত, ভাষণ বা বিবৃতি শুনে উপলব্ধি করতে হয় না। ঘরে বসেই একজন সাধারণ মানুষ আন্দাজ করতে পারেন এর ভয়াভহ অবস্থা।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলেই বাংলাদেশের রাজনীতি আজ বিদেশ নির্ভর হয়ে পড়ছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই বিদেশী স্কলারশীপ, পদক, পুরস্কার, নগদ অর্থপ্রাপ্তি ও বিদেশ ভ্রমণের লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের দালাল শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা ও কার্যকলাপ পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে চুয়াল্লিশ বছর ধরে ভারত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিমদেরকে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশের মুসলিমদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধ সোঁনালী ইতিহাসকে বিকৃত করে নবপ্রজন্মকে শিখানো হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের নামেই নাকি পূর্ববাংলার মানুষ শোষিত-বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখা বাঙালী মুসলিমদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা গোঁড়া মৌলবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের যারা কলিকাতায় বসে যুগের পর যুগ ধরে এদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, ব্রিটিশদের সহায়তায় এদেশের মানুষের রক্ত নিংড়ে, এদেশের মানুষের রক্তে-ঘামে উৎপাদিত শ্রমের ফসলের পয়সায় কলিকাতার সমৃদ্ধি ঘটাল তারা হয়ে গেল আপনজন। আর যারা উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য একখণ্ড স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টির সংগ্রামে জীবন দিল, নিজেদের জমিদারী বেচে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলল তারা হয়ে গেল উৎপীড়ক বা শত্রু। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি জাতিকে কিভাবে মোহাচ্ছন্ন করে আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেয়, বাংলাদেশ তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশের মানুষকে ভুলিয়ে দেয়া হলো যে, ভারতীয় হিন্দুদের বহুঈশ্বরবাদ, সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্য মুসলিমদের তাওহীদ, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায় ও কল্যাণবোধের সংস্কৃতির সহাবস্থান সম্ভব ছিল না বলেই ১৯৪৭ সালে দেশটি ভাগ করে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিমদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই একই কারণে একাত্তর সালে সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশকে দখল করে নিতে সাহস করেনি, নতুবা বাংলাদেশের মানুষকে সিকিমের মত ভাগ্য বরণ করতে হতো।

আজ ১৬ কোটি মুসলিমের ধর্মবিশ্বাসকে বলা হচ্ছে মৌলবাদ। মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে বাঙালি নামক হিন্দুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। কুর'আন-হাদীসভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসকে সংকীর্ণতা ও অন্ধত্ব বলে অভিহিত করে ঔদার্যের নামে আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহী প্যাটার্নের সেক্যুলারিস্ট ধর্ম ব্যবস্থাপনার প্রচলন করা হচ্ছে। যে ইসলামের ভিত্তি, জীবন পদ্ধতি এবং আচরণ নির্মিত হয়েছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস, ওহী ও রিসালাতের প্রতি প্রত্যয় এবং আখিরাতের প্রতি আস্থা স্থাপন করে, সেই ৯০ ভাগ মুসলিমদের দেশে অনুষ্ঠানের শুরুতে কুর'আনের পাশাপাশি বহু-ঈশ্বরবাদী গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল পাঠ করা হচ্ছে। লাখো মসজিদের দেশকে বিধর্মীদের মূর্তির পীঠস্থানে পরিণত করা হচ্ছে। মঙ্গল প্রদীপ কালাচারের বহুল প্রচলন, জাতীয় অনুষ্ঠামালায় উলুধ্বনি, রাখি বন্ধন, উলঙ্গ নৃত্য, থার্টিফাস্ট নাইটের উচ্ছৃংখলতা আমাদের সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বর্তমান যুগে রেডিও এবং টেলিভিশন এই দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণযোগাযোগ মাধ্যম। এ মাধ্যম দুটির একটিও ইসলামী চিন্তা-ধারার বাহকদের হাতে নেই। চলচ্চিত্র, নাট্যশালা, থিয়েটার হলোগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধীদের দখলে। ফলে ইসলামের শত্রুরা তাদের চিন্তা-চেতনা, দর্শন ছড়িয়ে দিচ্ছে বাংলার সরলমনা মানুষের হৃদয়ে।

অশ্লীল চলচ্চিত্র

আমাদের পার্শ্ববর্তীদেশ ভারত চলচ্চিত্র শিল্পে বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশী উন্নত, নিজস্ব ভাবধারা, ঐতিহ্যবোধ, বিশ্বাস এবং ভৌগলিক-সামাজিক আবহে লালিত। এদেশের চলচ্চিত্রে সেই আবহ সৃষ্টি করার জন্য নাস্তিক্যবাদীরা স্বাধীনতার পর থেকেই তৎপর। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন ঘটনা, এদেশের অতীত-ঐতিহ্য, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি ফুটে উঠতো। ধীরে ধীরে এ প্রবাহ স্তিমিত হয়ে যায়। শুরু হতে থাকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রভাব।[৩৫৭] প্রচলিত ধারার মাঝে নতুন প্রভাব আমদানী করার ফলে দর্শকশ্রেনী নতুনত্বের সন্ধান পায়। পর্যায়ক্রমে আনা হয় অশ্লীল নৃত্য, গান এমনকি যৌন উদ্দিপক বিভিন্ন চিত্র। ভারতীয় ছবির গানের অনুকরণে গান, সুরের অনুকরণে সুর, নাচের অনুকরণে নাচ নকল করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারীভাবে কোন প্রকার বিধি-নিষেধের পরিবর্তে ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে।

৩৫৭. রবি আরমান, চলচ্চিত্রে ভয়াল ছোবল, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা* (ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব ভবন থেকে প্রকাশিত, ৩০ আগস্ট, ১৯৮৯), পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যেতে পারে যে, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সবচেয়ে ক্ষতি করছে যারা তারা হলো, কিছু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, টিভি-সিনেমার প্রযোজক-পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ফ্যাশন শো, বিজ্ঞাপনী সংস্থাসহ কিছু বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তথাকথিত এসব বুদ্ধিজীবী ও সংস্থা তাদের নিজেদের মধ্যে লালিত জীবনদর্শন ও আইডোলজিকে সমাজে প্রয়োগ করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবাধ যৌনাচার বা যৌনস্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অবাধ যৌনাচার যে মানবজীবনের শান্তি কেড়ে নিয়ে অস্থিরতা বাড়ায় এবং এতে মেয়েরাই যে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়, এ সহজ সত্যটাকে তারা মেনে নিতে চায় না। আমরা জানি যে, মেয়েদের শরীর থেকে বস্ত্রহরণ করে তাকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নিয়ে আসা নারীর শ্লীলতাহানীরই শামিল অথচ সেই কাজটিই আজ নাটক, সিনেমা, ফ্যাশন শো, মডেলিং, বিজ্ঞাপন, সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ নানা প্রকার চরিত্র হননকারী প্রোগ্রামের মাধ্যমে করে যাচ্ছে অবলীলায়।

মানুষের মন ও মেজাজ গঠিত হয় সমাজে প্রচারিত সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। সে সংস্কৃতি যদি সুস্থ না হয়, মানুষও অসুস্থ হয়ে ওঠে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের মূল্যবোধ পরিপন্থী যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে তার ফলাফলই হচ্ছে আজকের নারীর শ্লীলতাহানী বা ধর্ষণ। তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবে ভিতরে ভিতরে আমাদের যুবসমাজ পর্ণোগ্রাফি আর যৌনতা নিয়ে মেতে উঠেছে। বিকৃত রুচিতে অভ্যস্ত হয়ে তাদের কাছে মেয়েরা এখন ভোগ্যপণ্য। সেই ভাবনাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসান আরো বেশি বেগবান করে তুলছে। সংস্কৃতিতে যৌন সুড়সুড়ির ছন্দ থাকবে, আর সেই ছন্দে ছেলে-মেয়েরা নাচবে না, এমন ভাবাটা বাতুলতা মাত্র।

আগের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়ন বেড়েছে অনেকগুণে বেশী। গৃহকর্তী থেকে শুরু করে মেম্বার-চেয়ারম্যান, এম.পি, মন্ত্রী, ডি.সি, এস.পিসহ সবখানেই রয়েছে মেয়েরা। সরকারী-বেসরকারী চাকুরীতে নারীর জন্য রয়েছে বিশেষ কোটা। রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুটি পদ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রী এ পদে অবস্থান করছেন দীর্ষ প্রায় ২৫ বছর যাবৎ। এত কিছুর পরও নারী নির্যাতন আজ বন্ধ করা তো দূরের কথা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে অনেক গুণে। এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, ধর্ষণ আজ জাতীয় দৈনিক গুলোর প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইন হয় প্রতিদিন।

বিদেশ থেকে আসা প্লেবয় জাতীয় যৌন উত্তেজক বই ও পত্রিকায় ফুটপাত স্টল ভরে গেছে। রাস্তার পাশে নগ্ন নারীদেহের পোস্টার যুবকদের কুপথে আহ্বান জানাচ্ছে। ভারতীয় চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা ব্লু-ফিল্ম জাতীয় যৌন উদ্দীপক নাটক, নাচ, গান ইত্যাদি। ভারতীয় যৌন উত্তেজক চলচ্চিত্রের আকর্ষণে বাংলাদেশের দর্শকরুচি বিকৃতি ঘটায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও যৌন সুড়সুড়ি ভরা কিস্‌সা কাহিনী নির্ভর হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহজে ও কম খরচে এসব অশ্লীল চলচ্চিত্র মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। আধুনিক যুগে যুবক ও যুবতীদের মাঝে ইন্টারনেট প্রীতি বেড়ে চলেছে। অসংখ্য যুবক-যুবতী ইন্টারনেটে উলঙ্গ ছবি, অশ্লীল দৃশ্য এবং অবৈধ ওয়েবসাইট ব্যবহারে অসভ্য হয়ে উঠছে। এসব অভ্যাস মানসিক ও স্বাথ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা এ ছবিসমূহ মনে ও ব্রেইনে সারাক্ষণ ঘুরপাক খেতে থাকে এবং এ থেকেই তারা বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হচ্ছে। ইন্টারনেটে আসক্ত অধিকাংশ যুবকের শিক্ষা জীবনের উপর এর কু প্রভাব পড়ে। তাদের কেউ কেউ লেখাপড়ায় আগ্রগামী থাকলেও আস্তে আস্তে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইভটিজিং, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, গুম, হত্যাসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এরা সারাদিন ফেসবুক, টুইটারে রুচিহীন মন্তব্য আদান-প্রদান করে। অশ্লীল ভিডিও, ছবি লাইক দেয়া, দৃশ্য শেয়ার করে। ফলে নৈতিকতার পরিবর্তে অনৈতিকতার রাস্তা বেছে নেয়। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অবৈধ যৌনাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। গোটা সমাজ কলুষিত হয়।

মিডিয়া সন্ত্রাস

মিডিয়া (Media) ইংরেজী শব্দ। কোন কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সেটাই মিডিয়া। মিডিয়ার প্রধানত দু'টি স্তর রয়েছে-(১) প্রিন্ট মিডিয়া বা পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র। (২) ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া বা স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটার, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। যোগাযোগ মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু কর্মের সমষ্টি, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে যেসব উপকরণের সহায়তা নেয়া হয় সেগুলো হলো : টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। এ সকল উপায়-উপকরণ মুসলিমদের হাতে না থাকার কারণে ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলিমদের ঈমান-'আকীদা ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১৮৯৬ সালে সুইজারল্যান্ডে দূর্ধর্ষ ইয়াহুদী সাংবাদিক ড. থিওডর থার্জেলের নেতৃত্বে বিশ্ব ইয়াহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা প্রণয়ন করে। সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে একটি হলো আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে আসা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মগজধোলাই করা। সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে মিডিয়া। তাই আমাদের শত্রুদেরকে এমন কোন শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হতে দেয়া যাবে না, যার মাধ্যমে তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে।[৩৫৮]

৩৫৮. Internet,The Jewish State – 1896, Theodor Herzl's Program for Zionism

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ সংস্থা হলো রয়টার্স। পৃথিবীর প্রায় সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি রয়টার্স থেকে সংবাদ গ্রহণ করে। বিশ্ববিখ্যাত এ সংবদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পল জুলিয়াস রয়টার একজন ইয়াহুদী। তিনি ১৮৫১ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদরদপ্তর লন্ডনে ।

আরেকটি খ্যাতিমান সংবাদ মাধ্যম হলো বিবিসি। এটি ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন জন রেইথ। এর সদরদপ্তর লন্ডনে ।

সি এন এন হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ মাধ্যম। এটি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদরদপ্তর হলো আমেরিকার জর্জিয়ায়।[৩৫৯]

এমনইভাবে বর্তমান বিশ্বের মিডিয়া জগতটি সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমরাই নিয়ন্ত্রন করছে। মুসলিমদের কাছে তাদের নিজেদের কোন শক্তিশালী মিডিয়া নেই। ফলে তারা তাদের আদর্শ ও ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করতে পারছে না। অমুসলিমরা সে সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিভ্রান্তি চালাচ্ছে। যারা ইসলামের পক্ষে কাজ করছেন তাদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি, মৌলবাদী ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে তাদেরকে খারাপ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করছে।

ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা

রাসূল (সা.) বর্বর, মূর্খ, অসভ্য ও হিংস্র জাতিকে ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি আদর্শ জাতিতে পরিণত করেন। রাসূল (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস ছিল কুর'আন ভিত্তিক। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মানুষ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরতে থাকে এবং তাদের চিন্তাচেতনায়ও পরিবর্তন হতে থাকে। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) বলেন : "মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য একমাত্র কুর'আনের নির্দেশনাই কাজে লাগিয়েছিলেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ কুর'আনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং এ কুর'আনের শিক্ষা মুতাবিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। সেই মহাভাগ্যবান সোনার মানুষেরা সেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জীবন-মরণ সবকিছু এ কুর'আনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিলীন করে দিয়ে নিজেদেরকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করেন। পরবর্তী যুগের মানুষেরা এদিক থেকে প্রায় বঞ্চিত এবং বিমুখ। সেই সোনালি যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ পথের পরিচ্ছন্ন স্রোতধারার সাথে কিছু ভেজাল মিশে যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, প্রাচীন উপকথা, ইয়াহুদীদের মুখরোচক গল্পকথা, খ্রিষ্টানদের কাছে রক্ষিত আসমানী কিতাবের বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত কিছু অংশ ইত্যাদি।"[৩৬০]

---

৩৫৯. তথ্যসূত্র : Internet, CNN- Wikipedia, the free encyclopedia

৩৬০. *আগামী বিপ্লবের ঘোষণা* পত্র, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশেও মুসলিম শাসনামলে কুর'আন ও হাদীসের চর্চা হতো। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুর'আন ও হাদীসই ছিল তাদের সিলেবাসের মৌলিক গ্রন্থ। আব্বাস আলী খান বলেন : "ভারতীয় মুসলিমদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বৎসর চার মাস ও চার দিন পূর্ণ হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কুর'আনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।"[৩৬১]

বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজরা অত্যন্ত কৌশলে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। কুর'আন ও হাদীসের পরিবর্তে ধর্মহীন শিক্ষার বিস্তার ঘটায়। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। নিজস্ব সিলেবাস চালু করে তাদের আদর্শ প্রচার করে।[৩৬২]

মুসলিম জাতীয়তার উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র গঠন হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর যতটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে, প্রত্যেকটিই ধর্মকে উপেক্ষা করেছে। এসব কমিশনের সদস্যরাও ধর্মের কোন বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার কোন গুরুত্ব তারা দেননি।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত দু'টি পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আবার দুটি পদ্ধতি আছে। কাওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি ও 'আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতি। সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতিতে চালু আছে সাধারণ স্কুল শিক্ষা পদ্ধতি, ইংলিশ ভার্সন, ইংলিশ মিডিয়াম, কারিগরি শিক্ষা পদ্ধতি।

স্কুল বা কলেজে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। নাস্তিক-মুরতাদদের লিখা কবিতা, গল্প, ইতিহাস পড়ানো হয়। শিশুদের মন মগজে ধর্মহীন অথবা বিজাতীয়দের সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর "আমার বাংলা বই-২০১৩" এর অধ্যায়গুলি দেখলে বুঝা যায় শিশুর কোমল হৃদয়ে কীভাবে বিজাতীয়দের সংস্কৃতি পুশ করা হচ্ছে। 'ঋ'তে ঋষি, 'এ'তে একতারা 'ঢ'তে ঢাক-ঢোল, 'র'তে রথ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিশুর মন মগজে হিন্দু ধর্মের এ বিষয়গুলির সাথে পরিচয় হচ্ছে। ২০০৯ সালে চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইয়ে খলিফা 'উমার (রা.) এর ক্রীতদাসের ঘটনা ছিল, যা ২০১৩ সালের সংস্কারে বাদ দেয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌র লিখা 'সততার পুরুস্কার' নামে একটি প্রবন্ধ ছিল। যা ২০১৩ সালের সংস্কারে বাদ দেয়া হয়েছে।

---

৩৬১. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০

৩৬২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলে ইসলামী শিক্ষাকে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হয় না। 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' নামে একটি বিষয় আছে। এখানে ধর্মের কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়। যা একজন মানুষকে ইসলামের পথে দিক নির্দেশনা দিতে না। স্কুলে পড়াশুনা করে ছাত্ররা ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা তাওহীদ, শির্ক, কুফ্র, নিফাক, রিসালাত, আখিরাত, ফিরিশ্তা, কবরের আযাব, জান্নাত, জাহান্নাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায় না। অনেকেই জানেনা উযু করা, সালাত আদায় করা, সাওম পালনের গুরুত্ব। ধর্মের বিধিবিধান পালন করা তাদের কাছে একটি ঐচ্ছিক বিষয়।

আচার ব্যবহারের দিকটিও অত্যন্ত নাজুক। পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা তারা জানে না। তাদের সাথে অভদ্রভাবে কথা বলে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যাপারে অসম্মানজন কটুক্তি করে। এ ব্যাপারে শুধু তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে এই বিষয়গুলো শিখে আসে না। তাদেরকে শিখাতে হয়। এই দায়িত্ব মাতা-পিতার ও শিক্ষকের। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব বিষয় শেখানোর কোন সুযোগ নেই। একজন শিক্ষক ইচ্ছা করলেই বিষয়গুলো শিখাতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরো করুন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন-চারটি বিভাগ ছাড়া কোথাও কুর'আন ও হাদীস পড়ানো হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপেই পশ্চিমাদের নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। সিলেবাসভূক্ত অধিকাংশ বইই পাশ্চাত্যের অমুসলিম লিখকদের। স্বাধীনতা ও মুক্ত বুদ্ধি চর্চার নাম করে চলছে নাস্তিকতার চর্চা। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া হচ্ছে। কুর'আন মাজীদকে নিয়ে কটাক্ষ করা হচ্ছে। রাসূল (সা.) ও তাঁর স্ত্রীদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে নাস্তিক তাসলিমা নাসরিনের মতো কারো বই, অশ্লীল মেগাজিন, অশ্লীল ভিডিও রাখলে সমস্যা নেই। কিন্তু কুর'আন, হাদীস বা ইসলামী সাহিত্য রাখলেই সমস্যা। এ পরিস্থিতির জন্য সেক্যুলার বা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সমস্যার সমাধান

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের সমস্যা নতুন কিছু নয়। আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াত প্রচারের সময় এর চেয়েও অনেক বেশী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী দীন প্রচার করার কারণে তিনি তাঁদেরকে বিজয়ী করেছেন। তাই অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সমস্যা যতই থাকুক না কেন, এর সমাধানও রয়েছে। তাই বাংলাদেশে যারা ইসলাম প্রচারে কাজ করছেন, নতুন উদ্যেমে এ কাজ শুরু করতে হবে। চরম ত্যাগ ও কুরবানীর প্রস্তুতি নিতে হবে। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে এর সমাধানের পথ বের করতে হবে। পবিত্র কুর'আন, হাদীস, প্রাচীন যুগের দা'ঈগণের দা'ওয়াতের ইতিহাস এবং বর্তমান সময়কে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত সমাধান পাওয়া যায় :

কুর'আন ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন

রাসূল (সা.) যে সমাজে এসেছিলেন সে সমাজ ছিল যাহিলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি ছিল সে সমাজের প্রতিদিনের চিত্র। নারীকে সে সমাজে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। তারা ছিল পুরুষের ভোগ্যপণ্য। কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ ছিল পিতার লজ্জার কারণ। এ জন্য কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। মহান আল্লাহ্র পবিত্র ঘর কা'বা শরীফে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করাই ছিল তাদের 'ইবাদত। এমন এক বর্বর ও অসভ্য সমাজে রাসূল (সা.) মহান আল্লাহ্র বাণী পবিত্র কুর'আন প্রচার শুরু করলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে এই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কুর'আনের মাধ্যমে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হলো যার তুলনা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় মানব জাতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

الٓر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ-

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোতে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।"[৩৬৩]

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ-

৩৬৩. *আল-কুর'আন*, ১৪:১

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।"[৩৬৪]

হাদীস শরীফে রাসূল (সা.) বলেন :

عن مالك بن أنس رضى الله عنه قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

"মালিক ইব্ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি জিনিসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহ্র কিতাব (কুর'আন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ (হাদীস)।"[৩৬৫]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) বলেন : "ইসলামের বিপ্লবী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে কালেই হোক–শুরু করতে হলে, এ পথের মুজাহিদদেরকে অবশ্যই এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন। এ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কুর'আনই এক সময় এমন এক মানবগোষ্ঠী তৈরি করেছিল যাদের তুলনা শুধু ইসলামের ইতিহাস কেন, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন থেকেই সাহাবাগণ (রা.) তাঁদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুর'আনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের জন্য একমাত্র কুর'আনের নির্দেশনাই কাজে লাগিয়েছেন। কুর'আনের বিশুদ্ধ ঝরনাধারা থেকেই জ্ঞানপিপাসা মেটানোর আদেশ দিয়েছেন। সুস্পষ্টভাবে তিনি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ কুর'আনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং এ কুর'আনের শিক্ষা অনুযায়ীই জীবন গড়তে হবে। সেই মহাভাগ্যবান সোনার মানুষেরা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জীবন-মরণ সবকিছু এ কুর'আনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিলীন করে দিয়ে নিজেদেরকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করেন।"[৩৬৬]

মৌলিক বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা

মানুষের 'আকীদাহ্ বা মৌলিক বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম পর্ব। কারণ মানুষের 'আকীদাহ্ যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে তার কোন সৎ কাজই মহান আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ছয়টি। যথা : আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, আসমানী গ্রন্থ, নবী-রাসূল, পরকাল ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করা। এই ছয়টি বিশ্বাসের কোন একটি বা

৩৬৪. *আল-কুর'আন*, ৭:২

৩৬৫. *মুয়াত্তা*, বাবুন নাহী আনিল কাওলী বিল কাদরি, হাদীস নং-৩৩৩৮

৩৬৬. *আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭-১৯

Dhaka University Institutional Repository

একটির অংশকে বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহ্‌র ঈমান। যার মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ। সকল আম্বিয়া (আ.) মানুষকে তাওহীদের দিকে সর্বপ্রথম আহ্বান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ-

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমারই 'ইবাদাত কর।"[৩৬৭]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ-

"আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি।"[৩৬৮]

রাসূল (সা.) মক্কায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ের দিকে আহ্বানের মাধ্যমেই দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেছিলেন। যখন পবিত্র কুর'আনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো :

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ-

"আর আপনি সতর্ক করেন আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।"[৩৬৯] রাসূল (সা.) তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদেরকে একত্রিত করে সম্মেলন করে বললেন :

الحمد لله، أحمده وأستعينه وأومن به، وأتوكل عليه- وأشهد أن لآ اله الا الله وحده لاشريك له-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রর্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।" এর পরে তিনি বললেন :

ان الرائد لا يكذب أهله، والله الذى لآ اله الا هو، انى رسول الله اليكم خاصة والى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وانها الجنة أبدا أو الناو أبدا-

"কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহ্‌র শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো

৩৬৭. *আল-কুর'আন*, ২১:২৫
৩৬৮. *আল-কুর'আন*, ১৬:৩৬
৩৬৯. *আল-কুর'আন*, ২৬:২১৪

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাস স্থল জান্নাতে এবং পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ-কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।"[৩৭০]

কুর'আন মাজীদের মক্কার আয়াতসমূহ ও রাসূল (সা.) এর দা'ওয়াতী পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাত এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছেন। এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের সঠিক ও পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে জীবন বিধানের অন্যান্য বিষয় অবতীর্ণ হতে থাকে।

তাই বাংলাদেশেও এই মৌলিক বিষয়ের দা'ওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার করা জরুরী। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই। তারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ঘোষণা করে আবার বিভিন্ন মাযারে গিয়ে সিজ্‌দা করে, মাযার ওয়ালার কাছে সাহায্য চায়। ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণকদের কাছে যায়। পরকালে মুক্তি পেতে পীরদের কাছে গিয়ে মুরীদ হয়। এই শ্রেণীর লোকদের কাছে তাওহীদের রূপরেখা তুলে ধরা দরকার।

মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সমন্বয় করা

মতভেদপূর্ণ বিষযে ঐক্যমতে আসা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খুবই জরুরী। মতভেদকে পুঁজি করেই ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করার পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। যখন গোত্রদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল তখন মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। সওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ -وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ أَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُمۡ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٞ-

"তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (*আল-কুর'আন*, ৮:৬২,৬৩)[৩৭১]

৩৭০. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫

৩৭১. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, খ. ৪-৭, পৃ.১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বিশ্বে মুসলিমদের মাঝে শি'আ, সুন্নী, বাহাই ইত্যাদি সম্প্রদায় রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই সুন্নী সম্প্রদায়ের মাঝেও রয়েছে অনেক উপদল। মাযহাবের দিক থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারই বেশী। এছাড়াও আহ্‌লুল হাদীসের অনেক অনেক অনুসারী রয়েছেন। তরীকার দিক থেকে রয়েছে কাদরিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, নাখশেবন্দিয়া, সাবেরিয়া তরিকার অনুসারী। এসব দল-উপদলের অনুসারীদের মাঝে মৌলিক কোন বিষয়ে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সবাই এক আল্লাহ্‌কে রব্ব ও ইলাহ্‌ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এক কুর'আনের কথাই বলে, এক রাসূলের অনুসরণের কথাই বলে। ফরয কোন বিষয়ে দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য রয়েছে নফল ও সুন্নাত বিষয়ে। যেমন সালাতের ফরয বিষয়গুলি নিয়ে কারো মাঝে মতভেদ নেই। কিয়াম করা, কিরাত পড়া, সিজদা করা ফরয এ কথা সবাই বলেন। তবে আমীন জোরে বলা, রাফ'উল ইয়াদাইন করা, হাত বুকের উপরে বাঁধবে না নাভীর নিচে বাঁধবে এ নিয়েই মতপার্থক্য দেখা যায়। 'উলামাদেরকে এসব বিষয় নিয়ে ঐক্যমতে আসতে হবে, এসব ছোট-খাট বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য করে মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা সুখকর কোন বিষয় নয়। এসব বিষয়ে ভিন্ন মত অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। প্রত্যেক মতের পক্ষেই দলীল-প্রমাণ রয়েছে। তাই এ বিষয়গুলো বিতর্কের কোন বিষয় হতে পারে না।

শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ (রহ.) বলেন : "মুসলিমদের মাঝে পার্থক্যের সূত্রপাত্র হয়েছে কুর'আন বা হাদীসের শব্দের হুবহু অনুসরণ অথবা ফকীহগণের বক্তব্য থেকে মাস'আলা বের করার পদ্ধতি নিয়ে। আসলে, এই দু'টি পন্থার কোনো একটিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা যেতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয় পক্ষের লোকেরাই একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু সঠিক পন্থা ছিল এর চাইতে ভিন্নতর। উচিত ছিল, উভয় তরীকাকে একত্র করে একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করে দেখা এবং একটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে অপরটি দ্বারা তা নিরসন করা। অতএব আহ্‌লুল হাদীসের উচিত, তাদের অনুসৃত ও অবলম্বিত যাবতীয় মাস'আলা এবং মাযহাবকে তাবি'ঈ এবং পরবর্তীকালের মুজতাহিদ ইমামগণের রায়ের সাথে তুলনা করে দেখা এবং তাদের ইজতিহাদ থেকে ফায়দা হাসিল করা। আর আহ্‌লুল ফিকহ্‌র লোকদেরও উচিত সাধ্যানুযায়ী হাদীসের ভাণ্ডারে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, যাতে করে সহীহ্‌ হাদীসের বিপরীত মত প্রদান থেকে বাঁচতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে হাদীস কিংবা আছার বর্তমান রয়েছে, সেসব বিষয়ে মত প্রদান থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।"[৩৭২]

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয় ঘটানো

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে এর ছোঁয়া লাগেনি। বর্তমানে বিজ্ঞান পৃথিবী ছাড়িয়ে

৩৭২. শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ দেহলোভী, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮), পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে গিয়েছে। শিক্ষিত মানুষের কাছে বিজ্ঞান হলো কোন কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করার মানদণ্ড। আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার কুর'আন বুঝা সহজ করে দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে এমন কোন আবিষ্কার নেই যা কুর'আন কিংবা হাদীসের কোন বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। অতীত কালে কুর'আনের অনেক আয়াত বুঝা কঠিন ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান যখন সে বিষয়ে কোন কিছু আবিষ্কার করেছে, তখন সে আবিষ্কারই কুর'আনের আয়াত বুঝা সহজ করে দিয়েছে। যেমন প্রথমযুগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা। পৃথিবীর কিনারা থেকে ছিটকে পড়ার ভয়ে শত শত বছর ধরে মানুষ বেশী দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতো না। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেইক প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৫৯৭ সালে পৃথিবীর চতুর্দিকে নৌ-ভ্রমণের পর প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার।[৩৭৩]

পৃথিবী যে গোলাকার, কুর'আনের কয়েকটি আয়াত বিশ্লেষণ করলে তা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।"[৩৭৪]

মহান আল্লাহ্ এখানে ঘোষণা করছেন, রাত্রি দিনে পরিবর্তিত হয় অনুরূপভাবে দিনও রাত্রিতে পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র পৃথিবী গোলাকার বলেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। পৃথিবী চেপ্টা হলে রাত্রি থেকে দিনে ও দিন থেকে রাত্রিতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যেত।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন :

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلاَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ-

"তিনি যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেনে নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[৩৭৫]

---

৩৭৩. *ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩৭৪. *আল-কুর'আন*, ৩১:২৯

৩৭৫. *আল-কুর'আন*, ৩৯:৫

এখানে 'আচ্ছাদিত করা' বলতে কোন জিনিসকে প্যাঁচানো বুঝায়। যেমন মাথার চতুর্দিকে পাগড়ী পেঁচানো হয়। দিন বা রাত্রির 'আচ্ছাদিত করা' বা 'কুণ্ডলী পাকানো' ঘটনাটি শুধুমাত্র তখনই ঘটতে পারে যদি পৃথিবীটা গোলাকার হয়।

আবার পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীগণ 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্ব দিচ্ছেন। যার বিবরণ ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন :

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ-

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম ; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে ; তবু কি তারা ঈমান আনবে না ?"[৩৭৬]

বিজ্ঞানের এ নতুন নতুন আবিষ্কার কুর'আনের অলৌকিকত্ত্ব প্রমাণ করে এবং এ মহা গ্রন্থ যে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে তা বুঝতে সহজ হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে। বর্তমানে এসব আয়াত নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণাও করছেন। এসব গবেষণার রিপোর্ট অমুসলিম ও নাস্তিকদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো

বাংলাদেশে দু'ধারার মাদ্রাসা চালু রয়েছে। কাওমী মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা। কাওমী মাদ্রাসা সরকারের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উদ্যোগে পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশবিরোধী মহাবিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ১৮৬৬ সালে ভারতের তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশের দেওবন্দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দারুল 'উলূম' নামক কাওমীধারার প্রথম মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসার অনুকরণে বর্তমানে দেশে রয়েছে অসংখ্য কাওমী মাদ্রাসা। সরকার থেকে দূরে থেকে সম্পূর্ণ দেশীয় ও ধর্মীয় আবহে পরিচালিত এ শিক্ষাকেন্দ্র মূলত আদর্শবান, স্বাধীনচেতা ও সাধক ধরনের মানুষ তৈরির কারখানা। কাওমী মাদ্রাসার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ, মানবদরদী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসচেতন লোকরাই এসবের প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ ও পরিচালনার পথে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে বেশীর ভাগই কাওমী মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ সরকারি কোনো কাজের প্রত্যাশা বা চেষ্টা করেন না। এদের বৈষয়িক চিন্তা অত্যন্ত সীমিত। কাওমী মাদ্রাসার প্রভাবে তৈরি প্রজন্মে কিছু অর্জন ও চারিত্রিক সৌন্দর্য এমন রয়েছে যা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অর্জনকেও ম্লান করে

৩৭৬. *আল-কুর'আন*, ২১:৩০

Dhaka University Institutional Repository

দিতে সক্ষম। এমনকি কাওমী ধারার নেতৃবর্গ মনে করেন যে, তাদের এসব ইতিবাচক অর্জন আধুনিক সভ্যতার নেতৃবৃন্দকে স্পর্শ করবে এবং উন্নত দেশসমূহ তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই একদিন কাওমী সংস্কৃতিকে বরণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। যেমন, কাওমী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম শতভাগ মাদকমুক্ত, তারা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণে সচেষ্ট। ফৌজদারি অপরাধে তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রায় শূন্যের কোটায়। হত্যা, চুরি, রাহাজানি, সহিংসতা, দুর্নীতি, যৌন অপরাধ ইত্যাদিতে তারা সহনীয় নিম্নমাত্রার চেয়েও কমপর্যায়ে রয়েছে। যা মানবীয় দুর্বলতাসম্পন্ন যে কোন সমাজে স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে এ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম অল্পে তুষ্ট, সৎ পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত ও আমানতদার। পারিবারিক জীবনে এরা হয় সফল, শান্তিপ্রিয় ও সংবেদনশীল। সন্তান হিসেবে এরা সফল এবং প্রশংসিত। মা-বাবা হিসেবেও তারা হয় সফল এবং সুখী। এদের সন্তানরা সাধারণত দীনদার ও শিক্ষিত হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সফলতা তাদের ঈর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ও নাগরিক জীবনে এদের অবস্থান অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'ইবাদত ও আদর্শনির্ভর জীবনযাপনের ফলে এদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। তাই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এ ধরনের মাদ্‌রাসা আরা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। সাথে সাথে এ ধরনের মাদ্‌রাসার শিক্ষা উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে :

ক. ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো।
খ. মাতৃভাষা চর্চায় গুরুত্ব দেয়া।
গ. কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।
ঘ. বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মাঝে মতপাথর্ক্যের বিষয়গুলো নিয়ে ঐক্যমতে আসার চেষ্টা করা।
ঙ. ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারের জন্য ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এ কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
চ. ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম, আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ এবং উদ্ভুত নতুন নতুন প্রশ্ন ও ইসলামের আলোকে এর সমাধান নিয়ে বিশেষ কোর্স চালু করা।

কাওমী মাদ্‌রাসার পাশাপাশি রয়েছে 'আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষা পদ্ধতি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের মত বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হয়। ১৯৭৬ সালে 'আলিম পাস ছাত্ররা সাধারণ ও বিজ্ঞান এ দুটি গ্রুপে পাস করে এস. এস. সি পাশের সমমান পায়। ১৯৮০ সালে ফাজিল পাস ছাত্ররা এইচ. এস. সি পাশের সমমান পায় এবং মাদ্‌রাসার ছাত্ররা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি স্নাতক পড়ার সুযোগ পায়। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা সরাসরি মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। ১৯৭৯ সালে 'মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড' স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করে। ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে দাখিলকে এস. এস. সি এবং ১৯৮৭ সালে 'আলিমকে এইচ. এস. সি শ্রেণীর মান দেয়া হয়।[৩৭৭]

BANBEIS এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ৯৪৩৮ টি এম.পি.ও এবং ৩টি সরকারী মাদ্‌রাসা আছে।[৩৭৮] 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় সরকারী মান থাকার কারণে ছাত্ররা 'আলিম শ্রেণী পাশ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশী বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্‌রাসার ছাত্ররা মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবস্থায় এ ছাত্ররা নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকে। নারী কেলেঙ্কারি, হলে অবৈধ সিট দখল, ক্যান্টিনে ফ্রী খাওয়া ইত্যাদি অপরাধে তাদের সম্পৃক্ততা কম পাওয়া যায়। শিক্ষকদের সাথে তাদের ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহারের সুনাম রয়েছে। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত এসব ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইসলামের সাথে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাতে পারে। আধুনিক যুগে শিক্ষিত মানুষের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর কর্ম-কৌশল তারা বুঝতে পারে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা বিজ্ঞানের সাথে কুর'আনের সমন্বয় করতে পারে। বর্তমানে 'আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্ররা অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রি করে তারা সরকারি বা বেসরকারি বড় বড় পদে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। দীনের জ্ঞান ও হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় থাকার কারণে সরকারি অফিস-আদালতে তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের দুর্নীতির রিপোর্ট পাওয়া যায় না। সমাজের মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট রয়েছে। ইসলাম প্রচারে এ লোকগুলো এগিয়ে আসলে সব স্তরে দা'ওয়াত পৌঁছানো সহজ হবে। মানুষ আরো দ্রুত ইসলামের পথে আসবে।

'আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. অনুবাদ ও গাইড বই থেকে মুক্ত হয়ে মূল বই পড়া।

খ. কুর'আন মাজীদ সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া।

গ. ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম, আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ এবং উদ্ভূত নতুন নতুন প্রশ্ন ও ইসলামের আলোকে এর সমাধান নিয়ে বিশেষ কোর্স চালু করা।

ঘ. ব্যক্তিগত 'আমল-আখ্‌লাক উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া।

ঙ. ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয় ঘটানো।

চ. ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারের জন্য ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এ কাজে তাদেরকে উদ্ভুদ্ধ করা।

---

৩৭৭. Internet, From Wikipedia, the free encyclopedia

৩৭৮. Internet, Education Statistics-2012, Source BANBEIS

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসার ছাত্ররা ইসলামের ধারক ও বাহক। তাদের ত্যাগের ফলে ইসলামী দা'ওয়াত বিস্তার লাভ করছে। বাংলাদেশে ইসলামের উপর যখনই কোন আঘাত এসেছে তখন প্রথমেই মাদ্‌রাসার ছাত্ররা রাস্তায় নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের প্রচার ও এর সমস্যা সমাধানে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানো জরুরী।

দা'ঈগণের করণীয়

ইসলাম প্রচারে যে সব সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান করার জন্য দা'ঈগণকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে দা'ওয়াতের ময়দানে নামলে অবশ্যই ইতিবাচক ফলাফল আসবে। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের সমস্যা সমাধানে দা'ঈগণকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখা জরুরী।

ক. প্রশিক্ষণ নেয়া

ইসলামের পথে আহ্বানকারীগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী। এ প্রশিক্ষণ দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমত, জ্ঞান ও হিক্‌মাতের প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে দা'ঈগণকে কুর'আন, হাদীস ও অন্যান্য প্রয়োজন ও যুগোপযোগী বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হবে। মানুষের সাথে কথা বলা, বিতর্ক করা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হবে। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কে এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা.) সাহাবীগণকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন :

ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ-

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিক্‌মাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।"[৩৭৯]

দ্বিতীয় হলো আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ। কুর'আন ও হাদীসে এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মাতকে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلاَلٍ مُّبِينٍ-

---

৩৭৯. *আল-কুর'আন*, ১৬:১২৫

Dhaka University Institutional Repository

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[৩৮০]

বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার নামে একশ্রেণীর পীর-ফকীর ধর্ম ব্যবসা করছে। পীরদের কাছে গিয়ে বায়'আত হওয়া ও পীরদের দেয়া ওজীফা পড়াকে তারা আধ্যাত্মিকতা বলে থাকে। কিন্তু কুর'আন ও হাদীসে আধ্যাত্মিকতা বলতে পীর-ফকীরদের প্রচলিত পদ্ধতিকে বুঝানো হয় নি। রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে আধ্যাত্মিকতার যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা ছিল মনের ভিতর থেকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্কে লালন না করা। আর এমনভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদত করা যেন আমি আল্লাহ্কে দেখছি। যদি এই পর্যায়ে না যেতে পারি তাহলে কমপক্ষে আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এই বিশ্বাস মনে মনে লালন করতেই হবে।[৩৮১]

ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ হয় সালাতের মাধ্যমে। একজন মানুষ যখন শরীর ও মনকে পবিত্র করে মহান আল্লাহ্র সামনে অপরাধীর মত হাত বেঁধে ঘোষণা করে 'আল্লাহ্ আমি একমাত্র তোমারই 'ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই' এবং এর পরে আল্লাহ্র সামনে মাথা নত করে তখন সে আল্লাহ্র সবচেয়ে কাছে চলে যায়। সে সময় আল্লাহ্ ফিরিশ্তাদের কাছে ঐ বান্দার প্রশংসা করে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দেন।

আধ্যাত্মিকতা প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো তাহাজ্জুদ সালাতের সময়। এ সময়ে মহান আল্লাহ্ প্রথম আকাশে চলে আসেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন : "কে আমাকে ডাকবে? আমি ডাকের সাড়া দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৩৮২] এই তাহাজ্জুদের সালাত ইসলামের দা'ঈগণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ। মহান আল্লাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দেয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদ সালাতের বিধান দিয়েছেন। রাসূল (সা.) মক্কায় সারাদিন দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন এবং রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মীদেরকেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

খ. কুর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা

কুর'আন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান ছাড়া ইসলামের দা'ওয়াত মানুষের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। পবিত্র কুর'আনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াতটি হলো 'পড়'। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আপনাকে একটা বিরাট মিশন নিয়ে কাজ

---

৩৮০. *আল-কুর'আন*, ৬২:২

৩৮১. *সহীহ্ আল-বুখারী*, বাবু ছুয়ালী জিব্রীলিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওসাল্লাম, হাদীস নং-৫০

৩৮২. *মিশকাত*, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে। আর এই মিশন সফল করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার প্রথম বিষয় হলো পড়া বা জ্ঞানার্জন করা। জ্ঞান ছাড়া এ মিশনকে সামনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়াও কুর'আনের অনেক আয়াতে দা'ঈগণকে কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন করার জন্য বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

"মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।"[৩৮৩]

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ-

"বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?' তবে কী তারা আল্লাহ্র এমন শরীক করছে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের নিকট সদৃশ মনে হয়েছে? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।"[৩৮৪]

হাদীস শরীফেও রাসূল (সা.) বলেছেন :

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم-

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।"[৩৮৫]

দা'ঈগণের জন্য ইসলামী আইনের মুজতাহিদ হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কুর'আন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরী। কারণ কুর'আন ও হাদীসের এ মৌলিক জ্ঞানটুকুও যদি একজন দা'ঈর মাঝে না থাকে তাহলে সে মানুষকে আল্লাহ্র সঠিক দীনের পথে ডাকতে পারবে না। তাঁর দা'ওয়াতটাও রাসূলের দা'ওয়াতের মত হবে না।

---

৩৮৩. *আল-কুর'আন*, ৯:১২২

৩৮৪. *আল-কুর'আন*, ১৩:১৬

৩৮৫. *সুনানু ইবনু মাযাহ্*, বাবু ফাদলিল 'উলামা, হাদীস নং-২২৬

Dhaka University Institutional Repository

গ. মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়া

মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা দা'ওয়াতী কর্মীদের জন্য জরুরী। কারণ মানুষের সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে মানুষ তার কথা মন দিয়ে শুনবে না এবং তার কথার কোন গুরুত্ব দিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় মহান আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের স্বার্থে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো, অসুস্থ হলে তার কাছে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করা দা'ওয়াতী কর্মীদের চরিত্র হওয়া উচিৎ। এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি কোন ধর্ম, কোন বর্ণ, কোন গোষ্ঠির এটা বিবেচনায় আনা উচিৎ হবে না। রাসূল (সা.) সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। কেউ বিপদে পড়লে সে কোন ধর্মের তা বিবেচনা করতেন না। কেউ তাঁকে আঘাত করলে তিনি ক্ষমা করতেন। কেউ তাঁর কাছে আমানত রাখলে তিনি তা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিতেন। কোন মানুষের সাথে কড়া ভাষায় বা ধমক দিয়ে কথা বলতেন না। ধনী, গরীব, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন।

ঘ. ব্যক্তি জীবনে দীনের পূর্ণ অনুসরণ ও দা'ওয়াতকে জীবনের আসল লক্ষ্য বানানো

ইসলামকে শুধু অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য নয় নিজের ব্যক্তি জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ থাকতে হবে। দা'ঈগণকে হতে হবে চরম সত্যবাদী, সৎ, আমানতদার, ওয়াদাপালনকারী, পরপোকারী, নির্ভীক, আল্লাহ্‌ভীরু, বিনয়ী। অহংকার, হিংসা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, মানুষকে কষ্ট দেয়া, মানুষের সাথে প্রতারণা করা, অনৈতিক কর্মকাণ্ডে দা'ঈ ব্যক্তি কোনভাবেই জড়িত হতে পারে না।

দা'ঈগণ লোক দেখানো বা সামাজিকতার জন্য দীন পালন করতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাতে হবে। চিন্তা চেতনা, জীবনের আশা-ভরসা, পেশা, বিয়ে-শাদী, ঘর-সংসার ইত্যাদি সবই দীনের স্বার্থে হতে হবে। দীনের সহজ অংশ মেনে চলা আর কঠিন অংশ পরিত্যাগ করা দা'ঈগণের চরিত্র নয়। একজন প্রকৃত ঈমানদার কখনো এ কাজ করতে পারে না। ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া ঈমানের অপরিহার্য দাবী। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ-

"বল, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।"[৩৮৬]

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ-

৩৮৬. *আল-কুর'আন*, ৬:১৬২

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৮৭]

নিজের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালন করার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের মানুষের কাছে তা প্রচার করাও তাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সে কখনো এড়াতে পারে না। এটা কোন নফল বা সুন্নাত বিষয় নয়। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবশ্য পালনীয় একটি বিধান। এ বিধান পালনকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাতে হবে। এর জন্য চরম ত্যাগ ও কুরবানী করার মানসিকতা রাখতে হবে। দুনিয়ার কোন বিনিময় নয় মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করাই হবে এ কাজের একমাত্র প্রতিদান। এই চিন্তা মনের ভিতরে রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুর'আনে বলেন :

ٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّهْتَدُونَ-

"অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না, এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।"[৩৮৮]

ঙ. আত্মসমালোচনা করা ও অন্যের সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকা

আত্মসমালোচনা মানুষকে মানুষকে সঠিক পথ ও সংশোধনের রাস্তা দেখায়। আত্মসমালোচনা করলে নিজের ভুল ধরা পড়ে এবং পরবর্তী সময় সে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক কাজটি করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় নিজে বিচার করে, সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গুনাহের কথা যে চিন্তা ও হিসাব করে সে ব্যক্তি সহজে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা অন্যের সমালোচনায় অভ্যস্ত তারা কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারে না। ফলে তার পক্ষে সংশোধন হওয়া কঠিন হয়। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে অন্যের সমালোচনা করার ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ -يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ-

"হে মু'মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন

৩৮৭. *আল-কুর'আন*, ২:২০৮
৩৮৮. *আল-কুর'আন*, ৩৬:২১

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে যেন উপহাস না করে ; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে আপরকে মন্দ নামে ডেক না ; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা না করে তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক ; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খেতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[৩৮৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে যারা দা'ওয়াতী কাজ করেন তাদের মাঝে আত্মসমালোচনার খুবই অভাব রয়েছে। তাঁরা নিজের ও নিজের দলের ভুল নিয়ে কখনো আলোচনা করেন না। কিন্তু অন্যের সমালোচনা করতে থাকেন নির্দ্বিধায়। নিজের দলকে পরিপূর্ণ ইসলামী দল মনে করেন। কিন্তু অন্যেদেরকে ইসলামী দল মনে করেন না। অমুকজন ভারতের দালাল, অমুকজন আমেরিকার দালাল, ইয়াহুদীর দালাল ইত্যাদি মন্তব্য করেন। এমনকি অমুক দলের অনুসারীরা 'কাফির' এমন কঠোর মন্তব্যও করে থাকেন। অন্যরা ভুল করলে সমালোচনা হয়, একই ভুল নিজেরা করলে সেটা হয়ে যায় 'পরিস্থিতির বাস্তবতা'। তাই দা'ওয়াতী কর্মীদেরকে এ খারাপ গুণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আত্মসমালোচনা করে নিজে সংশোধন হতে হবে। আর অন্যকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এ চরিত্র দা'ঈ ভাইদের মাঝে খুবই প্রয়োজন।

দা'ওয়াতী কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটানো

দা'ওয়াতী কাজকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে এ কাজের জন্য জীবনের সবকিছুকে উৎসর্গ করা আবশ্যক। বাংলাদেশে যেভাবে ইসলামের কাজ হচ্ছে তা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, অফিস-আদালতে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে ইসলামের বাণী অব্যাহতভাবে প্রচার করা জরুরী। হযরত নূহ (আ.) নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَاراً - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِي إِلاَّ فِرَاراً - وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِيَ آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً -ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً-

"সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে

৩৮৯. *আল-কুর'আন*, ৪৯:১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে অঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে। 'পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।"[৩৯০]

হযরত ইউসুফ (আ.) জেলখানায় থেকেও কয়েদীদেরকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন : ইউসুফ (আ.) জেলের সাথীদেরকে ডাক দিয়ে বললেন:

يٰصَاحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ - مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ-

"হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ? তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের 'ইবাদত কর। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্ ব্যতীত কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।"[৩৯১]

রাসূল (সা.) মক্কায় দীন প্রচার শুরু করলে মক্কার কাফিররা নানাভাবে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতার লোভ দেখায়। কিন্তু রাসূল (সা.) সেসব প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। দীন প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর চাচা আবূ তালিবের কাছে মক্কার নেতারা মুহাম্মাদ (সা.) এর এ কাজ ছেড়ে দিতে বললে মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবূ তালিবকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন :

يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر في يسارى على ان اترك هذا الامر- حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته-

"চাচাজান, আল্লাহ্র শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।"[৩৯২]

---

৩৯০. *আল-কুর'আন*, ৭১:৫-৮

৩৯১. *আল-কুর'আন*, ১২:৩৯-৪০

৩৯২. *আর-রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার বিস্তার করার জন্যে নিম্নোক্ত আধুনিক উপকরণসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে :

ক. টেলিভিশন ও রেডিও ব্যবহার

টেলিভিশন ও রেডিও আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপকরণ। এ দু'টি উপকরণ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে রয়েছে। এর মাধ্যমে বিদেশী কুসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের 'আলিম-'উলামাদের একটি অংশ এসব উপকরণ ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহী নন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এসব সংকীর্ণমনা থেকে 'আলিম-'উলামাদেরকে ফিরে আসতে হবে। বর্তমান সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ এ দু'টি উপকরণ মানুষের থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। তাই এ উপকরণের ব্যবহারে আনতে হবে পরিবর্তন। টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচলিত অপসংস্কৃতির বিকল্পে ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার করতে হবে। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের রাস্তা খোলা রাখতে হবে। তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কুইজ, প্রশ্নোত্তরপর্ব, সাধারণ মানুষের মতামত প্রকাশ ইত্যাদি প্রচার করার সুযোগ থাকা উচিৎ। নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, কৃষক, শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যবসায়িক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের জন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমানে পিস টিভি বাংলা ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ভারতীয় চ্যানেলগুলো যেভাবে অপসংস্কৃতি প্রচার করে চলছে, সে তুলনায় একটি মাত্র চ্যানেলে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করা যথেষ্ট নয়। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে আরো অনেক টিভি ও রেডিও চ্যানেল প্রয়োজন। যেগুলি দিন-রাত সব সময়ই ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকবে।

খ. ইন্টারনেট ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট ছাড়া মানুষের জীবন অনেকটাই অচল। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ Advanced Research Projects Agency (ARPA) নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যাতে যুদ্ধের সময়ে এক সামরিক ঘাঁটি থেকে অপর ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। এখান থেকেই ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু। শুরুতে এর ব্যবহার সীমিত থাকলেও ধীরে ধীরে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়।[৩৯৩]

৩৯৩. তথ্যসূত্র : History of Internet, Wikipedia, free encyclopedia

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, তথ্য আদান প্রদান, অর্থ লেন-দেন, বিনোদনসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। দিন দিন ইন্টারনেটের প্রতি শিক্ষিত ও যুবক শ্রেণীর আগ্রহ বেড়ে চলেছে। তবে তরুণ ও যুবক শ্রেণী ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের চরিত্র নষ্ট করছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাস্তিক, মুরতাদ ও ইসলামের শত্রুরা তাদের দর্শন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকর্তকে গালি দিচ্ছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথা প্রচার করছে। রাসূল (সা.) এর স্ত্রী ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

ইসলামের শত্রুরা ইন্টারনেটকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেও এই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করা সম্ভব। বর্তমানে কুর'আনের বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার একটি চমৎকার মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। ঘরে বসে অল্প খরচে অল্প সময়ে গোটা বিশ্বেই ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভব এর মাধ্যমে। কুর'আন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী আলোচনা আপলোড করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিলে সাড়া বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসেই পড়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের বই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

'আলিম-'উলামা ও মুবাল্লিগণকে ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। বিভিন্ন ব্লগ তৈরি করে ইসলামের বিরোধিতাকারীদের জবাব দিতে হবে। অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের অসারতা তুলে ধরতে হবে। ইউটিউবে হক্কানী 'উলামাদের বক্তৃতা প্রচার করতে হবে। যুবকদেরকে এ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ফেসবুক, টুইটার, ভাইবার ইত্যাদি সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে উৎসাহ দিতে হবে।

গ. জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইসলামের আলোচনা করা ও মাসিক পত্রিকার প্রসার ঘটানো

বাংলাদেশে জাতীয় পত্রিকাগুলো বাম ও ডান এ দু'টি মতাদর্শিক ধারায় বিভক্ত। বাম ধারার পত্রিকায় নাস্তিক, মুরতাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সংবাদ ও কলাম প্রচার হয়ে থাকে। আর ডান ধারার পত্রিকায় ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের কলাম ও সংবাদ প্রচার হয়ে থাকে। এ উভয়শ্রেণীর পত্রিকাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে খেলা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য পৃথক একটি পাতা থাকে। এসব পাতায় এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করা হয়।

ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে একটি পৃথক পাতা রাখা দরকার। যেখানে প্রতিদিন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলাম লিখা হবে। সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা ও ইসলামের আলোকে এর সমাধান দেয়া হবে। সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকা জরুরী। যাতে পাঠক

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধসহ সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষের জন্য নানা ধরণের প্রবন্ধ লিখা থাকবে। যাতে করে সবাই তাদের বিষয়ে ইসলামের বিধি-বিধান জানতে পারে।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ছাড়াও মাসিক ইসলামী পত্রিকা সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে। এসব পত্রিকাতে কুর'আন ও হাদীসের দারস থাকতে হবে। আম্বিয়া (আ.), সাহাবী, মুসলিম মনীষীদের জীবনী আলোচনা করতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের পথে উদ্বুদ্ধ করা যায়। তাই নিয়মিত এসব বিষয়ে প্রবন্ধ থাকা জরুরী। বর্তমানে বাংলাদেশে মাসিক মদীনা, মাসিক আদর্শ নারী, মাসিক পৃথিবী, মাসিক আল-কাওসার, মাসিক রহমতসহ আরো কিছু পত্রিকা প্রচার হয়ে থাকে। দীন প্রচারের জন্য এ ধরনের আরো পত্রিকা প্রকাশ করা জরুরী। আরো সহজে মানুষের ঘরে ঘরে এসব পত্রিকা পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

মসজিদ গুলোকে সামাজিক কেন্দ্র বানানো

মুসলিম সমাজে মসজিদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। মুসলিমরা যেখানেই ঘর-বাড়ি গড়ে তোলে সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করে। মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। সে মসজিদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো মুসলিমদের সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদে নববী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে ওঠে। সেখানে স্বয়ং রাসূল (সা.) মানুষকে শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, উবাই ইব্‌ন কা'ব, 'উবাদা ইব্‌ন আস সামিত (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণ এই শিক্ষালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ের যারা শিক্ষার্থী ছিলেন তারা নিজেদের ঘরে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে গোটা মদীনা শহরটি জ্ঞান চর্চার শহরে পরিণত হয়ে যায়।[৩৯৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের আগমন হয় হযরত 'উমার (রা.) এর খিলাফত কালে। সে সময় থেকেই মুসলিমরা মসজিদ নির্মাণ করে আসছেন। মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রের টাকায় এলাকায় এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সেখান থেকেই মুসলিম 'আলিম-'উলামারা ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করতেন। সে সময় প্রত্যেকটি মসজিদই ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই আদায় করা হতো না, বরং সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করা হতো। অনেক স্থানে আলাদা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। মসজিদেই তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চলতো।

৩৯৪. *রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে আড়াই লাখেরও বেশী মসজিদ রয়েছে।[৩৯৫] এদেশের প্রতিটি গ্রাম বা শহরে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও এক বা একাধিক মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদের সাথে সাধারণ মানুষের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। দিন রাত কমপক্ষে পাঁচবার তারা মসজিদে যায়। সালাত আদায় করা ছাড়াও একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সবাই সবার খোঁজ খবর নিতে পারে। এর মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনও বৃদ্ধি পায়। তাই বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের কেন্দ্র বানানোর জন্য নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মসজিদে একজন ইমাম, একজন মুয়াজ্জিন রয়েছেন। অনেক মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিন ছাড়াও খতীব ও খাদিম রয়েছেন। মসজিদের ইমামের সাথে সবারই আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। ইমাম সাহেব সকলের কাছেই একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ সবাই ইমামদেরকে ভালবাসে এবং তাদের কথা শোনে। সুখে-দুঃখে মানুষ মসজিদের ইমামদেরকে স্মরণ করে। এই লোকগুলো অধিকাংশই মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। কুর'আন ও হাদীসে দক্ষ। তাই তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের জন্য তাঁদেরকে দা'ওয়াতী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইসলাম প্রচার করা যেন তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। সামান্য রুযি-রোযগারের ভয়ে যেন হক কথা বলতে ভয় না পায়, জীবনের সব কিছুর বিনিময়েও আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকতে পারে, মনের ভিতরে এমন সাহস তৈরি করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত জাতীয় ইমাম সমিতি গঠন করে ইমামদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. বাংলাদেশের অনেক মসজিদে মাক্‌তাব বা শিশুদের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ্‌র উপর শিশুর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আম্বিয়া (আ.), আসহাবে রাসূল, মুসলিম মুজাহিদগণের কাহিনী, কবরের 'আযাব, কিয়ামত, জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং জাহান্নামের শাস্তির কথার রয়েছে তাৎপর্য ও মাহাত্ম। যা শিশুর কোমল হৃদয়ে দাগ কাটে, জীবনে কখনো ভুলে যায় না।

বিশ্ব জাহানের সকল কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো কুর'আন ও হাদীসের আলোকে নিজেকে জানা, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা মাক্‌তাবের উদ্দেশ্য। শিশু বয়সে ইসলামী জ্ঞানের এই মৌলিক ভিত্তি গড়ে উঠার কারণে পরবর্তীকালে এরা ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকে। কারণ শিশুর অবচেতন মনে নিজের অজান্তেই ধর্ম সম্পর্কে গভীর রেখাপাত ঘটে।

এই মাক্‌তাবের ব্যাপক প্রসার ঘটানো জরুরী। প্রত্যকটি মসজিদে এই মাক্‌তাবের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর শিক্ষা পদ্ধতিকে আরো আধুনিকায়ন করা জরুরী। উন্নতমানের প্রোজেক্টরসহ

৩৯৫. কাজী আবু হোরায়রা, *মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ.২৬

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিলে মাক্তাবের শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে। শিক্ষকদের যে পরিমাণ বেতন দেয়া হয়, তা দিয়ে তাঁর পরিবার চালানো সম্ভব নয়। এ জন্য তাদেরকে যুগের চাহিদা মতো বেতন দেয়া জরুরী। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে দেশের দীনদার ধনী লোকদের এগিয়ে আসতে হবে।

৩. শুক্রবারে জুমু'আর সালাতের আগে ইমাম বা খতীব সাহেব আলোচনা করেন। এই আলোচনাগুলো আরো যুগোপযোগী, তথ্যবহুল হওয়া উচিৎ। সমসসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা ও কুর'আন ও হাদীসের আলোকে এর সমাধান আলোচনা করা প্রয়োজন। এর ফলে মসজিদে আগত মুসল্লিরা বর্তমান সমসাময়িক সমস্যা ও ইসলামের আলোকে এর সমাধান কী হবে তা বুঝতে পারবে। জুমু'আর সালাত শেষে বিশেষ আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তু সীট আকারে তৈরি করে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে দিলে তারা আলোচ্য বিষয়ে পরিষ্কার ধারনা পাবেন। এছাড়াও উপস্থিত জনতার প্রশ্ন করার সুযোগ রাখতে হবে।। ফলে সাধারণ মানুষের মনে উদ্ভুত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান পাবে। ইসলামের বিধিবিধান পালনে তারা উৎসাহ পাবে।

৪. প্রত্যেক মসজিদে মসজিদ ভিত্তিক ইসলমী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসল্লিদের এসব পাঠাগার থেকে কুর'আন, হাদীসসহ ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বই নিয়ে পড়ার সুযোগ রাখতে হবে। বই পড়তে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. সালাত শেষে তা'লীমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ধারাবাহিকভাবে কুর'আনের তাফসীর, হাদীসের দার্‌স অথবা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করলে মানুষ উপকৃত হবে। এছাড়া বিশেষ কোন দিবসে অথবা বাৎসরিক কোন দিনে বড় আকারে তাফসীর মাহ্‌ফিলের আয়োজন করলে মানুষ ধর্ম পালনে উৎসাহ পাবে।

মহিলাদের দ্বীন শিখার রাস্তা উন্মুক্ত রাখা

মানব জাতির ক্রমধারা অব্যাহত রাখার জন্য নারী-পুরুষ দু'শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজন। শুধু পুরুষ দিয়ে যেমন এ কাজ হয় না আবার শুধু নারী দিয়েও এ কাজ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুর'আনে বলেছেন :

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ-

"হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[৩৯৬]

রাসূল (সা.) আসার আগে নারীকে পুরুষের ভোগের পণ্য মনে করা হতো। তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হতো না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও নারী স্বাধীনতার নামে তাদেরকে ভোগের পণ্য বানানো হয়েছে। কিন্তু ইসলাম নারীকে সকল ক্ষেত্রে মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীকে বলা হয়েছে স্বামীর পোশাক। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য পবিত্র কুর'আনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মায়ের পদতলে জান্নাতের ঘোষণা করা হয়েছে। বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তানের পক্ষ থেকে মা যেন কোন ধরনের কষ্ট না পান সে ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নারীদের যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা দেখে নারী জাতি দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন নারী। সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য নিজের জীবন যিনি উৎসর্গ করেছিলেন তিনিও ছিলেন একজন নারী। রাসূলের আহ্বানে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সমান্তরালভাবে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

সন্তান লালন-পালনে পিতার চেয়ে মায়ের ভূমিকাই বেশী। তাই যে ঘরে স্ত্রী দীনদার হয় সে ঘরের সন্তানরা ধর্ম পালনে আগ্রহী হয়। যে ঘরে একজন মা সালাত আদায় করেন, কুর'আন তিলাওয়াত করেন, সত্য কথা বলেন, বড়দের সম্মান করেন ও নরম সুরে কথা বলেন, অন্যেক হক আদায়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করেন, সে ঘরে বেড়ে উঠা সন্তান দীনদার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ঘরে একজন মা ঝগড়া-ঝাটি, কলহ-বিবাদ, গীবত করা, চোগলখুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করা, আমানতের খেয়ানত করা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাসে অভস্ত সে ঘরে বেড়ে উঠা সন্তান দীনদার হওয়া প্রায়ই অসম্ভব। এসব কারণে মহিলাদের দীনের পথে আসার রাস্তা আরো সহজ করতে হবে। প্রত্যেক এলাকাতে একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এসব মাদ্‌রাসায় বোর্ডের নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরেও চরিত্র গঠনের জন্য আলাদা কোর্স থাকা দরকার। একজন আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা হওয়ার জন্য তাকে তাকওয়া শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যাতে করে এই শিক্ষা তার সংসার জীবনে কাজে লাগিয়ে একজন আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ মা হতে পারে।

মাদ্‌রাসার পাশাপাশি এলাকার বাড়িতে বাড়িতে মহিলাদের বিশেষ তা'লীমের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেখানে 'আলিম-'উলামারা মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করবেন। তাদেরকে দীনের পথে উৎসাহ দেবেন। টেলিভিশন, ইসলামী পত্রিকায় নারীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখা এবং সেগুলো নারীদের মাঝে প্রচার করা জরুরী। মসজিদে মসজিদে নারীদের জন্য

৩৯৬. *আল-কুর'আন*, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

সালাতের জন্য পৃথক স্থান তৈরি করতে হবে। যাতে নারীরা মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে পারে। জুমু'আর খুৎবা শুনতে পারে। ফলে তারাও দীন পালনে উৎসাহ পাবে।

তরুণদের মাঝে ইসলাম চর্চার প্রসার ঘটানো

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে রাসূল (সা.) তরুণ সমাজের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন। মক্কায় প্রথম পর্যায়ের মুসলিমদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। জিহাদের ময়দানে তরুণদের অবদান সর্বদাই বেশী ছিল। উহুদের যুদ্ধে তরুণ সাহাবী তালহা (রা.) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূল (সা.) কে রক্ষা করেছিলেন। খায়বার, মুত্'আ, খন্দক, তাবুক ইত্যাদি সব যুদ্ধে যুবক সাহাবীদের অবদানই ছিল বেশী। এসব কারণে রাসূল (সা.) যুবক বা তরুণদেরকে খুব ভালবাসতেন। সহীহ্ আল-বুখারীর যাকাত অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিনে সাত শ্রেণীর মানুষকে মহান আল্লাহ্ 'আর্শের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে একশ্রেণী হলো وشاب نشأ فى عبادة الله "ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র 'ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে।"[৩৯৭]

মুসলিম যুবসমাজকে টার্গেট করে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র অতীতেও হয়েছে বর্তমানেও হচ্ছে। কারণ তারা খুব ভালভাবেই জানে, মুসলিম জাতির জন্য সাহসী কোন পদক্ষেপ একমাত্র যুবসমাজই নিতে পারে। তাই তাদেরকে যদি দীন থেকে দূরে রাখা যায় তবেই তাদের মিশন সফল হবে, তাদের কোন প্রতিপক্ষ থাকবে না। তাই কৌশলে নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে নারীকে তরুণ সমাজের ভোগের পণ্য বানিয়েছে। মদ, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি নেশা জাতীয় পণ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। ফলে এক শ্রেণীর মুসলিম যুবকদেরকে খুব সহজেই এসব ভোগের সামগ্রী দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে পেরেছে।

তাই যুবসমাজের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করা জরুরী। 'আলিম-'উলামা ও মুবাল্লিগণকে দা'ওয়াতের জন্য যুবকদেরকে বিশেষভাবে টার্গেট করতে হবে। বর্তমান সময়কে প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। আমাদের সমাজের তরুণেরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পছন্দ করে। তাই এই প্রযুক্তিগুলি কীভাবে ইসলামের পথে কাজে লাগানো যায়, তার পথ ও পদ্ধতি তাদেরকে চিনিয়ে দিতে হবে। কোন কিচ্ছা-কাহিনী নয়, সরাসরি কুর'আন ও হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। তরুণ সাহাবীদের ইতিহাস, তাঁদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনা, ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ ইত্যাদি তাদের সামনে বেশী বেশী আলোচনা করে ইসলামের পথে আসতে উৎসাহ দিতে হবে। বর্তমানে একশ্রেণীর পথ হারা যুবক ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে

৩৯৭. *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং-১৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

নাস্তিক্যতাবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাসূল (সা.) এর নামে বিভিন্ন কুৎসা রটনা করছে। ধর্মহীন বিভিন্ন রাজনীতির আহ্বানে যুবশ্রেণীর বড় একটা অংশ ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। এই পথহারা তরুণদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আনা খুবই জরুরী। এ জন্য তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে দা'ওয়াতী কাজ করা প্রয়োজন।

তরুণদের মাঝে ইসলামের চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য প্রত্যেকটি এলাকায় যুব সংঘ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই যুব সংঘের কাজ হবে তাদের এলাকার মানুষের মাঝে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো, কোন অসামাজিক, অনৈতিক কাজ হলে তারা সেগুলো প্রতিরোধ করবে। কোন মানুষ বিপদে পড়লে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ফলে তাদের দ্বারা পথহারা যুবকরাও ইসলামের পথে আসতে উৎসাহ পাবে।

দা'ওয়াতের ব্যাপারে চাটুকারিতা পরিত্যাগ ও আপোষহীন হওয়া

বর্তমানে আমাদের দেশের অনেক 'আলিম-'উলামা ও দীনের দা'ঈগণের মাঝে চাটুকারিতা ও হীনমন্যতা লক্ষ্য করা যায়। এ মনোবৃত্তি নিয়ে ইসলামের সঠিক দা'ওয়াত প্রচার করা সম্ভব নয়। যারা এ মনোবৃত্তি লালন করেন, তারা কেবল ইসলামের ঠিক সে দা'ওয়াতটুকুই দিতে পারবেন যা দিলে সমাজের নেতা ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকে খুশি করা যায়। তারা কখনো ইসলামের কঠিন বিধানের কথা মানুষের সামনে বলতে পারেন না। এ ধরনের মনোবৃত্তি ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য একটি বড় ক্ষতির কারণ। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে তাঁর সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتى سيتفقهون فى الدين يقوءون القران يقولون نأتى الامراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بدننا ولايجتنى من القتاد الا الشوك كذالك لايجتبى من قربهم-

"হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে কিছু কিছু লোক দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং কুর'আন পাঠ করবে, আর বলবে 'আমরা প্রশাসকদের কাছে যাব এবং তাদের দুনিয়াদারী হতে নিজের অংশ গ্রহণ করব এবং আমাদের দীনদারকে তাদের নিকট হতে সরিয়ে রাখব। প্রকৃত পক্ষে তা হবার নয়, যেমন কাঁটাযুক্ত গাছ হতে কাঁটা ছাড়া অন্য কোন ফল লাভ করা যায় না তেমনি এদের নিকট থেকেও গুনাহ্ ছাড়া অন্য কোন ফল লাভ করা যায় না।"[৩৯৮]

অপর হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন :

---

৩৯৮. *মিশকাত*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং-২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لو ان اهل العلم صانول العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم احوال الدنيا لم يبال الله فى اى اوديتها هلك

"হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি 'উলামায়ে কিরাম 'ইলমের হিফাযত করতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে তা সমর্পণ করতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁরা 'ইলমের বদৌলতে নিজেদের যামানার লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদেরকে বিলিয়েছেন, যাতে তারা তার দ্বারা দুনিয়াদারদের কাছ হতে দুনিয়ার কিছু ধন-দৌলত লাভ করতে পারেন। ফলে তারা দুনিয়াদারদের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছেন। আমি তোমাদের নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সকল উদ্দেশ্যকে একই উদ্দেশ্যে পরিণত করবে, অর্থাৎ নিজের পরকালকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বানাবে, আল্লাহ্ তা'আলাই তার দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট হবেন। অপরপক্ষে যাকে দুনিয়ার নানা উদ্দেশ্য নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পরোয়াই থাকে না, সে দুনিয়ার যে কোন ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন।"[৩৯৯]

'আম্বিয়া (আ.) দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আপোষহীন ছিলেন। সকল প্রকার লোভ, ভয়, হুংকার, জেল-যুল্ম উপেক্ষা করে দা'ওয়াতের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। মক্কায় রাসূল (সা.) এ কাজ শুরু করলে মক্কার নেতারা এ কাজ না করার জন্য তাঁকে ভালভাবে বুঝালো। এতে কাজ না হলে শুরু হলো যুল্ম নির্যাতন। শুধু তাঁকেই নয়, যারাই ইসলাম কবূল করত তাদের উপর চলত অত্যাচারের স্টিম রোলার। এসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকে শহীদও হয়েছেন। অনেকে পঙ্গু হয়েছেন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। তার পরেও রাসূল (সা.) তাঁর মিশন থেকে একবিন্দু পা নড়ান নি।

হিকমতের নামে ছাড় দেয়া বা দা'ওয়াতের মৌলিক কোন অংশ গোপন করা চলবে না। মানুষের সামনে দা'ওয়াতের বিষয় স্পষ্ট হতে হবে। স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে তাওহীদ ও তাগুতের বিষয়গুলো। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না। কারো হুকুম মানা যাবে না। কারো গুলামী করা যাবে না। ব্যক্তিগত জীবন শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র বিধানই মেনে নিতে হবে। এর বাইরে আর কোন বিধান চলতে পারে না। যারা আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে অন্য আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা আল্লাহ্র আইনের সমালোচনা করে তারাই তাগুত। তাদের বিধান মানা যাবে না। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে হবে।

৩৯৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা

ইসলাম হলো মহান আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌ এই জীবন ব্যবস্থার পূর্ণতা দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلاَمُ

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।"[৪০০]

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[৪০১]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ-

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করলে তা কখনো কবূল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪০২]

মুহাম্মাদ (সা.) আসার পর পূর্বের সকল ধর্ম বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তাই বর্তমানে ইসলামই একটি গ্রহণীয় জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের দখলে থাকার কারণে বিশ্বব্যাপী তাদের ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য ছড়াচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা জন্ম নিচ্ছে এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করছে। তাই এ প্রেক্ষিতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন বর্তমান খ্রিষ্টানদের কাছে যে বাইবেল রয়েছে তা আসল বাইবেল নয়, এটা তাদের পোপদের তৈরি করা সেটা প্রমাণ করতে হবে। বাংলা ভাষায় বাইবেলকে ইঞ্জিল শরীফ নামে প্রকাশ করে ফ্রি বিতরণ করা হচ্ছে। বইটির প্রথমে লিখা হয়েছে **'দ্বিতীয় সংস্করণ'**। কথাটি সাধারণ শিক্ষিত একজন মানুষের কাছেও স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন সংস্করণ হতে পারে না। কারণ 'সংস্করণ' শব্দটির অর্থ হলো 'যা আছে তার থেকে কিছু কমানো বা বাড়ানো অথবা কোন কিছু পরিবর্তন করা। আর এসব কিছু আল্লাহ্‌র কিতাবে হয় না। এ বইয়ের শুরুতে **'কয়েকটি কথা'** শিরোনামে বইটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা দেয়া হয়েছে। এখানে লিখা হয়েছে **'ইঞ্জিল শরীফ একটি আসমানী কিতাব। এটি জীবন্ত আল্লাহ্‌র কালাম। এ কালাম কমবেশী ১৯০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল।'** বইয়ের ১ নং পৃষ্ঠার শিরোনাম **'প্রথম সিপারা ঃ মথি, লেখক: হযরত মথি, লিখবার সময়: ৫০-**

৪০০. *আল-কুর'আন*, ৩:১৯
৪০১. *আল-কুর'আন*, ৫:৩
৪০২. *আল-কুর'আন*, ৩:৮৫

৫৫ কিংবা ৬৬-৬৮ খ্রিষ্টাব্দ'[৪০৩] এ কথাগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র কালামের কোন লিখক হয় না। **'কমবেশী ১৯০০ বছর আগে লিখা হয়েছিল'** এ ধরনের সংশয়পূর্ণ কোন কথা আল্লাহ্‌র কালামে থাকতে পারে না। তাই তাদের এ গ্রন্থ যে আল্লাহ্‌র নাযিল করা কোন গ্রন্থ নয় তা খুব সহজেই বুঝা যায়। অপর পক্ষে কুর'আনের আয়াতে কারীমাগুলো পড়লে বুঝা যায় এটি আল্লাহ্‌র নাযিল করা একটি মহাগ্রন্থ। এর প্রথমেই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে :

ذٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ-

"এটা সেই কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ।"[৪০৪] এছাড়াও কুর'আনের কোন আয়াতে 'এটা অথবা ঐটা' এমন কথা বলা হয়নি। সব কিছুই স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীরা জোরালোভাবে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। দেশের দুর্গম ও সীমান্ত এলাকা যেখানে শিক্ষার আলো তেমন পৌঁছায় নি, এমন এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার নাম করে সরলমনা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে। ইসলাম প্রচারকদেরকে এ দিকে মনোযোগ দেয়া জরুরী। পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থের বিনিময়ে হাজার হাজার মানুষ খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। খ্রিষ্টানদের এ অপতৎপরতা বন্ধ না করা হলে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে তারা ভবিষ্যতে দক্ষিণ সুদান অথবা পূর্ব তিমুরের মত একটি স্বাধীন খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করবে। তাই দা'ঈগণকে এসব রিমোট এলাকায় গিয়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের পার্থক্য তুলে ধরতে হবে। যুক্তি-প্রমাণসহ আলোচনা করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে ফিরে নিয়ে আসতে হবে।

অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র সর্ম্পকে সজাগ দৃষ্টি রাখা

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে মুসলিমদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً -

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।"[৪০৫]

---

৪০৩. *ইঞ্জিল শরীফ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (Published by : The Bangladesh Bile Society, 390, New Eskaton Road, Dhaka-1217, Bangladesh) পৃ.১

৪০৪. *আল-কুর'আন*, ২:২

৪০৫. *আল-কুর'আন*, ৩:২৮

Dhaka University Institutional Repository

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"হে মু'মিনগণ ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর।"[৪০৬]

যুগে অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে আসছে। যুগের পরিবর্তনে তাদের সে ষড়যন্ত্রের ধরন পরিবর্তন হয়। বর্তমান আধুনিক যুগে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে শুধু সামরিক যুদ্ধই করছে না। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলছে। দা'ওয়াতী কর্মীদেরকে তাদের সে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সে অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনকল্যাণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। অর্থের অভাবে অনেকে মানুষই এখনো বাস্তুহারা। শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না টাকার অভাবে। বিভিন্ন এন.জি.ও সেবার নামে তাদের এ দরিদ্রতাকে সুযোগ নিচ্ছে। কড়া সুদে তাদের কাছে ঋণ দিচ্ছে। এ ঋণ আবার চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খ্রিষ্টান মিশনারীরা দরিদ্রতার এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যন্ত এলাকার সরলসহজ মানুষকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে। মানুষ অর্থের কারণে তাদের দীন-ধর্ম সব বিক্রি করে দিচ্ছে।

সমাজের মানুষের এমন অভাব দূর করার জন্য ইসলামপ্রিয় লোকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। জনকল্যাণমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে গরীব মানুষদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হবে। দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করাকে ইসলাম 'ইবাদত ঘোষণা করেছে। সুদ মুক্ত ঋণ দেয়ার জন্য প্রত্যেকটি এলাকাতে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব গরীব মানুষ আর্থিক সহায়তা নিবে, তাদেরকে ইসলামের কথা বললে অবশ্যই তা অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

৪০৬. *আল-কুর'আন*, ৩:১১৮

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম মহান আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র গ্রহণীয় জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের মত এটা নিছক কোন ধর্ম নয়। ইসলামের ধর্মীয় দর্শন অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের বিশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব নৈতিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আছে নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। মানব জাতির জন্যে পার্থিব জীবনে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা এবং আখিরাতে স্থায়ী সুখ ও শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াত কোন মতবাদ বা মতাদর্শের দিকে আহ্বান করে না। এটি সরাসরি কুর'আন ও হাদীস অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে। একটি শক্ত বৃক্ষের দিকে মানুষকে ডাকা। যার মূল রয়েছে অনেক গভীরে এবং শাখা প্রশাখা সাত আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। যারা এই বিরাট ও শক্ত বৃক্ষ মজবুত করে ধরেছে তারা মূলত একটি শক্ত হাতলই ধরেছে। মহান আল্লাহ্‌ নিজেই এই বৃক্ষকে নিয়ন্ত্রন করেন। সুতরাং এই বৃক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার অর্থই হলো আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া।

প্রথম মানুষ আদম (আ.) এর সময় থেকেই চলছে এই দা'ওয়াতী কার্যক্রম। যুগ ও স্থান পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন হয়নি। সকল নবীই একই দা'ওয়াত দিয়েছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে নবী-রাসূলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি ইসলামী দা'ওয়াতের চূড়ান্ত ও সার্বজনীন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর অনুসারীরাই তাঁর সে দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছেন।

আম্বিয়া (আ.) এর দা'ওয়াত কখনো সুখকর ছিল না। দা'ওয়াতের কাজ শুরু করার পর ফুলের মালা বা লাল গালিচায় তাঁদেরকে স্বাগত জানানো হয়নি। বরং রক্ত পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু বির্সজন দিতে হয়েছে। এমনকি জীবনও উৎসর্গ করতে হয়েছে। এতকিছুর পরেও দা'ওয়াতের এ পথে পাহাড়ের মত স্থির থেকে মানব জাতিকে এর কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং যারাই এ পথে পা বাড়াবে তাদেরকেও ঠিক আম্বিয়া (আ.) এর মতই যুল্‌ম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী দা'ওয়াতের আসল লক্ষ্য হলেও এটাকে চূড়ান্ত সফলতা বলা হয়নি। হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বছর দা'ওয়াতী কাজ করেছেন। তাঁর এ দা'ওয়াতে খুব সংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছিল। ইব্‌রাহীম (আ.), লূত (আ.), সুলায়মান (আ.), দাঊদ (আ.), মূসা (আ.), 'ঈসা (আ.) সহ সকল নবীগণই দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই সমাজে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এটা

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের ব্যর্থতা নয়। মানুষের দায়িত্ব হলো প্রচার করা বা আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়া। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ব্যাপার। জীবনের সব কিছুকে দা'ওয়াত ফী সাবীলিল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করলে পরকালে তাঁর জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাত। এটাই একজন দা'ঈ ইলাল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় সফলতা।

তাই বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে যেসব সমস্যা রয়েছে, এসব সমস্যা নতুন কিছু নয়। আম্বিয়া (আ.) ও এসব সমস্যার মুকাবিলা করেই দা'ওয়াতী কাজকে অব্যাহত রেখেছেন। মহান আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে সফলতা দিয়েছেন। তাই তাঁদের পথ ধরে, তাঁদের মত এ পথে অবিচল থেকে ইখ্‌লাসের সাথে এ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই আসবে এ কাজের সফলতা ইন্‌ শা আল্লাহ্‌।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. *আল-কুর'আনুল কারীম*

২. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগীরাহ্ ইব্ন বারদিযবাহ্ আল-বুখারী (রহ.), *সহীহ্ আল-বুখারী*, অনু. হুসাইন ইব্ন সোহ্রাব (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০১১)

৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুরাইশী আন-নিশাপুরী, *সহীহ্ মুসলিম*, অনু. আ.স.ম নূরুজ্জামান (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল- জানুয়ারী-২০১১)

৪. শায়খ ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-খতীব (রহ.) , *মিশকাতুল মাসাবীহ্*, অনু. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল : ২০০৬)

৫. মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (রহ.), *রিয়াদুস সালিহীন*, অনু. হুসাইন ইব্ন সোহ্রাব (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১)

৬. আবুল ফিদা হাফিয ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর, *তাফসীর ইব্ন কাছীর*, অনু: ড.মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, দ্বাদশ মুদ্রণ:২০১২)

৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী', *তাফসীর মাআরেফুল কোরআন*, অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান (খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, প্রকাশকাল : উল্লেখ নেই।)

৮. আবুল ফিদা হাফিয ইমামুদ্দিন ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, অনু. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, মাওলানা মোঃ আবু তাহের (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৩)

৯. আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, অনু. মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯)

১০. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৩)

১১. *বাংলা পিডিয়া*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল : মার্চ-২০০৩)

১২. ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৪)

১৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮)

১৪. ড. আব্দুল খালিক, *আহাম্মিয়াতুদ-দা'ওয়াত ওয়াত তাবলীগ ফিল ইসলাম*, (কায়রো : মাকতাবাতুল ঈমান, ১৯৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ইমাম ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব* (বৈরুত : দারু সাদির তৃতীয় মুদ্রণ-২০০৪)

১৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল : জুন-১৯৯৭)

১৭. শায়খুল হাদীস 'আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র:), *আর-রাহীকুল মাখতুম* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স,চতুর্থ প্রকাশ-২০১৩)

১৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , প্রথম প্রকাশ মে-২০১১)

১৯. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র*, (ঢাকা : পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল আগস্ট-২০০৯)

২০. ড. *জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র*, (ঢাকা : সত্যকথা প্রকাশ ঢাকা, প্রকাশকাল-২০১১)

২১ . ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারা, ত্রয়োদশ প্রকাশ-২০০৯)

২২. মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (ঢাকা, আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, চতুর্থ প্রকাশ ২০১১)

২৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামরে মূলধারা* (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা, জুলাই-২০০৬)

২৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, (ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৮)

২৫. আবদুল করীম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল-২০০২)

২৬. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ১৯৯০)

২৭. ড. মুহাম্মদ মযযাম্মিল আলী, *শির্ক কী ও কেন?* (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ : মে-২০১১)

২৮. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৪)

২৯. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫)

৩০. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক খাঁ, *সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক* (১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪ হতে মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, দিলওয়ার হোসেন কর্তৃক সংগ্রহ ও সম্পাদনা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ড. আ. ই. ম. নেসার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রভাব ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৫)

৩২. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-জানুয়ারী-২০০৬)

৩৩. মুহিবুর রহমান লিটন, *বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকা : মাসুম বুক ডিপো ঢাকা, প্রকাশকাল-২০০৮)

৩৪. *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বড় মগবাজার, ৫৬তম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর-২০১৪,

৩৫. *সংগঠন পদ্ধতি*, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বড় মগবাজার, প্রকাশকাল : ৩২তম মুদ্রণ, আগস্ট-২০১৪)

৩৬. *কর্মকৌশল*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৭)

৩৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-জুলাই ১৯৯৭)

৩৮. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্রাসা শিক্ষা* (ঢাকা-চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২)

৩৯. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০০৫)

৪০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল-২০১২)

৪১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী* (রাজশাহী : হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-২০১০)

৪২. মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ্* (ঢাকা : প্রকাশনা : উল্লেখ নেই, প্রকাশক : মতিয়া হাসান, ৫০০, মগবাজার, প্রকাশকাল-২০০৪)

৪৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *আহকামে তাবলীগ*, অনু. মুফতী মুহাম্মদ নূরুয্যামান (ঢাকা : হক লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ-২০০৫)

৪৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০১০)

৪৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *সুন্নাত ও বিদয়াত* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, সপ্তম প্রকাশ-১৯৯৭)

৪৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০১২)

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*, অনু. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০১০)

৪৮. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলোবী, *মতবিরোধ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, অনু. আবদুস শহীদ নাসিম (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পঞ্চম প্রকাশ-২০০৮)

৪৯. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলাবী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্*, অনু. অধ্যাপক আখ্তার ফারুক (ঢাকা : রশীদ বুক হাউস, তৃতীয় প্রকাশ-২০০৮)

৫০. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, প্রথম প্রকাশ-২০০৯)

৫১. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, *দাওয়াতে দীন ও তার কর্মপন্থা*, অনু. মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৯৫)

৫২. শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, *তাকবিয়াতুল ঈমান*, অনু. মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০২)

৫৩. ডা. মরিচ বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, অনু. ওসমান গনি (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, প্রকাশকাল-১৯৯৪)

৫৪. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *মাযহাব ও তাকলীদ কি ও কেন*, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রকাশকাল-২০১২)

৫৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৫৬. *The Oxford encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York Oxford, Oxford University Press-1995

57. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*,(مكتبة لبنان بيروت Third Printing-1974)